182.0c.84.5

আরব্য উপন্যাস ।

প্রথমখণ্ড

[illegible]

ইংরাজী প্রসিদ্ধ আরেবিয়ান নাইট হইতে

বাঙ্গলা ভাষায়

শ্রীযুক্ত নীলমণি বসাক কর্ত্তৃক

অনুবাদিত হইয়া

কলিকাতার কলুটোলায় হিন্দুস্থান যন্ত্রে মুদ্রাঙ্কিতহইল ।

১২৫৬

1849

Out of Print

কিতাব কালিন ফুট্যালয়
কলেজ কোর্ট

ERIAL LI

ভূমিকা।

যে কোন প্রকার পুস্তক হউক, সময় বিশেষে মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ করিলে অবশ্য তদ্দ্বারা কোন সদুপদেশ ও আমোদ প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে তন্নিমিত্ত লিপিজ্ঞ সহৃদয় মানব গণের পক্ষে যদিও পুস্তক মাত্রই উপাদেয় হয় তথাপি ইহা বিবেচনা সিদ্ধ বটে যে যে স্থলে অল্পসংখ্যক ব্যক্তি পুস্তক পাঠে অনুরাগ প্রকাশ করিয়া থাকেন তথায় আদৌ মনোরম্য পুস্তকেরই বাহুল্য হওয়া উচিত। অধিকন্তু অধিক বয়স্ক জনগণ শিশুদের ন্যায় শাসন অথবা তাড়নাদি দ্বারা পুস্তক পাঠে বাধ্য হইতে পারেন না সুতরাং তাঁহাদিগকে পুস্তক পাঠের রসজ্ঞ করিতে হইলে চিত্তরঞ্জক গ্রন্থেরই বৃদ্ধি করা আবশ্যক বোধ হয়। পরন্তু এই বঙ্গভূমিতে এতাবৎকাল পর্য্যন্ত বাঙ্গলা সাধুভাষায় কতিপয় প্রথম শিক্ষার পুস্তক ব্যতীত চিত্ততোষক সুললিত অধিক গ্রন্থ বিরচিত অথবা অনুবাদিত হয় নাই। অতএব আরেবিয়ান নাইটস নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থের মনোহর উপন্যাস সকল বঙ্গীয় সুকোমল ভাষায় অনুবাদ করিয়া তাহার প্রথম খণ্ড মুদ্রাঙ্কিতানন্তর প্রকাশ করা গেল।

আরেবিয়ান নাইট নামক গ্রন্থের মূল পুস্তক আরবীক ভাষায় আলেফ লয়লা, উক্ত গ্রন্থের উপন্যাস সকল যে মনোহর ও সুখামোদ দায়ক তাহা ঐ গ্রন্থের নানাজাতীয় লোক সমাজে সমাদর দর্শনেই সপ্রমাণ হয়। উক্ত গ্রন্থ পারসী হিন্দী ইত্যাদি বিবিধ ভাষায় এবং ইউরোপীয় সুবিজ্ঞ বিদ্বজ্জনগণ কর্তৃক স্বস্ব দেশীয় ভাষায় অনুবাদিত হওয়াতে পৃথিবীস্থ প্রায় তাবৎ লোকেই তদামোদানুভব করণে সক্ষম হইয়াছেন কেবল বঙ্গীয় ভাষায় সমগ্র উপন্যাস অননুবাদিত প্রযুক্ত অত্রত্য ব্যক্তিরা তাহাতে বঞ্চিত ছিলেন অতএব এই গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া আশ্বাস করি গুণজ্ঞ মহাশয়েরা ইহাতে কোন দোষ দর্শন হইলে গণ্য করিবেন না পুস্তক বাহুল্য বিবেচনাতেই হৃষ্ট হইবেন।

সূচীপত্র

উপন্যাস

		পৃষ্ঠ
	উপক্রমণিকা	১
১	সদাগর ও দৈত্যের কথা	১৪
	প্রথম বৃদ্ধ ও কুক্কুরের কথা	১৮
	দ্বিতীয়বৃদ্ধ ও তাহার কালকুক্কুরের কথা	২২
২	ধীবরের কথা	২৬
	গ্রীক দেশীয় রাজা ও দোবান চিকিৎসকের কথা	৩০
	এক মনুষ্য ও শুকপক্ষির কথা	৩৩
	কাল উপদ্বীপের যুবরাজের কথা	৪৪
৩	তিনফকির যাহারা পূর্ব্বে রাজপুত্র ছিলেন তাহাদিগের এবং বোগ্দাদ নগরস্থ তিন রমণীর কথা	৫৩
	প্রথম ফকিরের কথা	৬৩
	দ্বিতীয় ফকিরের কথা	৬৯
	তৃতীয় ফকিরের কথা	৮৫
	জোবেদীর বিবরণ	১০৫
	আমিনীর বিবরণ	১১৬
৪	সিন্ধবাদ নাবিকের কথা	১২১
	সিন্ধবাদের প্রথম বাণিজ্যযাত্রার কথা	১২৩
	সিন্ধবাদের দ্বিতীয় বাণিজ্য যাত্রা	১২৮
	সিন্ধবাদের তৃতীয় বাণিজ্য যাত্রা	১৩৩
	সিন্ধবাদের চতুর্থ বাণিজ্য যাত্রা	১৪১
	সিন্ধবাদের পঞ্চম বাণিজ্য যাত্রা	১৪৯
	সিন্ধবাদের ষষ্ঠ বাণিজ্য যাত্রা	১৫৪
	সিন্ধবাদের সপ্তম বাণিজ্য যাত্রা	১৬০

182.OC.84.5

আরব্য উপন্যাস ৷

প্রথমখণ্ড

ইংরাজী প্রসিদ্ধ আরেবিয়ান নাইট হইতে

বাঙ্গলা ভাষায়

শ্রীযুক্ত নীলমণি বসাক কর্ত্তৃক

অনুবাদিত হইয়া

কলিকাতার কলুটোলায় হিন্দুস্থান যন্ত্রে মুদ্রাঙ্কিতহইল ৷

১২৫৬

1849

O.P
Out of Print
ERIAL LIB

ভূমিকা।

যে কোন প্রকার পুস্তক হউক, সময় বিশেষে মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ করিলে অবশ্য তদ্দ্বারা কোন সদুপদেশ ও আমোদ প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে তন্নিমিত্ত লিপিজ্ঞ সহৃদয় মানব গণের পক্ষে যদিও পুস্তক মাত্রই উপাদেয় হয় তথাপি ইহা বিবেচনা সিদ্ধ বটে যে যে স্থলে অল্পসংখ্যক ব্যক্তি পুস্তক পাঠে অনুরাগ প্রকাশ করিয়া থাকেন তথায় আদৌ মনোরম্য পুস্তকেরই বাহুল্য হওয়া উচিত। অধিকন্তু অধিক বয়স্ক জনগণ শিশুদের ন্যায় শাসন অথবা তাড়নাদি দ্বারা পুস্তক পাঠে বাধ্য হইতে পারেন না সুতরাং তাঁহাদিগকে পুস্তক পাঠের রসজ্ঞ করিতে হইলে চিত্তরঞ্জক গ্রন্থেরই বৃদ্ধি করা আবশ্যক বোধ হয়। পরন্তু এই বঙ্গভূমিতে এতাবৎকাল পর্য্যন্ত বাঙ্গলা সাধুভাষায় কতিপয় প্রথম শিক্ষার পুস্তক ব্যতীত চিত্ততোষক সুললিত অধিক গ্রন্থ বিরচিত অথবা অনুবাদিত হয় নাই। অতএব আরেবিয়ান নাইটস নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থের মনোহর উপন্যাস সকল বঙ্গীয় সুকোমল ভাষায় অনুবাদ করিয়া তাহার প্রথম খণ্ড মুদ্রাঙ্কিতানন্তর প্রকাশ করা গেল।

আরেবিয়ান নাইট নামক গ্রন্থের মূল পুস্তক আরবীক ভাষায় আলেফ লয়লা, উক্ত গ্রন্থের উপন্যাস সকল যে মনোহর ও সুখামোদ দায়ক তাহা ঐ গ্রন্থের নানাজাতীয় লোক সমাজে সমাদর দর্শনেই সপ্রমাণ হয়। উক্ত গ্রন্থ পারসী হিন্দী ইত্যাদি বিবিধ ভাষায় এবং ইউরোপীয় সুবিজ্ঞ বিদ্বজ্জনগণ কর্তৃক স্বস্ব দেশীয় ভাষায় অনুবাদিত হওয়াতে পৃথিবীস্থ প্রায় তাবৎ লোকেই তদামোদানুভব করণে সক্ষম হইয়াছেন কেবল বঙ্গীয় ভাষায় সমগ্র উপন্যাস অননুবাদিত প্রযুক্ত অত্রত্য ব্যক্তিরা তাহাতে বঞ্চিত ছিলেন অতএব এই গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া আশ্বাস করি গুণজ্ঞ মহাশয়েরা ইহাতে কোন দোষ দর্শন হইলে গণ্য করিবেন না পুস্তক বাহুল্য বিবেচনাতেই হৃষ্ট হইবেন।

সূচীপত্র

উপন্যাস

		পৃষ্ঠ
	উপক্রমণিকা	১
১	সদাগর ও দৈত্যের কথা	১৪
	প্রথম বৃদ্ধ ও কুক্কুরের কথা	১৮
	দ্বিতীয়বৃদ্ধ ও তাহার কালকুক্কুরের কথা	২২
২	ধীবরের কথা	২৬
	গ্রীক দেশীয় রাজা ও দোবান চিকিৎসকের কথা	৩০
	এক মনুষ্য ও শুকপক্ষির কথা	৩৩
	কাল উপদ্বীপের যুবরাজের কথা	৪৪
৩	তিনফকির যাহারা পূর্ব্বে রাজপুত্র ছিলেন তাহাদিগের এবং বোগ্দাদ নগরস্থ তিন রমণীর কথা	৫৩
	প্রথম ফকিরের কথা	৬৩
	দ্বিতীয় ফকিরের কথা	৬৯
	তৃতীয় ফকিরের কথা	৮৫
	জোবেদীর বিবরণ	১০৫
	আমিনীর বিবরণ	১১৬
৪	সিন্ধবাদ নাবিকের কথা	১২১
	সিন্ধবাদের প্রথম বাণিজ্যযাত্রার কথা	১২৩
	সিন্ধবাদের দ্বিতীয় বাণিজ্য যাত্রা	১২৮
	সিন্ধবাদের তৃতীয় বাণিজ্য যাত্রা	১৩৩
	সিন্ধবাদের চতুর্থ বাণিজ্য যাত্রা	১৪১
	সিন্ধবাদের পঞ্চম বাণিজ্য যাত্রা	১৪৯
	সিন্ধবাদের ষষ্ঠ বাণিজ্য যাত্রা	১৫৪
	সিন্ধবাদের সপ্তম বাণিজ্য যাত্রা	১৬০

আরব্য উপন্যাস ॥

পারস্য দেশের সসিনিয়ান উপাধিধারি রাজারা পূর্ব্বকালে ভারতবর্ষ অবধি চীন পর্য্যন্ত তাবৎ দেশে আপনাদিগের রাজত্ব বিস্তার করিয়া ছিলেন তাঁহারদিগের বংশাবলী মধ্যে লিখিত আছে যে সেই রাজপরিবারের এক জন রাজা সদ্বিচার নিমিত্ত প্রজা জনের প্রিয়তর ছিলেন, এবং তাঁহার দোর্দণ্ড প্রতাপে চতুর্দ্দিকস্থ ভূপাল শ্রেণী সদা সশঙ্কিত থাকিতেন। সেই রাজার দুই পুত্র হয়, জ্যেষ্ঠের নাম শহরিয়ার ও কনিষ্ঠের নাম শাহ-জনান, তাঁহারা উভয়েই সর্ব্বগুণসম্পন্ন ছিলেন।

সেই প্রজাবৎসল রাজা অনেক কাল পর্য্যন্ত সদ্বিচার পূর্ব্বক রাজত্ব করিয়া লোকান্তর গত হইলে পর তাঁহার জ্যেষ্ঠ তনয় শহরিয়ার সিংহাসন প্রাপ্ত হইলেন, কনিষ্ঠ পুত্র শাহজনান্ দেশ ব্যবহার প্রযুক্ত যদিও রাজ্যসুখে বঞ্চিত হইয়া সামান্য ভাবে থাকিলেন তথাপি অগ্রজের ঐশ্বর্য্য ভোগে দ্বেষ না করিয়া বরঞ্চ সর্ব্বদা তাঁহার অভীষ্ট সাধনার্থ চেষ্টা করিতে লাগিলেন। শহরিয়ারও কনিষ্ঠ ভ্রাতার প্রতি অতিশয় স্নেহ করিতেন বিশেষতঃ তাঁহার ঐরূপ সারল্য স্বভাবে মহা তুষ্ট ছিলেন অতএব তাঁহাকে মহা তাতার দেশের রাজ্য প্রদান করিলেন। তাহাতে শাহজনান্ ঐ রাজ্যে গমন করিয়া সমরকন্দ নগরে রাজধানী স্থাপন পূর্ব্বক রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। অনন্তর দশ বৎসর গত হইলে শহরিয়ার সহোদরকে দেখিবার নিমিত্ত অত্যন্ত ব্যগ্রচিত্ত হইয়া তাঁহাকে স্বরাজ্যে আনয়নার্থ সমারোহ পূর্ব্বক

তাঁতার রাজ্যে প্রেরণ করিলেন। শহরিয়ারের মন্ত্রী সমরকন্দ রাজধানীর নিকটবর্ত্তী হইলে শাহজনান তাঁহার আগমন সংবাদ পাইয়া আপন অমাত্য বর্গ সমভিব্যাহারে অগ্রসর হইয়া তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিলেন এবং যথোচিত সমাদর করিয়া সহোদরের মঙ্গল বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন। মন্ত্রী কুশল সংবাদাদি কহিয়া রাজার আজ্ঞা অবগত করাইলে শাহজনান্ আনন্দে পুলকিত হইয়া কহিলেন হে বিজ্ঞতম মন্ত্রী, অগ্রজ মহাশয় আমার প্রতি যথেষ্ট অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন, তিনি আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে যেমন ইচ্ছুক আমিও ততোধিক, আমার রাজ্য সম্প্রতি নির্ব্বিঘ্নে আছে তাহার নিমিত্ত কোন ভাবনা নাই, তুমি দশ দিবস মাত্র অপেক্ষা করিলে আমি তোমার সঙ্গেই গমন করিতে পারি। এই দশ দিবস তুমি এই স্থানে শিবির করিয়া অবস্থিতি কর, আমি যাত্রার আয়োজন করি। শাহজনান এইরূপ কহিয়া স্বপুরে গমন পূর্ব্বক মন্ত্রির সমভিব্যাহারি গণের আহারের নিমিত্ত খাদ্য দ্রব্যাদি প্রেরণ করিয়া আপনার গমনের আয়োজন করিতে লাগিলেন।

দশ দিবসের পর গমনের সমস্ত আয়োজন হইলে শাহজনান স্বীয় রাণীর নিকটে বিদায় হইয়া অপরাহ্ণে যাত্রা করত মন্ত্রির শিবির সমীপে স্বকীয় শিবির স্থাপন করিয়া অর্দ্ধরাত্রি পর্য্যন্ত তাহার সহিত কথোপকথন করিলেন, পরে প্রেয়সীর প্রতি অত্যন্তাসক্তি প্রযুক্ত তৎপ্রেম মনোমধ্যে উদিত হইলে অন্তঃকরণে ইচ্ছা হইল যে আর একবার রাণীকে দেখিয়া আইসেন, অতএব নিশাশেষে একাকী অশ্বারোহণ পূর্ব্বক শিবির হইতে বহির্ভূত হইয়া রাণীর অন্তঃপুরে গমন করিলেন। সেখানে রাণী রাজার প্রত্যাগমনের অসম্ভাবনা নিশ্চয় করিয়া এক জন সামান্য কর্ম্মকারিকে স্বশয়নে লইয়া গাঢ় আলিঙ্গন পূর্ব্বক নিদ্রা যাইতেছিলেন। রাজা-ধীরে২ গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিয়া, রাণী আমাকে অত্যন্ত ভাল বাসেন, না জানি আমাকে পুনর্ব্বার দেখিয়া কেমন আহ্লাদিতা হইবেন, এই প্রকার ভাবিতে২ সমীপে গিয়া দেখিলেন যে তিনি এক জন সামান্য পুরুষের সঙ্গে শয়ন করিয়া আছেন, ইহা

দেখিয়াও তাঁহার মনোমধ্যে হঠাৎ বিভাব হইল না, তিনি বিবেচনা করিলেন বুঝি আমার দৃষ্টি বিভ্রম হইয়াছে কিন্তু ক্রমে বিশেষ পর্য্যালোচনা দ্বারা যখন তাঁহার সন্দেহ দূর হইল তখন মনে২ কহিলেন আ একি ব্যাপার, আমি এখনও রাজপুরীর বহির্গত হই নাই, ইহারি মধ্যে এই কাণ্ড, না জানি আমার গমনান্তে আরো কি হইবে, থাক্ রে পাপিষ্ঠরা, তোদের প্রতিফল অবশ্য দিব, আমি রাজা, অন্যের গৃহে কুকর্ম্ম হইলে তাহার দণ্ড করিয়া থাকি, আমার অন্তঃপুরে এই কুব্যবহার, অতএব তোরদের উভয়েরই মস্তকচ্ছেদন করিব। ইহা কহিয়া ক্রোধোন্মত্ত হইয়া কোষ হইতে খড়্গ নিষ্কাসন পূর্ব্বক একাঘাতে দুই জনের শিরশ্ছেদ করিয়া উভয়কে জল নিঃসরণ পথে ফেলিয়া দিলেন।

রাজা এই রূপে ক্রোধানল শীতল করিয়া পুনর্ব্বার শিবিরে গমন পূর্ব্বক শয়ন করিয়া থাকিলেন, প্রত্যূষে শিবির উত্তোলন করিতে আজ্ঞা দিয়া মন্ত্রির সমভিব্যাহারে গমন করিলেন, অন্তঃপুরে যে ব্যাপার হইয়াছিল তাহা কাহাকেও বলিলেন না। অনন্তর ভ্রাতার রাজ্যের নিকটস্থ হইলে শহরিয়ার তাঁহার আগমন বার্ত্তা শুনিয়া স্বীয় সভাসদ ও অমাত্যবর্গ সহিত অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে সমাদর পূর্ব্বক লইতে আসিলেন। দুই সহোদরের পরস্পর সাক্ষাৎ হওয়াতে উভয়ে আনন্দ সাগরে মগ্ন হইয়া আলিঙ্গন মঙ্গলপ্রশ্নানন্তর নগর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। শহরিয়ার অনুজের অবস্থিতি নিমিত্তে এক অট্টালিকা প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছিলেন সেই অট্টালিকায় তাঁহাকে লইয়া গেলেন, সে অট্টালিকা রাজপুরীর সংলগ্ন, কেবল মধ্যবর্ত্তী এক উদ্যান ব্যবধান ছিল। পরে শাহজমান স্নানাদি করিবেন এজন্য শহরিয়ার তাঁহার নিকট হইতে একবার গমন করিলেন এবং তাঁহার স্নান বস্ত্র ত্যাগ হইলে পরেই পুনর্ব্বার আসিয়া তাঁহার সঙ্গে একত্র আহারাদি করণানন্তর পর্য্যঙ্কে বসিয়া নানাপ্রকার কথোপকথন করিতে লাগিলেন। এইরূপে দিবাবসান হইলে নিশামুখে পুনর্ব্বার ভোজনাদি করিয়া অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত সদালাপে মগ্ন থাকিলেন, পরে সহোদরকে শয়ন করিতে বলিয়া আপনি শয়নাগারে গমন করিলেন। শাহজমান সহোদরের সহিত কথোপ-

কল্পনে মগ্ন থাকাতে কিঞ্চিৎকাল স্বচ্ছন্দে ছিলেন, পরে একাকী হইলে আপনার স্ত্রীর কুক্রিয়া মনে পুনর্ব্বার উদিত হইল তাহাতে চিন্তায় এমত ব্যাকুল হইলেন যে ভ্রম ক্রমেও এক বার নেত্র নিমীলন করিতে না পারিয়া শয়ন মন্দিরে পাদ বিহার করত রাত্রি প্রভাত করিলেন। তদবধি তাঁহার চিত্ত এরূপ শোকাচ্ছন্ন হইল যে তাঁহার জ্যেষ্ঠ ক্রমে তাহা বুঝিতে পারিলেন।

এক দিবস শহরিয়ার নিজ রাজধানী হইতে দুই দিনের পথ অন্তরিত এক স্থানে মৃগয়ার্থ যাত্রা করিতে উদ্যত হইয়া অনুজকে সমভিব্যাহারে লইয়া যাইতে যত্ন করিলেন, কিন্তু শাহজনান মৃগয়া গমনে অনিচ্ছা প্রযুক্ত শরীরের অসুস্থতা জানাইয়া ক্ষমা চাহিলেন, তাহাতে শহরিয়ার অধিক অনুরোধ না করিয়া স্বীয় সভাসদ সমভিব্যাহারে আপনি গমন করিলেন। অনন্তর তাতারেশ্বর একাকী হইয়া কুঠরির সকল দ্বার রুদ্ধ করিয়া যে গবাক্ষ হইতে উদ্যান দৃষ্ট হয় তন্নিকটে উপবেশন পূর্ব্বক উদ্যানের প্রতি নেত্র পাত করিয়া আপন দর্ভাগ্যের বিষয় ভাবনা করিতেছেন, এমত সময় রাজবাটীর পশ্চাদ্দ্বার উদ্ঘাটিত হইল এবং রাজমহিষী বিংশতি জন সখী পরিবৃতা হইয়া উদ্যান মধ্যে প্রবিষ্টা হইলেন। রাণীর নিশ্চয় বোধ হইয়াছিল যে রাজার সঙ্গে শাহজনানও মৃগয়াতে গমন করিয়াছেন কিন্তু তিনি যে গবাক্ষে বসিয়া ছিলেন তাহা স্বয়ং অথবা সঙ্গিনী গণ দেখিতে পায় নাই। পরে রাজাঙ্গনা ও সখী সমূহ ঐ গবাক্ষ সমীপে সমাগমন পুরঃসর বসন ত্যাগ করিয়া অনাবৃত শরীর হইলে শাহজনান দেখিলেন যে ঐ বিংশতি জনের মধ্যে দশ জন কাফ্রি পুরুষ আর দশ জন নারী, তাহারা প্রত্যেকে একং জন সখী লইয়া অনঙ্গ রঙ্গ প্রসঙ্গে প্রবৃত্ত হইল এবং রাজ মহিষী মাষুদং এই নাম উচ্চারণ পূর্ব্বক করধ্বনি করিলে এক বৃক্ষ হইতে একটা কৃষ্ণাঙ্গ পুরুষ অবরোহণ করিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিয়া ধরিল, তৎপরে যাহা হইল তাহা বলিবার প্রয়োজন নাই। অর্দ্ধ রাত্রি পর্য্যন্ত তাহারা এই ব্যাপারে মত্ত থাকিল, পরে ঐ উদ্যানের মধ্যস্থানে যে এক মনোহর সরোবর ছিল তাহাতে সকলে অবগাহন করিয়া আপনং বস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক সেই প্র-

কার নারী বেশে পুরী প্রবেশ করিল মাষুদও বৃক্ষারোহণ করিয়া অন্তর্হিত হইয়া রহিল।

শাহজনান এই আশ্চর্য্য ব্যাপার অবলোকন করিয়া মনো-মধ্যে প্রবোধ পাইয়া কহিলেন আমি বোধ করিয়াছিলাম যে আমার তুল্য হতভাগ্য পৃথিবীতে নাই কিন্তু সে বোধ মিথ্যা, কেননা এখন যাহা দেখিলাম তাহাতে এমত জ্ঞান হয় যে স্বামি মাত্রেরই এইরূপ দর্ভাগ্য ঘটে, অতএব সকলেরই যদি এই দশা হইল তবে আমি দর্ভাবনা দ্বারা আপন আত্মাকে কেন খিন্ন করি, আমি আর এ ভাবনা করিব না। এই রূপ স্থির করিয়া শাহজনান প্রফুল্লচিত্ত হইলেন এবং যখন শহরিয়ার মৃগয়া হইতে প্রত্যাগত হইলেন তখন হৃষ্টান্তঃ করণে তাঁহাকে প্রত্যুদ্গমন করিয়া আনিতে গেলেন। শহরিয়ার সহোদরের হঠাৎ এইরূপ ভাবান্তর দেখিয়া অতিশয় আহ্লাদিত হইয়া কহিলেন হে ভ্রাতঃ অদ্য তোমাকে প্রসন্নান্তঃকরণ দেখিয়া আমি সন্তুষ্ট হইলাম, কিন্তু তোমাকে একটী কথা জিজ্ঞাসা করি তাহার যথার্থ উত্তর করিতে হইবে। শাহজনান কহিলেন আশ্চর্য্য কি, আপনি রাজা এবং আমার অগ্রজ, যাহা আজ্ঞা করিবেন তাহাই করিব। শহরিয়ার কহিলেন তুমি যে অবধি আমার বাটীতে আসিয়াছ তদবধি তোমাকে সর্ব্বদা খিদ্যমান দেখিয়াছি, কোন কৌশলে তোমার মনোদঃখ নিবারণ করিতে পারি নাই, ইহাতে মনে করিয়া ছিলাম প্রিয়তমা মহিষীর বিচ্ছেদে বুঝি বিমর্ষ হইয়া থাকিতা, একারণ কিছু বলি নাই, কিন্তু অদ্য তোমার সে ভাব আর দেখি না, অতএব জিজ্ঞাসা করি ঐ উদ্বেগ কিরূপে দূর হইল আমাকে যথার্থ করিয়া বল।

শাহজনান এই কথাতে হঠাৎ কোন উত্তর করিতে না পারিয়া ভাবনা পূরিতান্তঃ করণে রাজাকে কহিলেন হে নরেন্দ্র এবিষয়ে আমাকে ক্ষমা করুন। শহরিয়ার কহিলেন ভাই তাহা হইবেক না, তোমাকে ইহার যথার্থ বৃত্তান্ত কহিতে হইবে। ইহাতে শাহজনান উপায়ান্তরবিহীন হইয়া আপনার রমণীর কুক্রিয়ার অবিকল তাবৎ বৃত্তান্ত বর্ণনা করিলেন। রাজা তাহা শুনিয়া কহি-

লেন ভাই এ কি ভয়ঙ্কর কথা, তুমি ঐ নরাধম দিগকে নষ্ট করিয়াছ ইহাতে তোমার কিছু মাত্র প্রশংসা করি না, আমার সমক্ষে এরূপ ঘটনা হইলে আমি সহস্র২ প্রাণির মস্তক ছেদন করিতাম, সে যাহা হউক, তোমার শোকের কারণ শুনিলাম, কিন্তু ঐ শোকের নিবারণ কিরূপে হইল তাহা কহ। শাহজনান পূর্ব্ব কথা যেরূপ অনায়াসে কহিলেন এ কথা বলিতে সেরূপ সাহস করিলেন না, কিন্তু রাজা পুনঃ২ জিজ্ঞাসা করাতে উত্তর করিলেন আপনি বারম্বার আজ্ঞা করিতেছেন, আপনার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে পারি না, কিন্তু আমি আপন রমণীর কুকর্ম্ম নিমিত্ত যে মনস্তাপ পাইয়াছি আপনি ইহা শুনিলে তদপেক্ষা অধিক শোক পাইবেন, ইহা বলিয়া রাণী ও সখী দিগের যে২ কাণ্ড উদ্যানে দেখিয়া ছিলেন তাহা আনুপূর্ব্বিক সমস্ত কহিয়া বলিলেন যে এই সকল ব্যাপার স্বচক্ষে দেখিয়া আমি বিবেচনা করিলাম নারী জাতিই স্বভাবতঃ পরপুরুষগামিনী, তাহারদিগের কামেচ্ছা কোন রূপেই বারণ হইতে পারে না, অতএব তজ্জন্য মনকে ভাবনাযুক্ত করা অনুচিত, এই রূপ বিবেচনা করিয়া আমি শোক ত্যাগ করিয়াছি, এবং আপনিও ঐ বিবেচনায় আত্ম শোক ত্যাগ করুন। শাহজনানের এই পরামর্শ যদিও উত্তম তথাপি রাজা তাহা না শুনিয়া একেবারে ক্রোধান্ধ হইয়া কহিলেন কি আমি রাজরাজেশ্বর, আমার মহিষী এমন কুকর্ম্মান্বিতা, আমি এ কথায় কোন রূপে প্রত্যয় করিতে পারি না, তোমার দৃষ্টি ভ্রান্তি হইয়া থাকিবে, তবে যদি ইহা আমাকে দেখাইতে পার প্রত্যয় করি। শাহজনান কহিলেন তাহার আশ্চর্য্য কি, আপনি আর এক দিবস মৃগয়ার ছলে নগর হইতে গমন করুন আমিও সঙ্গে যাইব, পরে নগরের কোন স্থলে থাকিয়া রাত্রি যোগে উভয়ে এই স্থানে আসিয়া গোপন ভাবে থাকিব, তাহা হইলে আপনি ঐ সকল কাণ্ড স্বচক্ষে দেখিতে পাইবেন ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

এই পরামর্শ স্থির হইলে শহরিয়ার পুনর্ব্বার এক দিন মৃগয়ার্থ সজ্জা করিতে আদেশ করিয়া কোন নিরূপিত স্থানে শিবির স্থাপন করিতে আজ্ঞা দিলেন, এবং পর দিবস দুই সহোদরে

সমারোহ পূর্ব্বক গমন করিয়া শিবিরে অবস্থিতি করিলেন, পরে রজনী হইলে গোপন ভাবে দুই জনে ঐ অট্টালিকাতে আসিয়া যে গবাক্ষ দ্বারা শাহজমান পূর্ব্ব ব্যাপার দেখিয়া ছিলেন সেই গবাক্ষে বসিয়া থাকিলেন। ক্ষণেক কাল পরেই অন্তঃপুরের পশ্চাৎ দ্বার মুক্ত হইল তদনন্তর রাণী সহচরী গণ সমভিব্যাহারে উদ্যানে আসিয়া মাসুদকে আহ্বান করিলেন। শহরিয়ার এই সমস্ত ব্যাপার স্বচক্ষে দেখিয়া খেদ করিতেং কহিলেন হা পরমেশ্বর এ কি ঘৃণার বিষয়, আমি রাজরাজেশ্বর, আমার স্ত্রীর এরূপ কু-কর্ম্ম, ইহাতে অন্যান্য রাজারদের কি না হইয়া থাকে। এই কথা বলিয়া সহোদরকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক কহিলেন ভাই, সংসারে আর সুখ নাই, আইস আমরা রাজ্য সম্পত্তি ত্যাগ করিয়া দেশান্তর গমন করি, তাহা হইলে আমারদিগকে এ যন্ত্রণা সহ্য করিতে হইবে না এবং আমারদিগের এই দুর্ভাগ্যের কথা কেহ জানিতে পারিবে না। এই পরামর্শ শাহজমানের মনোনীত হইল না, কিন্তু রাজা অতিশয় ক্রোধান্বিত হইয়াছিলেন অতএব সে সময় বিরুদ্ধ বাক্য বলিতে শঙ্কা করিয়া উত্তর করিলেন হে ভ্রাতঃ আপনার যাহা বাসনা আমারও তাহাই, আপনি যে স্থানে গমন করিবেন আমিও সেই স্থানে যাইব কিন্তু আপনি এই অঙ্গীকার করুন যে আমারদের অপেক্ষাও যদি অন্য কোন ব্যক্তিকে অধিক দুর্ভাগা দেখেন তবে পুনর্ব্বার বাটীতে আসিবেন। রাজা কহিলেন তাহা অঙ্গীকার করিলাম, কিন্তু তুমি কি মনে কর যে আমারদিগের অপেক্ষা পৃথিবীতে আর কেহ অধিক দুর্ভাগা আছে। শাহজমান কহিলেন আমি তাহা মনে করি, এবং আমার অনুমান হইতেছে আমাদিগকে শীঘ্র ফিরিয়া আসিতে হইবে।

এইরূপ কথোপকথনানন্তর দুই ভ্রাতা যে ভাবে বাটীতে আসিয়া ছিলেন সেই ভাবে বাটী হইতে আর এক পথ দিয়া বিবেকির ন্যায় বাহির হইলেন এবং সমস্ত দিবস গমন করিয়া রাত্রিকালে একটা বৃক্ষের মূলে শয়ন করিয়া থাকিলেন, প্রত্যূষে তথা হইতে যাইতেং সমুদ্র তটের নিকটস্থ এক প্রান্তরে উপস্থিত হইলেন, সেই প্রান্তরে বৃক্ষ চ্ছায়ায় বসিয়া নারী জাতির চরিত্র বিষয়ে কথো-

কথন করিতেছেন এমত সময়ে সমুদ্রের মধ্য হইতে ভয়ঙ্কর শব্দ উত্থিত হইতে লাগিল, তাহা শুনিয়া উভয়েই সশঙ্কিত হইলেন, কিঞ্চিৎ পরে সমুদ্রকে বিভাগ করিয়া একটা ধূমাকার স্তম্ভ উঠিয়া প্রায় গগণ স্পর্শ করিল, তদ্দর্শনে ভ্রাতৃদ্বয় ভীতি বিহ্বল হইয়া উভয়ে একটা বৃক্ষারোহণ করিয়া প্রচ্ছন্নভাবে থাকিলেন। পরে ঐ ধূমাকার স্তম্ভ ক্রমেং বৃক্ষের নিকট আসিতে লাগিল, এবং অতি নিকট বর্ত্তী হইলে রাজপুত্রেরা দেখিলেন যে তাহা স্তম্ভ নহে, মনুষ্য হিংসক ভয়ানক এক দৈত্য চতুর্দ্দিগে চারি তালায় বদ্ধ এক কাঁচময় সিন্দুক মস্তকে ধারণ করিয়া ঐ বৃক্ষের দিকে আসিতেছে, ইহাতে তাঁহারদিগের আরও ত্রাস জন্মিল। তদনন্তর ঐ দৈত্য সেই মহীরুহ মূলে আসিয়া মস্তকস্থ মঞ্জুষা নামাইয়া তথায় উপবেশন করিল এবং চারিটা চাবি দিয়া ঐ সিন্দুক উদ্ঘাটন পূর্ব্বক নানা ভূষণে বিভূষিতা পরম সুন্দরী এক যুবতীকে বাহির করিয়া তৎ প্রতি কামভাবে দৃষ্টি করত শ্রান্তি দূরকরণার্থ কামিনীর জানু দেশে মস্তকার্পণ পূর্ব্বক সমুদ্রের দিকে পাদ প্রসারণ করিয়া নিদ্রা গেল, তাহার নাসিকা শব্দের প্রতিধ্বনিতে সাগর কুল ব্যাকুলিত হইতে লাগিল। ইত্যবসরে ঐ যুবতী হঠাৎ বৃক্ষোপরি রাজপুত্রদ্বয়কে দেখিয়া উভয়কে বৃক্ষ হইতে অবরোহণার্থ ইঙ্গিত করিল তাহাতে ভূপাল তনয়েরা দৈত্য দর্শনে জাতশঙ্কা প্রযুক্ত সঙ্কেত দ্বারা আপনাদিগের অবরোহণের অক্ষমতা জ্ঞাপন করিলেন, কিন্তু কুরঙ্গা ভিলাষিণী কামিনী তাহা না শুনিয়া রাজকুমারেরা যদি বৃক্ষ হইতে অবরোহণ না কর তবে দৈত্য দ্বারা তোমারদিগের অনিষ্টচেষ্টা করিব এবম্প্রকার বিবিধ ভয় প্রদর্শন করিতে লাগিল অতএব নৃপনন্দনেরা নিরুপায় হইয়া সভয়ে তরু হইতে অবরোহণ করিলেন। তখন সেই দুশ্চারিণী কামিনী দৈত্যের মস্তক স্বীয় জানু হইতে ভূমিতে নিক্ষেপ করিয়া তাহারদিগের কর ধারণ পূর্ব্বক অন্তরে গিয়া আপনার প্রখর স্মর বেগ নিবারণ ও উৎকট বাসনা পরিপূর্ণ করিতে চেষ্টা করিল। রাজপুত্রেরা যদিও প্রথমতঃ অসম্মত হইলেন তথাপি বারম্বার ভয় প্রদর্শন করাতে পশ্চাৎ স্বীকৃত

হইয়া কামিনীর কামনা পূর্ণ করিলেন। পরে সেই রমণী রাজপুত্র দ্বয়ের হস্তে যে দুই অঙ্গুরী ছিল তাহা গ্রহণ পূর্ব্বক আপন বস্ত্রাধার হইতে একটা কৌটা বাহির করিয়া তন্মধ্যে নিক্ষেপ করিল। তাহাতে রজ্জু গ্রথিত আরো কতিপয় অঙ্গুরীয়ক ছিল, রাজপুত্রেরা তদ্বিবরণ জিজ্ঞাসা করিলে সেই পুংশ্চলী কহিল যাবৎ সংখ্যক লোকের প্রতি আমি এইরূপ কৃপা দৃষ্টি করিয়াছি তাহাদিগের স্মরণার্থ চিহ্ন স্বরূপ একং অঙ্গুরী লইয়াছি তাহাতে সর্ব্ব সমেত অষ্ট নবতি অঙ্গুরী হইয়াছিল, অদ্য তোমারদিগের এই দুইটা যোগে এক শত পূর্ণ হইল, হে রাজকুমারেরা দেখ যদ্যপিও এই দুরাত্মা দৈত্য আমার ব্যভিচার নিবারণার্থ সাধ্যানুসারে সতর্ক এবং দিবারাত্রি মধ্যে এক বারও আমাকে নেত্রের অগোচর করে না তথাপি আমি এপর্য্যন্ত এক শত উপপতি করিলাম, অতএব তোমরা বিবেচনা কর স্ত্রীলোক যদি কুকর্ম্ম করিতে প্রতিজ্ঞা করে তবে স্বামী তাহাকে কদাচ নিবারণ করিয়া রাখিতে পারে না। ফলতঃ যেসকল পুরুষ স্বস্ব প্রেয়সী সমূহের পতিপরায়ণতা অভিলাষ করেন তাঁহাদের পক্ষে প্রমদাগণকে অবিরত শাসন করা বিহিত নয়। দৈত্যাঙ্গনা এই কথা বলিয়া রাজপুত্র দ্বয়ের দুই অঙ্গুরী সেই সূত্রে গ্রথিত করিয়া রাখিয়া তাঁহারদিগকে প্রস্থান করিতে অনুমতি দিল এবং স্বয়ং দৈত্যসমীপে যাইয়া তাহার মস্তক পূর্ব্ববৎ স্বজানু দেশে সংস্থাপন পূর্ব্বক বসিয়া রহিল।

রাজ পুত্রেরা তথা হইতে কিঞ্চিৎ দূরে গেলেন। পরে শাহজনান জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে ভ্রাতঃ ধরণীমণ্ডলে রমণীসমা কুকর্ম্ম নিরতা আর কেহ নাই এ কথায় এই ক্ষণে আপনার বিশ্বাস হইল কি না। শহরিয়ার কহিলেন হাঁ ভাই, তাহা হইল, এবং ইহাতে আরো এক বিষয় প্রত্যক্ষ হইল যে এই দৈত্য আমারদের অপেক্ষাও দুর্ভাগ্য, অতএব আর আমাদের ভ্রমণের প্রয়োজন নাই, চল, স্বদেশে যাইয়া পুনর্ব্বার সংসার ধর্ম্মে প্রবৃত্ত হই, ইহা বলিয়া বিবেকির ন্যায় ভ্রমণের সংকল্প পরিত্যাগ পূর্ব্বক তৃতীয় রাত্রিতে শিবির মধ্যে আসিয়া উপ-

স্থিত হইলেন। প্রভাতে ভূপতির প্রত্যাগমন সংবাদ শ্রবণ করিয়া সভাসদ গণ উপস্থিত হইলেন। রাজা আর মৃগয়ায় যাইব না ইহা কহিয়া অশ্বারোহণ পূর্ব্বক সভ্য গণ সমভিব্যাহারে রাজধানী প্রত্যাগমন করিলেন। পরে বাটীতে আসিয়া প্রথমেই অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া রাজমহিষীকে স্বসমক্ষে বন্ধন করাইয়া প্রধান মন্ত্রিকে তন্মুণ্ডচ্ছেদ করিতে আদেশ করিলেন। মন্ত্রী আজ্ঞা মাত্রে তাহাকে নষ্ট করিল। কিন্তু রাজা তাহাতেও পরিতৃপ্ত না হইয়া দুশ্চারিণী সঙ্গিনীগণের মস্তক স্বহস্তে ছেদন করিয়া তদ্রক্ত সলিলে ক্রোধানল নির্ব্বাণ করত প্রতিজ্ঞা করিলেন প্রতি যামিনীতে একং নব কামিনী বিবাহ করিয়া প্রভাতে তাহার মস্তক ছেদন করাইব, এতদ্ভিন্ন স্বপত্নীর সতীত্ব রক্ষার উপায়ান্তর নাই। তৎকালে শহরিয়ার এই প্রতিজ্ঞা মনেই রাখিলেন, কাহার সাক্ষাৎ ব্যক্ত করিলেন না। কিয়ৎ কাল পরে শাহজনান স্বরাজ্যে গমন করিলে আপনার সংকল্পিত প্রতিজ্ঞা প্রচার করিয়া মন্ত্রিকে আজ্ঞা করিলেন যে অদ্য নিশামুখে অমুক সেনাপতির কন্যাকে আমার নিকট উপস্থিত কর। মন্ত্রী সেই সেনাপতির দুহিতাকে আনয়ন করিলে রাজা তৎসহবাসে রাত্রি যাপন করিয়া প্রাতঃকালে তাহাকে বিনাশার্থ মন্ত্রিকে আজ্ঞা করিলেন। মন্ত্রী মনেই অসম্মত হইলেও, অগত্যা রাজাজ্ঞা পালন করিতে বাধ্য হইল। তৎপর দিবস রজনীতেও ঐ প্রকার আর এক জন সেনাপতির তনয়াকে আনয়ন করিয়া দিলে রাজা তৎসহবাসে নিশা ক্ষেপণ করিয়া প্রত্যূষে তাহাকেও সংহার করিতে বলিলেন। এই প্রকারে প্রত্যহ সায়ংকালে একং নব যুবতীকে বিবাহ করিয়া পরদিবস উষা সময়ে বিনাশ করিতে লাগিলেন।

পরন্তু ঐ মন্ত্রির দুই কন্যা ছিল জ্যেষ্ঠার নাম শহরজাদী কনিষ্ঠার নাম দিনারজাদী, কনীয়সী সর্ব্বগুণ সম্পন্না, আর জ্যেষ্ঠার সাহস বুদ্ধি এবং বিচক্ষণতা ঈদৃশ ছিল যে স্ত্রীজাতিতে তাদৃক গুণ প্রায় অসম্ভব, অধিকন্তু তিনি উত্তমরূপে বিদ্যাভ্যাস করিয়াছিলেন এবং তাঁহার এমন স্মারকতা শক্তি ছিল

যে যাহা এক বার পাঠ বা শ্রবণ করিতেন তাহা কখন বিস্মৃত হইতেন না, অপর পরম রূপবতী এবং অত্যন্ত ধর্ম্মনিষ্ঠা ছিলেন সুতরাং মন্ত্রী তাঁহাকে প্রাণতুল্য ভাল বাসিতেন। এক দিবস বাটীর সকলে একত্র বসিয়া কথোপকথন করিতেছে ইতি মধ্যে ঐ কন্যা পিতাকে কহিল হে পিতঃ আপনার নিকট আমার এক প্রার্থনা আছে আমাকে তাহাতে বঞ্চিত করিবেন না। মন্ত্রী কহিলেন যদি তাহা যুক্তি সিদ্ধ ও দেয় হয় তবে তাহা করিবার কি বাধা আছে। শহরজাদী বলিল, শুনিয়াছি রাজা নিত্য২ এক২ স্ত্রী হত্যা করেন তাহাতে তাহাদের জননীগণের অশেষ শোক হয় অতএব আমার বাসনা এই যে আমি ঐ শোক শাখির সমূলোন্মূলন করি। মন্ত্রী কহিলেন তোমার এই অভিপ্রায় প্রশংসা যোগ্য বটে, কিন্তু তুমি কি রূপে তাহা সিদ্ধ করিবা মন্ত্রিসুতা কহিলেন আপনিই রাজাকে নিত্য এক২ অঙ্গনা আনিয়া দিয়া থাকেন, এক দিন আমাকে তাঁহার ভার্য্যা করিয়া দেন এই আমার প্রার্থনা। মন্ত্রী এই বাক্য শ্রবণ মাত্রে ক্ষণকাল স্তব্ধ হইয়া কহিলেন কন্যে তুমি কি অজ্ঞান হইয়াছ, এমন দুঃসাহসীয় কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে চাহ, তুমি কি শুন নাই যে রাজা প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন প্রতিদিবস যে নূতন ভার্য্যা করেন পরদিবস তাহারই শিরশ্ছেদ করাইয়া থাকেন, তোমার কি জীবনে ভার বোধ হইয়াছে. এমত কথা কদাচ পুনর্ব্বার মুখে আনিও না। কন্যা উত্তর করিল হে পিতঃ, ইহাতে যে বিপদের আশঙ্কা আছে তাহা আমি বিলক্ষণ জানি কিন্তু পরোপকারে যদি প্রাণ বিনাশ হয় তবে তাহাতে অপযশঃ নাই অতএব যদি কোনরূপে আমি ঐ মনস্কামনা সুসিদ্ধি করিতে পারি তবে দেখুন তাহাতে দেশের কেমন মহোপকার হইবে। মন্ত্রী কহিলেন, না, তাহা কদাচ হইতে পারিবে না, তুমি এমন মনে করিও না যে আমি তোমাকে যমের হস্তে আপনি সমর্পণ করিব, তুমি বিবেচনা করিয়া দেখ যখন রাজা আমাকে তোমার শিরশ্ছেদন করিতে কহিবেন তখন আমি তাঁহার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে পারিব না, অতএব পিতা হইয়া কন্যাকে নষ্ট করিবার সময় আমার

অন্তঃকরণে কি ভাবের উদয় হইবে তাহা ভাবিয়া দেখ। শহরজাদী কহিল দোহাই পিতা, আমি আপনাকে বিনতি করিয়া কহিতেছি, আমাকে এ আশায় বঞ্চিত করিবেন না। মন্ত্রী কহিলেন, কন্যে আর তুমি আমার রাগ বৃদ্ধির কারণ হইও না, অনর্থক আত্মঘাতাভিলাষিণী কি কারণ হইতেছ, বিজ্ঞেরা কহিয়াছেন হঠাৎ কোন কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবে না কেননা অবিবেচনা পূর্ব্বক কর্ম্ম করিলে বিপদের সম্ভাবনা, এবিষয়ে তোমার আত্ম বিনাশ রূপ যে পরমাপদ আছে তাহা অগ্রে বিবেচনা কর। তোমা হইতে অন্যের উপকার হওয়া সুদূরপরাহত কেবল প্রথমতঃ তোমারই অমঙ্গল। শহরজাদী কহিল পিতঃ আমার বাক্যে ক্রোধিত হইবেন না, আমি এবিষয়ে যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি আপনি বিপক্ষ হইয়াও আমার সে প্রতিজ্ঞা অন্যথা করিতে পারিবেন না, আপনি যদ্যপি আমাকে রাজার নিকট লইয়া না যান তবে আমি স্বয়ং তাঁহার সাক্ষাতে যাইয়া উপস্থিত হইব। মন্ত্রী কোন প্রকারে কন্যাকে বুঝাইতে না পারিয়া রাজসাক্ষাৎকারে গমন পূর্ব্বক কহিলেন, অদ্য রাত্রে শহরজাদী আপনার রাণী হইবেন। রাজা চমৎকৃত হইয়া মন্ত্রিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি আপন দুহিতা আমাকে দিবা ইহার কারণ কি, মন্ত্রী উত্তর করিলেন আমার কন্যার এক দিবস রাজমহিষী হইতে অত্যন্ত অভিলাষ, ইহাতে প্রাণ যায় তাহাও তাঁহার শ্রেয়ঃ। রাজা কহিলেন তবে ক্ষতি নাই কিন্তু কল্য যখন তাহার শিরশ্ছেদ করিতে বলিব তখন তুমি আমার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে পারিবা না। মন্ত্রী কহিলেন হে নরনাথ কন্যার শিরশ্ছেদ যদিও পিতার পক্ষে সম্পূর্ণ খেদের কর্ম্ম তথাপি রাজাজ্ঞা অপরিহার্য্য অতএব তাহা উল্লঙ্ঘন করিতে আমার সাধ্য কি। এই কথা বলিয়া মন্ত্রী স্বগৃহে আসিয়া কন্যাকে তাবৎ কহিলে কন্যা পুলকিতা হইয়া পিতাকে প্রণাম করিল। পরন্তু মন্ত্রী বৃত্তান্ত কহিয়া শোকাকুল হইতে লাগিলে, শহরজাদী তাঁহাকে তদ্রূপ দেখিয়া অনেক প্রকার সান্ত্বনা করত কহিল, আমাকে রাজাকে সম্প্রদান করিবেন ইহাতে খেদের বিষয় কি।

অনন্তর শহরজাদী শারীরিক বেশ বিন্যাসাদি করিয়া নির্জ্জন স্থানে স্বসন্নিধানে সহোদরাকে আহ্বান পূর্ব্বক এই বাক্য কহিল, হে প্রিয়তমা ভগিনি, তোমাকে একটী কর্ম্মকরিতে হইবে, অদ্য রাত্রিতে রাজার সঙ্গে আমার বিবাহাবধারণ হইয়াছে, তাহাতে আমার মানস যে রাজার সম্মতি গ্রহণ পূর্ব্বক সেসময় তোমাকে শয়ন গৃহে লইয়া রাখি। তাহা হইলে তুমি যামিনী অবসানের এক ঘটিকা পূর্ব্বে গাত্রোত্থান করিয়া আমাকে এইরূপ কহিবা হে-প্রিয় সহোদরা যদ্যপি তোমার নিদ্রা ভঙ্গ হইয়া থাকে তবে আমাকে সেই প্রকার আর একটী উপন্যাস শ্রবণ করাইতে আয়াস স্বীকার কর। ইহা শুনিয়া আমি এক চমৎকার উপন্যাস আরম্ভ করিব এবং তদ্দ্বারা এই নগরীস্থ লোকের শোক শান্তি করিতে পারিব তাহাতে সন্দেহ নাই। দিনারজাদী ভগিনীর এই পরামর্শে তৎক্ষণাৎ সম্মত হইল। অনন্তর নিশাভাগে মন্ত্রী মহীপালের শয়ন কালে নব বালিকার কালস্বরূপ ভূপাল সন্নিধানে আত্ম বালিকা সমর্পণ করিয়া বাটী আসিলেন। রাজা শয়নাগারের দ্বার রোধ করিয়া সচিবাত্মজাকে বদনাবরণ বসনোৎক্ষেপণ করিতে অনুজ্ঞা করিলে মন্ত্রিকন্যা অবগুণ্ঠন ঘুচাইল। ভূপাল তাহার অপরূপ রূপ লাবণ্যাদি দেখিয়া জ্ঞান শূন্য হইলেন, পরে তাহাকে অশ্রুপূর্ণ নয়ন যুগলাবলোকন করাতে তৎকারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহাতে মন্ত্রিতনয়া কহিল মহারাজ আমার একটী কনিষ্ঠা সহোদরা আছে আমার সঙ্গে তাহার অত্যন্ত প্রণয়, অতএব তাহার সহিত পুনঃসঙ্গের অসম্ভাবনা প্রযুক্ত শোক সাগরে নিমগ্না আছি, যদ্যপি অদ্য শয়ন মন্দিরে তাহার সহিত সহবাসের বাসনা পূরণে মহারাজের করুণাবলোকন হয় তবে জীবনাবসানে তদাননালোকন করিতে পারি। রাজা এই কথাতে সম্মত হইয়া দিনারজাদীকে তথায় আনয়ন করাইলেন। পরে শহরজাদী উন্নত বিচিত্র পর্য্যঙ্কোপরি রাজার সঙ্গে একত্র শয়ন করিল এবং তৎসন্নিধানে নিম্ন ভাগে শয্যান্তরে তাহার কনিষ্ঠা নিদ্রাপরায়ণা হইয়া থাকিল। অনন্তর রাত্রি প্রভাতের পূর্ব্বে নির্দ্দিষ্ট সময়ে দিনারজাদী ত্যক্তনিদ্রা হইয়া

ভগিনীকে কহিল, হে সহোদরে যদ্যপি তোমার নিদ্রাভঙ্গ হইয়া থাকে তবে আমাকে সেইরূপ একটী উত্তম উপন্যাস শুনাও। শহরজাদী তাহার কথায় উত্তর না করিয়া রাজাকে জিজ্ঞাসা করিল মহারাজ কি আজ্ঞা করেন। রাজা কহিলেন ইহাতে বাধা কি, তুমি স্বচ্ছন্দে গল্প শুনাও, পরে শহরজাদী রাজাদেশ প্রাপ্তে রাজাকে সম্বোধন করিয়া এইরূপে গল্পারম্ভ করিল।

সদাগর ও দৈত্যের কথা ॥

শহরজাদী বলিল মহারাজ পূর্ব্বকালে অগণ্য ধন সম্পন্ন ও ভূরি ভূম্যধিপতি এক বণিক ছিলেন। এক দিবস তাঁহার কোন দূর দেশ গমনের প্রয়োজন হইলে পথিমধ্যে পাথেয় সামগ্রীর অপ্রাপ্তি শঙ্কায় এক ক্ষুদ্র থলিয়াতে আহারের নিমিত্ত কএক খানি রোটিকা ও কতক গুলি খর্জ্জূর লইয়া অশ্বারোহণ পূর্ব্বক প্রস্থান করিলেন তাঁহার পথে কোন বিঘ্ন হইল না, পরে কর্ম্ম সমাধা করিয়া বাটী প্রত্যাগমন কালে এক দিবস অতি, শ্রান্ত হইয়া এক প্রান্তর সমীপে ঘোটক হইতে নামিয়া একটা ফোহারার নিকটে বসিয়া থলিয়া হইতে রুটী ও খাজূর বাহির করিয়া উপযোগ করিতে আরম্ভ করিলেন আর খর্জ্জূরের অষ্ঠিগুলা দূরে প্রক্ষেপ করিতে লাগিলেন। পরে আহারান্তে হস্ত ও মুখাদি প্রক্ষালন করিয়া পরমেশ্বরের প্রার্থনা করিতেছেন এমত সময়ে একটা প্রকাণ্ড প্রাচীন দৈত্য খড়্গ হস্তে করিয়া তাঁহার সম্মুখে আসিয়া বাহু আকর্ষণ পূর্ব্বক কহিল, তুই আমার সন্তানকে নষ্ট করিলি অতএব আমিও তোর মস্তকচ্ছেদন করি। সদাগর এই কথায় কম্পিতকলেবর হইয়া উত্তর করিলেন, আমি আপনার সন্তানকে কি রূপে নষ্ট করিলাম, আমি তাঁহাকে কখন চক্ষেও দেখি নাই। দৈত্য কহিল তুই খাজূর খাইয়া আঁটি গুলা ছুড়িয়া ফেলাইতে ছিলি কি না। সদাগর কহিলেন হাঁ ফেলাইতে ছিলাম। দৈত্য কহিল তৎকালে আমার পুত্র ঐ স্থান দিয়া গমন করিতেছিল হঠাৎ একটা খেজূরের আঁটি তাহার চক্ষে

প্রবিষ্ট হওয়াতে তাহার প্রাণত্যাগ হইয়াছে। সদাগর কাতর হইয়া কহিলেন হে দৈত্যেশ্বর তাহাতে যদি আপনার সন্তান নষ্ট হইয়া থাকেন তবে দৈবাৎ হইয়াছে, আমার কোন অপরাধ নাই, আমাকে ক্ষমা করুন। দৈত্য কহিল তাহা কদাচ হইবেক না, তুই আমার সন্তানকে বিনাশ করিয়াছিস আমিও তোকে নষ্ট করি এই কথা বলিয়া সদাগরকে শূন্যে তুলিয়া তাহার মস্তকচ্ছেদন করিবার জন্য খড়্গ উত্তোলন করিল॥

শহরজাদী গল্পের এই পর্য্যন্ত বলিয়াছেন, এমত সময়ে দিন মণি প্রকাশ মান হইল, অতএব রাজা প্রাতঃকৃত্য ও বন্দনাদি করিয়া রাজ সভায় গমন করিবেন এই বোধে তিনি মৌনাবলম্বন করিলেন। দিনারজাদী কহিল আহা ভগিনি কি সুন্দর গল্প। শহরজাদী বলিল ইহার পরে যাহা আছে তাহা আরও চমৎকার, যদ্যপি রাজা আমাকে সংহার না করেন তবে আগামি রাত্রে অবশিষ্ট কহিব। রাজা গল্প শ্রবণে সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন, অতএব শহরজাদীর এই কথা শ্রবণে মনেং ভাবিলেন, যখন ইচ্ছা তখনি ইহাকে বধ করিতে পারিব, অতএব গল্পটার শেষ পর্য্যন্ত শুনিয়া অদ্য না হয় কল্য বধ করিব তাহাতে ক্ষতি কি, এই স্থির করিয়া শাহরজাদীর মস্তকচ্ছেদনের কোন আজ্ঞা না দিয়া গাত্রোত্থান পূর্ব্বক উপাসনাদি করিয়া সভায় গমন করিলেন। মন্ত্রী নিশাবসানে স্বহস্তে কন্যার শিরশ্ছেদন করিতে হইবেক এই ভাবনায় নানা প্রকার আক্ষেপ ও খেদোক্তি পূর্ব্বক জাগ্রদবস্থায় সমস্ত যামিনী যাপন করিয়া প্রভাতে রাজসভায় আসিয়া রাজাজ্ঞার অপেক্ষায় অপেক্ষিত আছেন, কিন্তু রাজা শহরজাদীর সংহারের কোন আজ্ঞা না দিয়া সভা প্রবেশ করিলেন তাহাতে মন্ত্রী অত্যন্ত চমৎকৃত হইলেন। অনন্তর রাজা সমস্ত দিবস রাজ কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া রাত্রে শহরজাদীর সঙ্গে পুনর্ব্বার একত্রে শয়ন করিলেন। রজনী এক ঘণ্টা থাকিতে দিনারজাদী ভগিনীকে সেই রূপ সম্বোধন করিয়া কহিল, গল্পের যাহা অবশিষ্ট আছে তাহা বল। পরে রাজার

অনুমতি হওয়াতে শহরজাদী সেই গল্পের অবশিষ্টাংশ এই রূপে বলিতে লাগিল।

যখন সদাগর অবলোকন করিলেন যে দৈত্য তাঁহার শিরশ্ছেদন করে আর রাখে না তখন উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে২ কহিলেন যদি আমাকে নিতান্তই নষ্ট করিবে তবে এক বৎসরের নিমিত্ত ছাড়িয়া দেও, আমি বাটী গিয়া বিষয়াদি নিষ্পত্তি করিয়া কলত্র পুত্রাদির নিকট বিদায় হইয়া আইসি, তাহার পর তোমার যাহা ইচ্ছা হয় করিও, এখন আমাকে নষ্ট করিও না। ইহাতে দৈত্য অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত ভাবিয়া সদাগরকে কহিল তুই যে ফিরিয়া আসিবি তাহা কি রূপে বিশ্বাস করিতে পারি। সদাগর বলিলেন আমি শপথ করিয়া বলিতেছি এক বৎসরের মধ্যে প্রত্যাগমন করিব। পরে দৈত্য ঐ শপথে নির্ভর করিয়া তাহাকে বিদায় দিল এবং সদাগরও অশ্বারোহণ পূর্ব্বক বাটী গমন করিলেন। তিনি বাটীতে উপস্থিত হইলে তাঁহার স্ত্রী পুত্র সকলে তাঁহাকে দেখিয়া অতিশয় আহ্লাদিত হইল কিন্তু সদাগর বিমর্ষ হইয়া রহিলেন তদ্দৃষ্টে তাঁহার ভার্য্যা অনেক বিনয় করিয়া বিমর্ষ ভাবের কারণ জিজ্ঞাসা করিল তাহাতে সদাগর সকল বৃত্তান্ত বর্ণনা করিয়া শুনাইলেন, তাঁহার বনিতা এবং পরিজনেরা সকলেই তচ্ছ্রবণে শোকাকুল হইল। পরে সদাগর আপনার বিষয়াদির বন্দোবস্ত করিতে লাগিলেন, অর্থাৎ আপনার ঋণ পরিশোধ ও বন্ধু দিগকে উপঢৌকন প্রদান ও দীন দুঃখি দিগকে বিতরণ আর যে সকল দাস দাসী ছিল তাহারদিগের দাসত্ব মোচন, এবং আপন বনিতার নিক্ষিপ্ত যৌতুক ধনার্পণ আর অন্তিম সময়ে যাহা২ কর্ত্তব্য তাহা সকল স্থির করিলেন। পরে এক বৎসর অতীত হইলে শোকবস্ত্র পরিধান করিয়া দারা পুত্র সকলের নিকট বিদায় হইয়া নিরূপিত স্থানে গমন করিলেন। সেই স্থানে অশ্ব হইতে অবরোহণ করিয়া ফোহারার নিকট বসিয়া দৈত্যের আগমন অপেক্ষা করিতেছেন, এমন সময় এক সুদৃশ্য প্রাচীন পুরুষ এক কুক্কুরী সমভিব্যাহারে তথায় উপস্থিত হইল, ঐ প্রাচীন ব্যক্তি সদাগরকে নমস্কার করিয়া

জিজ্ঞাসা করিল, ভাই তুমি কি প্রয়োজনে এই ভয়ানক স্থানে আসিয়াছ, এখানে প্রাণ নাশের শঙ্কা আছে তাহা কি তুমি জান না। একথা শুনিয়া সদাগর তাহাকে আত্মবিবরণ সমুদয় বিদিত করিলেন। প্রাচীন তাহাতে চমৎকৃত হইয়া দৈত্য আসিলে কি হয় তাহা দেখি এই কথা বলিয়া সেই স্থানে সদাগরের সমীপে বসিল।

গল্পের এই পর্য্যন্ত বলা হইলে শহরজাদী কহিল মহারাজ নিশাবসান হইল, এইক্ষণে গল্প স্থগিত থাকুক, ইহার পরে আরো অদ্ভুত কথা আছে। রাজা অবশেষ* বিবরণ শ্রবণে বাঞ্ছিত হইয়া সে দিবসও তাহাকে সংহার করিতে আজ্ঞা দিলেন না। পর দিন রাত্রি প্রভাতের প্রাক্কালে শাহরজাদী সেই গল্পের আরম্ভ করিয়া বলিতেছে।

সদাগর এবং সেই প্রাচীন এই দুই জনে বসিয়া পরস্পর কথোপকথন করিতেছেন ইতিমধ্যে অপর এক বৃদ্ধ দুইটা কৃষ্ণবর্ণ কুক্কুর সঙ্গে করিয়া তথায় উপস্থিত হইল, পরে পরস্পর নমস্কারাদি হইলে ঐ প্রাচীন জিজ্ঞাসা করিল, আপনারা কি জন্য এ স্থানে রহিয়াছেন। ইহাতে প্রথমাগত বৃদ্ধ সদাগর ও দৈত্য মধ্যে যাহাঽ হইয়াছিল বিশেষতঃ দৈত্য সহিত শপথের বৃত্তান্ত বিস্তারিত রূপে কহিল। তাহা শুনিয়া সে বৃদ্ধও দৈত্যাগমনাপেক্ষায় তথায় বসিল। তৎপরে ঐ তিন জনে একত্র বসিয়া কথোপকথন করিতেছে এমন সময় আর এক বৃদ্ধ আসিয়া সদাগরকে অতি শোকাকুল দেখিয়া তাহার সমীপস্থ অন্য দুই বৃদ্ধকে তাহার শোকের হেতু জিজ্ঞাসা করাতে

* শহরজাদী এই রূপে প্রত্যহ রাত্রিশেষে গল্পারম্ভ করে এবং সূর্য্যোদয় হইলে ক্ষান্ত হয় অতএব নিত্যঽ রাজাকে যে সকল উপন্যাস শুনাইয়াছিল এই গ্রন্থে তাহাই লিখিত হইল কিন্তু মূল গ্রন্থে প্রত্যেক উপন্যাসের শেষে ঐ রূপ লিখিত আছে এস্থলে তাহার পুনরুক্তিতে কোন ফল দেখা যায় না বরঞ্চ তাহাতে গল্পের বিচ্ছেদ হওয়াতে পাঠে অসুখ জন্মিবার সম্ভাবনা।

তাহারা সদাগরের বিবরণ কহিলেন, তাহা শুনিয়া ঐ বৃদ্ধও সেইখানে বসিলেন। এই প্রকারে তিন বৃদ্ধ ও সদাগর সেই স্থানে বসিয়া আছেন এমন সময় মাঠে একটা ধূমাকার মেঘ দৃষ্ট হইল ঐ মেঘ ক্রমে২ তাহারদিগের নিকট আসিয়া অন্তর্ধান হইল, তৎপরে পূর্ব্বোক্ত দৈত্য একেবারে আবির্ভূত হইয়া কাহাকেও কোন কথা না বলিয়া খড়্গ হস্তে সদাগরের করাকর্ষণ পূর্ব্বক হত্যা করণোদ্যত হইল। তাহাতে সদাগর ও তিন বৃদ্ধ মহাশোকে উচ্চস্বরে রোদন করিতে লাগিল, পরে যখন দৈত্য সদাগরকে ছেদন করে তখন প্রথম বৃদ্ধ যিনি কৃষ্ণবর্ণ কুক্কুরী সঙ্গে করিয়া আসিয়াছিলেন তিনি দৈত্যের পদদ্বয় ধারণ করিয়া কহিলেন, হে দৈত্যেশ্বর আপনি ক্রোধ সম্বরণ করিয়া আমার এবং এই কুক্কুরীর বৃত্তান্ত শ্রবণ করুন, আর সদাগরের যাহা ঘটিয়াছে যদি এই বিবরণ তদপেক্ষা অধিক আশ্চর্য্য বোধ হয়, তবে অনুগ্রহ করিয়া এই অঙ্গীকার করুন যে সদাগরের দোষের তিন অংশের একাংশ মার্জ্জনা করিবেন। দৈত্য কত ক্ষণ ভাবিয়া বলিল ভাল স্বীকার করিলাম, গল্প বল।

প্রথম বৃদ্ধ ও কুকুরের কথা।

বৃদ্ধ কহিল হে দৈত্যেশ্বর এই যে কুক্কুরীকে দেখিতেছেন, ইনি আমার জ্যেষ্ঠ তাতের কন্যা, যখন ইহাঁর দ্বাদশ বৎসর বয়ঃক্রম তখন ইহার সঙ্গে আমার বিবাহ হয়। বিবাহের পর ত্রিংশতি বৎসর পর্য্যন্ত সন্তানাদি না হইবাতে সন্তানের আকাঙ্ক্ষায় আমি এক দাসী রাখিলাম, তাহাতে তাহার গর্ভে একটী পুত্র জন্মিল, এই স্ত্রী সেই সন্তান ও তাহার গর্ভধারিণীর প্রতি আন্তরিক দ্বেষ করিত, আমি তাহা পূর্ব্বে জানিতে পারি নাই। ক্রমে সন্তানটী বর্দ্ধিত হইয়া যখন দশবৎসর বয়স্ক হইল তখন আমার দেশান্তর গমনের প্রয়োজন হওয়াতে সন্তান ও তাহার মাতাকে এই স্ত্রীর হস্তে সমর্পণ করিয়া এক বৎসরের নিমিত্ত

বিদায় হইলাম। এই অবকাশে আমার ভার্য্যা জাদুকরী বিদ্যা শিক্ষা করিয়া তদ্দ্বারা আমার সন্তানকে বৎস ও তাহার মাতাকে গাভী করিয়া এই কথা বলিয়া গোরক্ষকের হস্তে অর্পণ করিল যে ইহারদিগকে আহার দিয়া পুষ্টাঙ্গ কর।

এক বৎসরানন্তর আমি বাটীতে আসিয়া পুত্র ও তাহার মাতাকে না দেখিয়া বনিতাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তাহারা কোথায়। তাহাতে সে উত্তর করিল যে দাসীর মৃত্যু হইয়াছে, এবং দুই মাস পর্য্যন্ত তোমার পুত্র কোথায় গিয়াছে তাহার সন্ধান পাই নাই। দাসীর মৃত্যু সম্বাদে আমার অতিশয় সন্তাপ জন্মিল, কিন্তু পুত্রের নিরুদ্দেশ বার্ত্তা শ্রবণে মনে করিলাম যে জীবিত আছে উদ্দেশ হইতে পারিবে এবং এই আশায় অষ্ট মাস পর্য্যন্ত তাহার অনুসন্ধান করিলাম কিন্তু কোন সম্বাদ পাইলাম না। পরে বহরাম পর্ব্ব দিবসে একটা সুলক্ষণ হৃষ্ট পুষ্ট গাভী বলি দানেচ্ছা করিয়া গোপালককে তদ্রূপ এক গাভী আনিতে কহিলাম। গোরক্ষক একটা স্থূলাঙ্গী গাভী আনিয়া দিল। কিন্তু আমি ঐ গাভীকে বন্ধন করিয়া যখন বলিদান করিতে যাই তখন সেই অবলা অবারিত জল নয়নে উচ্চস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল, তাহাতে আমার আশ্চর্য্য বোধ হইল এবং স্নেহ প্রযুক্ত তাহার শিরশ্ছেদনে ক্ষান্ত হইয়া গোপকে আর এক গাভী আনিতে কহিলাম। ইহাতে আমার পত্নী ক্রুদ্ধা হইয়া কহিল যে আপনি কি করেন এপ্রকার লক্ষণযুক্তা গাভী আর কোথায় পাইবেন, ইহাকেই ছেদন করুন। কি করি ভার্য্যার উপরোধে ঐ গবীকে বধ করা স্থির করিয়া আপনি ছেদনে অশক্ত হইয়া গোরক্ষককে অনুমতি করিলাম। গোরক্ষক গাভীকে অন্তরে লইয়া বলিদান করিল। কিন্তু যখন তাহার চর্ম্ম বিচ্ছেদ করাগেল তখন তাহার শরীর কেবল অস্থিময় দৃষ্ট হইল, তাহাতে গোপালকে কহিলাম এই গাভীতে প্রয়োজন নাই, যদি উত্তম পুষ্ট বৎস থাকে তবে লইয়া আইস বলিদান হইবে। গোপালক আমার এই কথা শুনিয়া আমার স্ত্রী কর্ত্তৃক দত্ত পূর্ব্বোক্ত পুষ্টাঙ্গ বৎসকে লইয়া আসিল,

কিন্তু তাহাকে দেখিয়া আমার অন্তঃকরণ অতিশয় আর্দ্র হইল, এবং বৎসও আমাকে দেখিয়া নিকটে আসিবার জন্য এমন ব্যগ্র হইল যে রজ্জু ছিন্ন করিয়া আমার চরণের উপর আসিয়া পড়িল, আর সে যে আমার পুত্র ইহা জানাইবার নিমিত্ত নানা প্রকার চেষ্টা পাইল। আমি ইহা দেখিয়া অতিশয় মমতা প্রযুক্ত সে বৎস্যকেও ছেদন করিতে না পারিয়া গোপালকে যত্ন পূর্ব্বক সেই বৎসকে প্রতিপালন করিতে কহিয়া আর একটা বৎস আনিবার আজ্ঞা দিলাম। তাহাতে এই বনিতা ক্রোধান্বিতা হইয়া ব্যঙ্গোক্তি ও কটু বাক্য প্রয়োগ করিতে লাগিলে আমি ছেদনোদ্যত হইলাম, কিন্তু বৎস আমার প্রতি চাহিয়া এমন ভাবে ক্রন্দন করিতে লাগিল যে তাহাকে কোনরূপে নষ্ট করিতে পারিলাম না বরঞ্চ আমার হস্ত হইতে অস্ত্র ভূমিতে পড়িয়া গেল, তাহাতে ভার্য্যাকে নানাপ্রকার বুঝাইয়া কহিলাম, যে আগামি বৎসর এই বৎসকে বলিদান করিব, এক্ষণে অন্য একটা বৎস বধ করা যাউক, ইহা বলিয়া আর একটা বৎস বলিদান করিলাম।

পরদিন প্রাতে আমি বসিয়া আছি ইতিমধ্যে গোরক্ষক আসিয়া আমাকে স্থানান্তরে ডাকিয়া গোপনে কহিল, মায়া বিদ্যায় নিপুণা আমার একটী কন্যা আছে সে কন্যা কল্য আমার সহিত প্রত্যাগত বৎসকে দেখিয়া প্রথমতঃ হাস্য করিয়া কিঞ্চিৎ পরেই ক্রন্দন করিতে লাগিল ইহাতে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম যে এক কালে হাস্য ও রোদন এ দুই বিরুদ্ধ ভাবের কারণ কি, কন্যা উত্তর করিল যে এ বৎস আমারদিগের ভূম্যধিকারির পুত্র, ইহাকে বলিদানার্থ লইয়া গিয়াও যে বধ করেন নাই এনিমিত্ত আহ্লাদ প্রযুক্ত হাসিলাম, কিন্তু ইহার মাতাকে নষ্ট করিয়াছেন তাহা ভাবিয়া ক্রন্দন করিলাম। কন্যা আরো বলিল যে আমারদিগের ভূম্যধিকারির বনিতা তাঁহার ক্রীত দাসী ও তদাত্মজ সন্তানের প্রতি দ্বেষ করিয়া জাদুকরী বিদ্যা দ্বারা মাতাকে গাভী ও পুত্রকে বৎস করিয়া রাখেন। বৃদ্ধ বলিল গোরক্ষকের এই সকল কথা শুনিয়া আমি অতিশয়

চমৎকৃত হইলাম, এবং তৎক্ষণাৎ তাহার সঙ্গে গোগৃহে যাইয়া গোদেহপ্রাপ্ত পুত্রকে আলিঙ্গন করিলাম। পুত্র বাক্যশক্তিহীন হইয়াও আকার ইঙ্গিতে সে যে আমার পুত্র ইহা এমত স্পষ্টরূপে জানাইল যে আমার মনে কোন সন্দেহ রহিল না। অনন্তর গোপাত্মজা তথায় আসিলে তাহাকে কহিলাম যে আমার পুত্র যেরূপ মনুষ্য ছিল যদি তুমি তাহাকে সেইরূপ করিয়া দেও তবে আমি আমার যথা সর্ব্বস্ব তোমাকে প্রদান করিব। গোপকন্যা ঈষদ্ধাস্য পূর্ব্বক উত্তর করিল আপনি আমারদিগের প্রভু, আপনার অন্নে আমারদিগের প্রাণ ধারণ হয়, আপনার আজ্ঞা অবশ্য পালন করিব কিন্তু আমার দুই পণ আছে যদ্যপি তাহা অঙ্গীকার করেন তবে আপনার এই পুত্রকে মনুষ্যাকার করিয়া দেই, প্রথম পণ এই যে এই পুত্রের সহিত আমার বিবাহ দিবেন, দ্বিতীয় পণ এই, যে ইহাকে বৎস করিয়াছে তাহাকে আমি সমুচিত শাস্তি দিব তাহাতে আপনি প্রতিবন্ধক হইতে পারিবেন না। আমি কহিলাম পুত্রের সঙ্গে তোমার বিবাহ দিব তাহাতে কোন আপত্তি নাই, এবং আমার ভার্য্যা যখন এমত কুকর্ম্ম করিয়াছে তখন তাহারও দণ্ড করা কর্ত্তব্য বটে কিন্তু আমি এই প্রার্থনা করি যে তাহাকে প্রাণে নষ্ট না করিয়া আর কোন প্রকারে তাহার প্রতিফল দিও।

অনন্তর গোপাল দুহিতা একটা জলপাত্র লইয়া মন্ত্রপাঠ করিতে লাগিল, কিয়ৎক্ষণ পরে বৎসকে কহিল যদি পরমেশ্বর তোমাকে বৎস করিয়া থাকেন, তবে তুমি তদবস্থায় থাক, কিন্তু যদি তুমি মানব হইয়া কুহক দ্বারা এই অবস্থাপন্ন হইয়া থাক, তবে পরমেশ্বরের আজ্ঞায় এখনি নরদেহ ধারণ কর, এই কথা বলিয়া তাহার অঙ্গে কিঞ্চিৎ জল প্রক্ষেপ করিল। তৎপরেই বৎস গোকায় ত্যাগ করিয়া পূর্ব্ববৎ মানবাকার হইল। আমি পুত্রকে দেখিয়া আনন্দাশ্রু পূর্ণ নয়নে তৎক্ষণেই তাহাকে ক্রোড়ে লইয়া কহিলাম যে হে পুত্র তোমার বিমাতা কুহকদ্বারা তোমাকে ও তোমার জননীকে গরু করিয়া

রাখিয়া ছিল, পরমেশ্বরের কৃপায় এই যুবতী তোমার গো-দশা মুক্ত করিলেন, সে কুহকিনীর অবশ্যই দণ্ড হইবে, কিন্তু আমি অঙ্গীকার করিয়াছি যে তোমার সঙ্গে তোমার গো-অবস্থা মোচন কারিণীর বিবাহ দিব. অতএব তাহাকে গ্রহণ করিতে হইবে, পুত্র তাহাতে কোন আপত্তি করিল না। পরে, গোপকন্যা আমার ভার্য্যাকে মন্ত্রের দ্বারা কুক্কুরী করিয়া দিল, সেই কুক্কুরী এই, আমার সঙ্গে রহিয়াছে।

কিয়ৎকাল পরে আমার পুত্রবধূর পরলোক হইলে পুত্র দেশান্তরে গমন করিল, তদবধি কতিপয় বৎসর পর্য্যন্ত তাহার সম্বাদ না পাইয়া তদনুসন্ধানার্থ আমি দেশে২ ভ্রমণ করিতেছি। হে দৈত্য রাজ আমার এই বিবরণ কহিলাম, ইহা আশ্চর্য্য কি না, তুমি বিবেচনা করিয়া দেখ। দৈত্য কহিল, হাঁ আশ্চর্য্য বটে, অতএব সদাগর যে অপরাধ করিয়াছে তাহার তিন অংশের একাংশ মার্জ্জনা করিলাম ৷৷

শহরজাদী বলিল হে মহারাজ প্রথম বৃদ্ধের গল্প সমাপ্ত হইলে, যাহার সঙ্গে দুইটা কাল কুকুর ছিল সেই বৃদ্ধ কহিল হে দৈত্য-রাজ আমিও আপনাকে আমার এবং এই দুই কুক্কুরের বৃত্তান্ত বলিতে বাঞ্ছা করি, এই বৃত্তান্ত অতি অপূর্ব্ব এবং সম্প্রতি যাহা শুনিলেন তদপেক্ষাও অধিক চমৎকার জনক। দৈত্য কহিল যদ্যপি তাহা হয় তবে সদাগরের অপরাধের দ্বিতীয় অংশ মার্জ্জনা হইবেক। ইহা শুনিয়া সে বৃদ্ধ এই প্রকারে গল্পারম্ভ করিল।

দ্বিতীয় বৃদ্ধ ও তাহার কাল কুকুরের কথা ৷৷

দ্বিতীয় বৃদ্ধ কহিল হে দৈত্যরাজ আমার সঙ্গে এই যে দুই কুকুর দেখিতেছেন ইহারা আমরা সহোদর। আমারদিগের পিতার পরলোক গমনান্তে, আমরা প্রত্যেকে এক২ সহস্র মুদ্রা পাইয়া ব্যবসায়াদি করিতাম। কিয়ৎকাল পরে এই কুকুর আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বিদেশে ব্যবসা করণাভিপ্রায়ে বাণিজ্য দ্রব্যাদি

ক্রয় করিয়া দেশান্তরে গমন করিলেন। কতকদিন পর্য্যন্ত তাঁহার কোন সংবাদ পাইলাম না পরে প্রায় এক বৎসর অগে এক দিবস এক ব্যক্তি দরিদ্র বেশে হঠাৎ আমার দোকানের সম্মুখে আসিয়া দাণ্ডাইলে, আমি তাহাকে ভিক্ষুক বিবেচনা করিয়া কহিলাম যে পরমেশ্বর তোমার মঙ্গল করুন। ভিক্ষুক উত্তর করিল যে তোমারও মঙ্গল পরমেশ্বর করুন কিন্তু তুমি কি আমাকে চিনিতে পার নাই। এই কথা বলাতে আমি তাহাকে পুনঃ২ নিরীক্ষণ করিয়া জানিলাম যে আমার জ্যেষ্ঠ সহোদর, অতএব তৎক্ষণাৎ আলিঙ্গন করিয়া কহিলাম যে ভাই তুমি যে বেশে আসিয়াছ তাহা দেখিয়া চিনিতে পারি নাই অনন্তর তাহাকে গৃহে আনিয়া শারীরিক ও বৈষয়িক মঙ্গল বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলাম। সহোদর কহিলেন ভাই সে কথা আর কি জিজ্ঞাসা করিতেছ আমার অবস্থা দেখিয়াই আমার মঙ্গলামঙ্গল বিবেচনা কর। অনন্তর দোকান বন্ধ করিয়া তাঁহাকে স্নান করাইয়া ও নূতন বস্ত্র পরাইয়া আহার করাইলাম। পরে আমি আপনার হিসাব দৃষ্ট করিয়া বুঝিলাম আমার মূলধন তৎকালে দ্বিগুণ হইয়াছে, অতএব তাহার অর্দ্ধেক অর্থাৎ এক সহস্র মুদ্রা অগ্রজকে দিয়া কহিলাম ভাই ইহাতে পুনর্ব্বার ব্যবসায়াদি কর। ভ্রাতা ঐ টাকা পাইয়া বাণিজ্যারম্ভ করিলেন। অনন্তর আমার মধ্যম ভ্রাতা যিনি জ্যেষ্ঠের ন্যায় বিদেশে বাণিজ্য করণাভিলাষে যথা সর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়া গমন করিয়াছিলেন তিনিও এক বৎসরের পরে জ্যেষ্ঠের তুল্য দুরবস্থাগ্রস্ত হইয়া স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলেন ঐ সময়ে আমার আর এক সহস্র মুদ্রা লভ্য হইয়াছিল অতএব তাহাঁকেও এক সহস্র মুদ্রা ঐ প্রকারে দিয়া বাণিজ্য কর্ম্মে নিযুক্ত করিলাম। কিয়ৎকাল পরে সহোদরেরা আমাকে কহিলেন যে স্বদেশে বাণিজ্য অপেক্ষা ভিন্ন দেশীয় ব্যবসায়ে লাভাধিক্য আছে অতএব আমরা তাহা কেন না করি। আমি বলিলাম তোমরা একবার বিদেশে বাণিজ্য করিতে গিয়াছিলা, তাহাতে তোমারদের কি লভ্য হইয়াছে, তোমারদিগের যে রূপ দুর্দ্দশা ঘটিয়াছিল, আমার পক্ষেও তদ্রূপ ঘটনার সম্ভা-

বুনা আছে। আমি তাহারদিগকে এই উত্তর দিয়া তাহারদের পরামর্শ না শুনিয়া ক্রমাগত পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত পূর্ব্ববৎ বাণিজ্য ব্যবসায় করিতে থাকিলাম। পরন্তু তাহারা সর্ব্বদা বিদেশ গমনার্থ ব্যগ্রতা করাতে পরে অনুরোধের বশীভূত হইয়া সম্মত হইলাম। পরে বাণিজ্যের দ্রব্যাদি ক্রয় করিবার সময়ে পরম্পরায় বিদিত হইলাম যে আমি দুই ভ্রাতাকে যে এক২ সহস্র মুদ্রা প্রদান করিয়াছিলাম তাহার এক কপর্দ্দকও তাহাদের স্থানে নাই, সকলই নষ্ট করিয়াছে। আমার তৎকালে ছয় সহস্র মুদ্রার সংস্থান ছিল, আমি বিবেচনা করিলাম যে ঐ ধনের সমুদয় অংশ বাণিজ্যে নিযুক্ত না করিয়া অর্দ্ধেকে বাণিজ্য করি অপরার্দ্ধ গোপনভাবে মৃত্তিকার মধ্যে নিখাত করিয়া রাখি কেননা যদি দৈবাৎ কোনরূপে বাণিজ্যে ক্ষতি হয় তবে ঐ ধন দ্বারা পুনর্ব্বার ব্যবসায়াদি করিয়া দিনপাত করিতে পারিব। আমি মনোমধ্যে এই পরামর্শ স্থির করিয়া দুই সহোদরের নিমিত্ত দুই সহস্র ও আপনার কারণ এক সহস্র সর্ব্ব সমেত তিন সহস্র মুদ্রা গৃহমধ্যে প্রোথিত করিয়া রাখিয়া অবশিষ্ট তিন সহস্র মুদ্রাতে বাণিজ্য দ্রব্য ক্রয় করিয়া অর্ণব যানে এক স্থানে উপস্থিত হইয়া ঐ সকল দ্রব্য দশগুণ মূল্যে বিক্রয় করিলাম, তাহাতে যে অর্থ সঙ্গতি হইল তদ্দ্বারা তথাকার উত্তম২ দ্রব্য যাহা স্বদেশে অধিক মূল্যে বিক্রীত হইতে পারে তাহা ক্রয় করিয়া ঐ অর্ণব যানে আরোপণ করিলাম। আমি যখন জাহাজারোহণ করি তৎকালে সমুদ্রতটে ছিন্নবস্ত্রপরিহিতা এক যুবতী আমার নিকটে আসিয়া আমার হস্তচুম্বন পূর্ব্বক স্বীয় দুরবস্থা বিজ্ঞাপন করিয়া তাহাকে বিবাহ করিতে বলিল আমি প্রথমতঃ তাহাতে সম্মত হইলাম না তাহাতে যুবতী বিস্তর বিনতি করিয়া পুনর্ব্বার বলিল যে দীন হীনা দেখিয়া আমাকে অবহেলা করিবেন না, আমার প্রতি দয়া করিলে পরে প্রত্যুপকারের বিশেষ সম্ভাবনা, এই প্রকার কাতরতা পূর্ব্বক বারম্বার অনুরোধ করাতে তাহাকে বিবাহ করিয়া জাহাজে তুলিয়া লইলাম।

পরে ঐ যুবতী আমার প্রতি দিন২ অতিশয় প্রণয় প্রকাশ করাতে আমি তাহার সচ্চরিত্রে বাধ্য হইতে লাগিলাম কিন্তু ভ্রাতৃদ্বয় আমারদিগের দুই জনের জীবন বিনাশার্থ কুমন্ত্রণা করিয়া এক দিন রাত্রিযোগে নিদ্রাবস্থায় অবস্থিত আমার-দিগের উভয়কে সমুদ্রে নিক্ষেপ করিল। আমি যে নারীকে বি-বাহ করিয়াছিলাম পরমেশ্বরের ইচ্ছায় সে জলমগ্ন হইল না বরঞ্চ আমাকে জল হইতে তুলিয়া একটা দ্বীপে লইয়া গিয়া কহিল হে প্রাণনাথ এই দেখ আমাকে বিবাহ করাতে তোমার কি উপ-কার হইল। আমার পরিচয় শুন, আমি পরী, সমুদ্র তটে ভ্রমণ করিতেছিলাম দৈবাৎ তোমাকে দেখিয়া মনের চাঞ্চল্য অস্থি-রাতে ছদ্মবেশে তোমার নিকটে যাইয়া বিবাহের প্রার্থনা ক-রিলাম, তাহাতে তুমি আমার আশা পূর্ণ এবং আপন সদ্গুণে আমাকে সন্তুষ্ট করিয়াছ অতএব আমি তোমার এই প্রত্যুপকার করিয়া আপনার পরম সৌভাগ্য মানিলাম, কিন্তু তোমার সহোদরেরা অত্যন্ত কুকর্ম্ম করিয়াছে তাহারদিগের বিনাশ না করিলে আমার কোপানল শীতল হইবে না। বৃদ্ধ বলিল আমি তাহার ক্রোধ সম্বরণার্থ অনেক স্তব স্তুতি করিলাম, কিন্তু তাহা-তে পরী কোন উত্তর না করিয়া আমাকে ক্রোড়ে লইয়া আ-কাশ পথ দিয়া এক মুহূর্ত্ত মধ্যে অর্ণব পার হইয়া একেবারে আমার বাটীর ছাদের উপর রাখিয়া অন্তর্ধান হইল। আমি ছাদ হইতে নীচে আসিয়া গৃহ মধ্যে প্রোথিত ধন বহিষ্কৃত করিয়া তদ্দ্বারা ব্যবসায়ের চিন্তা করিতে২ অন্তঃপুরে প্রবিষ্ট হইলে এই দুইটা কৃষ্ণবর্ণ কুকুর অতি নম্রভাবে আমার নিকট আসিল তৎকালে আমি ইহারদের ভাব কিছুই বুঝিতে না পারিয়া বিস্ময়াপন্ন হইলাম। অনন্তর কিঞ্চিৎ বিলম্বে সেই পরী আসিয়া আমাকে কহিল হে স্বামি এই যে দুইটা কুকুর দেখি-তেছ ইহারা তোমার সেই দুই সহোদর, ইহারদিগের সেই দুষ্কর্ম্মের জন্য আমি এই রূপান্তর করিয়া দিয়াছি, ইহারা পাঁচ বৎসর পর্য্যন্ত এই অবস্থায় থাকিবে তৎপরে ইহারদিগকে

হইল। পরে পঞ্চ বৎসর অতীত হইলে আমি এই দুই সহোদর কুকুরকে সমভিব্যাহারে লইয়া পরীর অন্বেষণে ভ্রমণ করিতে ছিলাম হঠাৎ এই স্থানে আগমন করাতে সদাগর ও কুক্কুরী সমভিব্যাহারি বৃদ্ধের সহিত সাক্ষাৎ হইল তাহাতে এই স্থানে বসিয়া ইহাঁরদিগের সহিত কথোপকথনে কাল যাপন করি তেছি। হে দৈত্যরাজ, এই আমার বৃত্তান্ত কহিলাম, এই বিবরণ আশ্চর্য্য কি না, আপনি বিবেচনা করুন। দৈত্য কহিল, হাঁ, ইহা অদ্ভুত বটে অতএব আমি সদাগরের অপরাধের অবশিষ্ট দুই অংশের একাংশ মর্জ্জনা করিলাম।

এই বৃদ্ধের গল্প সমাপ্ত হইলে পর তৃতীয় বৃদ্ধ দৈত্যকে সেই রূপ কহিল এবং দৈত্য তাহাতে অঙ্গীকার করিয়া কহিল যদ্যপি তোমার গল্প আরও চমৎকার বোধ হয় তবে সদাগরের অবশিষ্ট দোষ ক্ষমা করিব। তৎপরে সেই বৃদ্ধ আপনার গল্প বলিতে আরম্ভ করিল কিন্তু সে গল্প আমার স্মরণে নাই, পরন্তু তাহা অতি আশ্চর্য্য ও মনোরম্য, ছিল অতএব দৈত্য তচ্ছ্রবণে সন্তুষ্ট হইয়া বৃদ্ধকে কহিল যে তোমার গল্পের নিমিত্ত আমি সদাগরের অবশিষ্ট দোষ মার্জ্জনা করিলাম, এ সদাগরের অত্যন্ত সৌভাগ্য, তাহাতেই তোমরা তিন জনে আপন২ বৃত্তান্ত বলিয়া ইহার প্রাণ রক্ষা করিলা নচেৎ ইহাকে যমালয়ে প্রেরণ করিতাম। এই কথা বলিয়া দৈত্য অন্তর্ধান হইলে সদাগর আপনার উদ্ধারকারিদিগের নিকট অনেক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলেন। পরে ঐ তিন বৃদ্ধ আপন২ কর্ম্মে গেলেন, এবং সদাগরও স্বীয় বাটীতে আসিয়া স্বচ্ছন্দে কাল হরণ করিতে লাগিলেন।

ধীবরের কথা ৷৷

ঐ গল্প সমাপ্ত করিয়া শহরজাদী বলিল মহারাজ পূর্ব্বকালে এক প্রাচীন ধীবর ছিল, সে এমন দরিদ্র যে যথাকথঞ্চিৎ রূপে আপনাকে ও আপনার স্ত্রী এবং তিনটী সন্তানকে প্রতিপালন করিতেও পারিত না। ঐ ধীবর মৎস্য ধরণার্থ প্রত্যহ

সমুদ্র তীরে গমন করিত, এবং তাহার এই নিয়ম ছিল যে চারি বারের অধিক জাল ক্ষেপণ করিত না। এক দিন রাত্রি শেষে মৎস্যার্থ সাগর তটে যাইয়া সমুদ্রে জাল ফেলিল এবং জাল উত্তোলন কালে জাল ভারি বোধ হওয়াতে আ-হ্লাদিত হইয়া মনে করিল অদ্য অনেক মৎস্য পাইব, কিন্তু জাল উঠাইয়া দেখিল যে একটা মৃত গর্দ্দভ উঠিয়াছে, তা-হাতে অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া পুনর্ব্বার জাল নিক্ষেপ করিল সে বারও পূর্ব্বের ন্যায় জাল ভারি বোধ হইল, কিন্তু তুলিয়া দেখিল যে শম্বুক ও কর্দ্দমে পরিপূর্ণ একটা ঝুড়ি উঠিয়াছে, তাহাতে অতিশয় খেদ করিয়া কহিল, হা কপাল, আমি অতি দীন, মৎস্য ধরিয়া তদ্দ্বারা স্ত্রী পুরুষে সন্তান গুলি লইয়া কোন প্রকারে দিনপাত করি, তাহাতেও অদ্য বিধি বিবাদী হইলেন। এই প্রকার মনস্তাপ করিয়া জাল হইতে শম্বুক ও কর্দ্দম গুলা ফেলিয়া দিয়া জাল ধৌত করিয়া পুনর্ব্বার নিক্ষেপ করিল। সেবারেও কতগুলা প্রস্তর ও শম্বুক এবং কাদা উঠিল ইহাতে ধীবরের অত্যন্ত উৎসাহ ভঙ্গ হইল। পরে নিশাবসান হইলে সে প্রাতঃকৃত্যাদি করিয়া চতুর্থ বার সমুদ্রে জাল ক্ষেপণ করিল, কিন্তু তাহাতেও মৎস্য না উঠিয়া একটা তাম্র কলস উ-ঠিল। ঐ কলস ভারি বোধ হওয়াতে ধীবর অনুমান করিল যে ইহার মধ্যে অবশ্য কোন দ্রব্য আছে; আর মনে২ কহিল যে এই কলস বিক্রয় করিলেও কিছু মুদ্রা পাইব অতএব তদ্দ্বারাও তণ্ডুল ক্রয় হইতে পারিবেক, ইহা ভাবিয়া সেই কলস নিরীক্ষণ করিতে২ দেখিল যে, সীসার দ্বারা কলসের মুখ বদ্ধ এবং তদু-পরি মুদ্রাঙ্কন আছে ইহা দেখিয়া বিবেচনা করিল ইহার মধ্যে অবশ্য কোন বহু মূল্য দ্রব্য থাকিবে এই ভাবিয়া এক খান অস্ত্র দ্বারা মুদ্রা ভঞ্জন করিল কিন্তু তন্মধ্যে কোন বস্তু দেখিতে পাইল না। পরে ঐ কলস হইতে এমত গাঢ় ধূম নির্গত হইতে লাগিল যে ধীবর তাহার নিকটে থাকিতে না পারিয়া তিন চারি হস্ত অন্তরে গিয়া দাণ্ডাইল। ইতি মধ্যে ঐ সকল ধূম আকাশ মার্গে উঠিয়া সমুদ্র ও তটেতে ব্যাপ্ত হওয়াতে ধীবর

মহা শঙ্কিত হইল। অনন্তর ঐ ধূম পনর্ব্বার একত্রিত হইয়া-তাহাতে একটা শরীর ধারণ পূর্ব্বক বিকটাকার দৈত্য জন্মিয়া গম্ভীর স্বরে কহিল, প্রভো, সোলেমান আমাকে ক্ষমা কর ২, আমি আর আপনার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিব না, যাহা অনুমতি করিবেন তাহাই করিব। ধীবর দৈত্যকে দেখিয়া প্রথমতঃ অতিশয় ভীত হইয়াছিল, কিন্তু তাহার এই কথা শুনিয়া সাহস পাইয়া বলিল ওরে নির্ব্বোধ দৈত্য তুই কি বলিতেছিস, ১৮০০ বৎসর গত হইল সোলেমানের মৃত্যু হইয়াছে, তুই কি জানিস না, তুই কে, আর এই কলসের মধ্যে কিরূপে ছিলি, আমাকে বল্ দেখি। দৈত্য ধীবরের এই কথায় তাহার প্রতি কোপ দৃষ্টে নিরীক্ষণ করিয়া বলিল, তুই আমার সঙ্গে সুশীলতা ভাবে কথা কহিস্, তুই আমাকে নির্ব্বোধ বলিয়া সাহস প্রকাশ করিস্ না, আমি তোকে অনুগ্রহ করিতেছি শুন্। ধীবর জিজ্ঞাসা করিল সে অনুগ্রহ কি; দৈত্য কহিল আমি তোকে বিনাশ করিব, কিন্তু তুই কিরূপে মরিতে ইচ্ছা করিস্ তাহা বল্ সেই রূপেই তোকে নষ্ট করি, এই অনুগ্রহ করিতেছি। ধীবর বলিল আমি কি অপরাধ করিয়াছি বরঞ্চ তোমার উপকার করিলাম তাহারই কি এই পুরস্কার। দৈত্য কহিল আমার কথা অন্যথা হইবেক না, কারণ যদি শুনিতে চাহিস্ তবে শুন্।

যে সকল দৈত্য পরমেশ্বরের আজ্ঞার অবাধ্য ছিল তাহারদের মধ্যে আমি এক জন, অন্যান্য দৈত্য সোলেমানের আজ্ঞানুবর্ত্তী ছিল কিন্তু আমি ঐ নীচত্ব স্বীকার করি নাই, তাহাতে সোলেমান রাগান্ধ হইয়া আমাকে এই তাম্র কলসের মধ্যে রুদ্ধ করিয়া রাখিলেন এবং ইহা কেহ খুলিতে না পারে এনিমিত্ত আপনার নামের মুদ্রা অঙ্কিত করিয়া ইহাতে পরমেশ্বরের নাম খুদিয়া দিলেন, তৎ পরে আপন এক আজ্ঞাকারি দৈত্যকে কহিলেন যে এই পাত্র সমুদ্র মধ্যে ফেলিয়া দেও। সোলেমান আমাকে এই প্রকারে সমুদ্রে নিক্ষেপ করিয়া দিলে আমি শপথ করিলাম যে একশত বৎসরের মধ্যে যে ব্যক্তি আমাকে মুক্ত

করিবে আমি তাহাকে অতুল ঐশ্বর্য্য দিব, কিন্তু একশত বৎসর অতীত হইয়া গেল, কেহ আমাকে তুলিল না, পরে আমি এই প্রতিজ্ঞা করিলাম যে দ্বিতীয় শত বৎসর মধ্যে যে আমাকে পরিত্রাণ করিবে তাহাকে আমি পৃথিবীর তাবৎ ধন দিব, কিন্তু সে শত বৎসরের মধ্যেও কেহ আমাকে তুলিল না, তৎপরে প্রতিজ্ঞা করিলাম যে তৃতীয় শত বৎসরের মধ্যে যে আমাকে উদ্ধার করিবে তাহাকে পরাক্রমশালী সম্রাট্ করিয়া দিব, আর তাহার আজ্ঞাবাহক হইয়া থাকিব এবং প্রতিদিন সে যে তিন দ্রব্য চাহিবে তাহা প্রদান করিব কিন্তু তৃতীয় শত বৎসরও গত হইল তাহার মধ্যে কেহ উঠাইল না। অবশেষে রাগান্ধ হইয়া এই দিব্য করিলাম, যদি ইহার পরে কেহ মুক্ত করে তবে তাহাকে সংহার করিব. তাহার প্রতি দয়া করিব না, তবে এই করিব সে যে প্রকারে মরিতে চাহিবে সেই প্রকারে মারিব অতএব তুই আমাকে মুক্ত করিয়াছিস, কিরূপে মরিতে বাঞ্ছা করিস্ বল. আমি তোকে সেই রূপে বধ করি। ধীবর এই কথা শুনিয়া একেবারে অজ্ঞান হইল কিন্তু বিপদে পড়িলেই লোকের বুদ্ধি শক্তি প্রবল হইয়া থাকে, অতএব ধীবর কোন উপায় না দেখিয়া কহিল হে দৈত্য যদ্যপি আমাকে নিতান্তই নষ্ট করিবা, তবে আমাকে মরিতে হইল তাহার সন্দেহ নাই; কিন্তু আমি তোমাকে একটী কথা জিজ্ঞাসা করি অগ্রে তাহার উত্তর কর। একথা শুনিয়া দৈত্য কিঞ্চিৎ ত্রাস যুক্ত হইয়া কহিল কি প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কর। ধীবর কহিল আমি তোমাকে এই জিজ্ঞাসা করি তুমি যে এই কলসের মধ্যে ছিলা তাহা শপথ করিয়া বলিতে পার কি না। দৈত্য কহিল হাঁ, আমি পরমেশ্বরের নাম গ্রহণ পূর্ব্বক শপথ করিয়া বলিতেছি যে আমি এই কলসের মধ্যে ছিলাম। ধীবর কহিল, না, আমি ইহাতে বিশ্বাস করিতে পারি না, তোমার এতাদৃশ প্রকাণ্ড শরীর, অতি ক্ষুদ্র এই কলসের মধ্যে কিরূপে থাকিবা, তবে কি প্রকারে ছিলা যদি দেখাইতে পার বিশ্বাস করি। এই কথা শুনিয়া দৈত্য পূর্ব্ববৎ ধূমাকার হইয়া ক্রমেং কলসে প্রবিষ্ট হইল তৎপরে কলসের মধ্য হইতে

বলিল ওরে অবিশ্বাসি ধীবর, এই দেখ্ আমি কলসের ভিতর আছি, এখন তোর প্রত্যয় জন্মিল কি না। ধীবর দৈত্যের কথায় কোন উত্তর না দিয়া ব্যস্তসমস্ত হইয়া সীসার ঢাকনি লইয়া কলসের মুখে দিয়া চাপিয়া ধরিয়া কহিল ওরে দৈত্য এখন কেমন, এখন আমি তোকে বধ করি. তোর কিরূপে মরিতে বাঞ্ছা হয় বল্। ধীবর পুনর্ব্বার বলিল না২ তোকে বধ করিব না, তোকে পুনর্ব্বার সমুদ্রে নিক্ষেপ করিয়া দেই তাহা হইলে তোর উচিত শাস্তি হইবে। দৈত্য এই কথায় রাগান্ধ হইয়া বাহির হইবার চেষ্টা করিল. কিন্তু সোলেমানের মহরে কলসের মুখ বদ্ধ হওয়াতে বাহির হইতে না পারিয়া রাগ সম্বরণ পূর্ব্বক সহাস্যে বলিল ওহে ধীবর আমাকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করিও না, আমি তোমার সহিত পরিহাস করিতেছিলাম, তুমি কি বুঝিতে পার নাই। ধীবর উত্তর করিল হাঁ রে তাই বটে তুই বিদ্রূপ করিতেছিলি, তোর কথায় আমি আর ভুলি না, তুই বিশ্বাস ঘাতক, তোর কথায় যদি প্রত্যয় করি তবে গ্রীক দেশীয় এক রাজা দোবান নামক চিকিৎসকের সহিত যেরূপ ব্যবহার করিয়াছিল, তুই আমার প্রতি সেইরূপ করিবি। দৈত্য জিজ্ঞাসা করিল সে রাজা কি প্রকার ব্যবহার করিয়াছিল, ধীবর কহিল শুন্।

গ্রীক দেশীয় রাজা ও দোবান চিকিৎসকের কথা।

পারশ্য দেশে জোমান নামক নগরস্থ এক রাজার মহাব্যাধি হইয়াছিল, কোন বৈদ্য তাহার শান্তি করিতে পারে নাই। পরে গ্রীক, পারস্য, তুরকী, আরব্য, লাটীন, হিব্রু ইত্যাদি বিবিধ জাতীয় চিকিৎসা শাস্ত্র পারদর্শী দোবান নামক এক জন চিকিৎসক রাজার পীড়ার বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া এক দিবস রাজ সভায় সমাগমন পূর্ব্বক কহিলেন যে মহারাজ আপনার বৈদ্য সকল আপনার রোগ শান্তি করিতে পারেন নাই, যদি আমাকে

অনুমতি করেন তবে আমি আপনাকে নীরোগ করি। রাজা তদ্বচনাকর্ণনে আহ্লাদিত হইয়া বলিলেন, হে বৈদ্যরাজ, যদি আপনি চিকিৎসা করিতে পারেন তবে আপনাকে এমত পুরস্কার করি যে তাহাতে আপনার পুত্র পৌত্রাদি পরম সুখে চিরকাল যাপন করিতে পারিবে। অনন্তর বৈদ্য আবাসে যাইয়া একটা ফাঁপা মুদ্গার প্রস্তুত করিয়া তাঁহার বাটের মধ্যে নানা বিধ ঔষধ পূর্ণ করিলেন ও আপনার বিবেচনা মতে গোলা প্রস্তুত করিয়া পর দিবস প্রাতঃকালে রাজ সভায় উপস্থিত হওত রাজাকে প্রীতি পূর্ব্বক কহিলেন, মহারাজ আপনাকে মুদ্গার ক্রীড়া স্থানে একবার অশ্বারোহণ পূর্ব্বক গমন করিতে হইবেক। রাজা চিকিৎসকের বাক্যানুসারে সে স্থানে চলিলেন। তথায় চিকিৎসক রাজহস্তে মুদ্গার ও গোলা দিয়া বলিলেন, যাবৎ পর্য্যন্ত ঘর্ম্ম নির্গত না হয় তাবৎ পর্য্যন্ত মুদ্গার ক্রীড়া করুন, এই মুদ্গারের মধ্যে ঔষধ সংস্থাপন করিয়াছি, স্বেদোদ্গম হইলে তাহা শরীরে প্রবিষ্ট হইবে পরে বাটীতে গিয়া স্নান ও অঙ্গ মার্জ্জন করিয়া শয়ন করিবেন তাহাতে পর দিবস রোগের চিহ্নমাত্র থাকিবে না। রাজা বৈদ্যের পরামর্শানুসারে মুদ্গার ক্রীড়া করিতে লাগিলেন, পরে যখন অত্যন্ত স্বেদোদ্গম হইল তখন বাটী যাইয়া স্নানাদি করিয়া শয়ন করিলেন। অনন্তর পর দিবস শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া দেখিলেন যে শরীর এমত বিগতরোগ হইয়াছে যে কখন কোন ব্যাধি হইয়াছিল এমত চিহ্নও নাই, ইহাতে অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া রাজ পরিচ্ছদ পরিধান পূর্ব্বক সভায় অধ্যাসীন হইলেন। সভ্যেরা রাজাকে রোগ মুক্ত দেখিয়া অত্যন্ত আহ্লাদিত হইল। পরে দোবান রাজ সভায় উপস্থিত হইলে, রাজা তাঁহার হস্ত ধারণ পূর্ব্বক সিংহাসনোপরি আপনার পার্শ্বে বসাইয়া সকলের সম্মুখে তাঁহার পরিচয় দিলেন, এবং তাঁহাকে সর্ব্ব প্রধান প্রিয় পাত্র করিয়া তাঁহার সঙ্গে একত্র ভোজনাদি করিলেন। তৎপরে অন্যং পাত্র দিগকে বিদায় করিয়া দিয়া রাজ প্রিয় পাত্রদিগের যে রূপ পরিচ্ছদ ছিল দোবানকে সেই রূপ বহুমূল্য বস্ত্র পরিধান করাইয়া দুই সহস্র স্বর্ণ

মুদ্রা প্রদান করিলেন আর প্রত্যহ যথেষ্ট সম্মান করিতে লাগিলেন। ইহাতে প্রধান মন্ত্রী হিংসায় মনেং অত্যন্ত দুঃখিত হইল এবং কি প্রকারে দোবান চিকিৎসককে নষ্ট করে অনুক্ষণ তদুপায়োন্বেষণে রহিল। রাজকৃত বৈদ্য সমাদরে বিমর্ষিতান্তর ঐ মন্ত্রী এক দিবস নৃপতি সন্নিধানে স্বাভিপ্রায় প্রকাশার্থ অনুজ্ঞা প্রার্থনা করিল, এবং রাজাজ্ঞা প্রাপ্তি পূর্ব্বক গম্ভীর ভাবে কহিতে লাগিল হে নরনাথ অজ্ঞাত অপরিচিত লোককে বিশ্বাস করা বিজ্ঞের কর্ত্তব্য নহে, বিশেষতঃ মহারাজ যে চিকিৎসকে এত অনুগ্রহ করিতেছেন সে বিশ্বাস ঘাতক, তাহার এস্থানে আসিবার অভিপ্রায় এই যে মহারাজকে সংহার করিবে। রাজা কহিলেন একথা প্রত্যয়ের যোগ্য নহে, তুমি কোন্ স্থানে শুনিয়াছ, আমার সম্মুখে মিথ্যা কথা বলিলে কি দণ্ড হইয়া থাকে তাহা কি জান না। মন্ত্রী কহিল মহারাজ আমি ইহার তথ্যানুসন্ধান করিয়াছি, আপনি অতিবাদ বিশ্বাস করিবেন না। রাজা কহিলেন মন্ত্রি, আমি তোমার কথায় বিশ্বাস করিতে পারি না, যে ব্যক্তিকে তুমি বিশ্বাস ঘাতক বলিতেছ তাহাকে আমি অতি বিশ্বস্ত ও ধার্ম্মিক বিবেচনা করি এবং তত্তুল্য প্রিয় পৃথিবীতে আমার আর কেহ নাই, কেননা সে আমাকে প্রাণ দান করিয়াছে, তজ্জন্য আমি তাহাকে যাবজ্জীবন এক সহস্র মুদ্রা মাসিক বৃত্তি দিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, যাও তোমার বাক্য বিশ্বাস যোগ্য নয়, ঐ ব্যক্তির উচ্চপদ দেখিয়া তোমার অন্তঃকরণে দ্বেষ জন্মিয়াছে তাহার সন্দেহ নাই, কিন্তু তুমি মনে এমত ভাবিও না যে হিংস্রের বাক্য আমার কর্ণমূলে কখন স্থান পাইবে। সিন্ধুবাদ নামে এক রাজা আপনার পুত্রকে নষ্ট করণের উদ্যোগ করাতে তাঁহার মন্ত্রী তাঁহাকে যাহা বলিয়াছিল তাহা আমার বিলক্ষণ স্মরণে আছে। মন্ত্রী জিজ্ঞাসা করিল মহারাজ সে কি বলিয়াছিল। রাজা কহিলেন মন্ত্রী রাজাকে এই কহিয়াছিল যে বিমাতার কথা শুনিয়া পুত্রকে বিনাশ করিলে শেষে মনস্তাপ পাইতে হইবেক একথা বলিয়া ঐ মন্ত্রী রাজাকে একটি উদাহরণ কহে তাহা এই।

এক মনুষ্য ও শুক পক্ষির কথা ॥

কোন এক গৃহির পরমা সুন্দরী এক রমণী ছিল তাহাকে সে এক নিমেষও চক্ষুর অগোচর করিত না। এক দিন স্থানান্তর গমনের প্রয়োজন হইবাতে ঐ ব্যক্তি একটী শুক পক্ষি ক্রয় করিয়া আনিল। সেই শুক উত্তম রূপে কথা কহিতে এবং তাহার সমক্ষে যাহা২ হইত তাহা সবিশেষ করিয়া বলিতে পারিত। ঐ ব্যক্তি শুককে পিঞ্জরে রাখিয়া আপন ভার্য্যাকে কহিল যে আমার প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত এই পক্ষিকে অতি যত্ন পূর্ব্বক পালন করিবা। গৃহী এই কথা বলিয়া বিদায় হইল পরে কার্য্য সমাধানন্তর বাটীতে প্রত্যাগমন করিয়া শুককে জিজ্ঞাসা করিল, যে আমার অনুপস্থিতে কি২ ঘটিয়াছিল সবিশেষ বল। শুক তাহার প্রিয়তমার যে২ দুষ্কর্ম্ম দেখিয়াছিল সমস্ত বিবরণ করিয়া বলিল। তাহাতে ঐ ব্যক্তি আপন স্ত্রীকে যথোচিত তিরস্কার ও লাঞ্ছনা করিল। তাহার পত্নী এই রূপ অপমানিতা হইয়া গৃহের দাস দাসীদিগকে ভৎর্সনা করিয়া বলিল তোরদের হইতেই আমার এই অপমান হইল, ইহাতে তাহারা শপথ করিয়া কহিল, যে আমরা কিছুই জানি না, পরে সেই কুলকলঙ্কিনী শুক দ্বারা স্বীয় রহস্য বিষয় ব্যক্ত হইয়াছে ইহা নিশ্চয় করিয়া তাহার বিনাশ চিন্তায় নিমগ্ন হইল।

অনন্তর আর এক দিবস ঐ গৃহী স্থানান্তরে গমন করিলে ঐ ভ্রষ্টা রমণী আপনার এক জন দাসীকে কহিল যে শুকের পিঞ্জরের নীচে বসিয়া ঘর২ শব্দে যাঁতা ঘুরাও আর এক জনকে বলিল যে উপর হইতে এমন ভাবে জল নিক্ষেপ কর যেন বোধ হয় বৃষ্টি হইতেছে, অন্য এক ব্যক্তিকে কহিল এক খান দর্পণ লইয়া প্রদীপের নিকটে এমন করিয়া চালনা করিতে থাক যাহাতে তাহার আভা এই শুক পক্ষীটার চক্ষে লাগে। দাসীরা গৃহিণীর আদেশ ক্রমে সমস্ত রাত্রি ঐ রূপ করিয়া কাটাইল। পর দিন গৃহী বাটীতে আসিয়া শুককে গত রাত্রির বিবরণ জিজ্ঞাসা করাতে শুক কহিল যে গত রজনীতে মেঘ গর্জ্জন পূর্ব্বক

অবিশ্রান্ত বৃষ্টি ও বিদ্যুদ্দাম হইয়াছিল তাহাতে অত্যন্ত দুঃখ পাইয়াছি, সমস্ত নিশা মধ্যে একবারও নিদ্রা হয় নাই। গৃহী এই কথা শুনিয়া ভাবিল শুক এ কি বলিতেছে, গত রাত্রে মেঘ বৃষ্টি কিছুই হয় নাই অতএব শুক মিথ্যা কথা ইহাতে কোন সন্দেহ নাই ইহা ভাবিয়া তাহাকে পিঞ্জর হইতে বাহির করিয়া এমন বল পূর্ব্বক ভূমিতে নিক্ষেপ করিল যে তৎক্ষণাৎ তাহার প্রাণ বিয়োগ হইল। কিয়ৎক্ষণ পরেই সেই গৃহী প্রতিবাসি লোকেরদের প্রমুখাৎ আপনার ভার্য্যার দুশ্চরিত্রের বিবরণ শুনিয়া শুকপক্ষিকে নিরপরাধী জানিয়া তাহার নিমিত্ত অত্যন্ত পশ্চাত্তাপ করিতে লাগিল।

ধীবর কহিতেছে গ্রীসদেশীয় রাজা শুকের বিবরণ সমাপ্ত করিয়া মন্ত্রিকে কহিলেন যে ঐ ভ্রষ্টা স্ত্রীর ন্যায় তুমি দোবানের হিংসা করিয়া তাহার অনিষ্ট চিন্তা করিতেছ, আমি ঐ মূঢ় গৃহির ন্যায় দোবানকে নষ্ট করিব না। রাজা যদিও এইরূপে স্পষ্ট প্রত্যাখ্যান করিলেন, তথাচ খল স্বভাব মন্ত্রী ক্ষান্ত না হইয়া পুনশ্চ নিবেদন করিল যে শুক পক্ষির মৃত্যু তুচ্ছ বিষয়, তাহা ভাবিয়া শত্রুর দমন না করা অনুচিত বিশেষতঃ রাজার প্রাণ সামান্য লোকের প্রাণের ন্যায় নহে, কেহ ঐ প্রাণের হন্তা হইবে এমন সন্দেহ হইলেও তাহাকে বিনাশ করিতে হয়, অধিকন্তু আমি যাহা নিবেদন করিলাম তাহাতে কোন সন্দেহই নাই কেননা ঐ চিকিৎসক কেবল আপনার বিনাশ করিবার জন্যই এখানে আসিয়াছে অতএব মহারাজ এমত অনুমান করিবেন না যে আমি তাহার শত্রুতা করিতেছি, মহারাজের কোন বিপদ না ঘটে আমার সতত এই বাঞ্ছা, এবং সেই জন্য মহারাজকে অগ্রে সাবধান করিলাম, যদ্যপি মিথ্যা বলিয়া থাকি দণ্ড পাইব, ঐ চিকিৎসক মহারাজের শত্রুর চর হইয়া আপনাকে নষ্ট করিতে আসিয়াছে। গ্রীসদেশীয় রাজা স্বভাবতঃ ক্ষীণ বুদ্ধি ছিলেন, মন্ত্রির মন্ত্রণার অন্ত বুঝিতে না পারিয়া ভাবিলেন সত্য হইতেও পারে, এবং ক্ষণেক পরেই মন্ত্রিকে কহিলেন, যাহা বলিতেছ তাহা সত্যই বটে. এই মনষ্য অসদভিপ্রায়েই আসিয়াছে, এখন ই-

হার প্রতি আমার শঙ্কা হইতেছে বোধ হয় কোন দিন কোন ঔষধের দ্বারা নষ্ট করিবে। মন্ত্রী বলিল মহারাজ ভয় কি। আজ্ঞা দেউন এই দণ্ডে আনয়ন করিয়া তাহার শিরশ্ছেদ করি এমন শত্রুকে এক দণ্ডও জীবিত রাখা কর্ত্তব্য নহে। রাজা বলিলেন যথার্থ বটে ঈদৃশ ব্যক্তিকে শীঘ্র নষ্ট করা কর্ত্তব্য ইহা বলিয়া তখনি তাহাকে আনিতে পাঠাইলেন। দোবান রাজার অভিপ্রায় কিছুই জানেন না, যখন রাজার সম্মুখে আসিলেন তখন রাজা বলিলেন দোবান তোমাকে কি নিমিত্ত ডাকিয়াছি তুমি জান। চিকিৎসক উত্তর করিলেন মহারাজ কিছুই অবগত নহি, আজ্ঞা করুন। রাজা বলিলেন আমি তোমাকে বধ করিয়া তোমার হস্ত হইতে আপনাকে রক্ষা করিব, এজন্য তোমাকে ডাকিয়াছি। দোবান উত্তর করিলেন আমার কি অপরাধ হইয়াছে যে মহারাজ আমার প্রাণ লইবেন। রাজা কহিলেন আমি কোন বিশ্বাসি লোকের প্রমুখাৎ শুনিয়াছি আমাকে বিনাশ করিবার জন্য তোমার এখানে আগমন হইয়াছে। অতএব তোমাকে নষ্ট করিয়া নিশ্চিন্ত হই। ইহা বলিয়া ঘাতককে আজ্ঞা করিলেন যে এই বিশ্বাস ঘাতকের মস্তক এখনি ছেদন কর। এই কথা শুনিয়া দোবান বলিলেন, মহারাজের রোগ শান্তি করিলাম তাহার কি এই পুরস্কার, আপনি দীর্ঘজীবী হউন কিন্তু আমাকে নষ্ট করিবেন না, আমি নিরপরাধী। দোবান এইরূপে অনেক স্তব স্তুতি করিতে লাগিলেন, কিন্তু রাজা তাহা না শুনিয়া বলিলেন কদাচ হইবে না, আমি তোমার প্রাণ লইব, নতুবা তোমার হস্তে আমার মৃত্যু নিশ্চয়। নিরুপায় চিকিৎসক কি করিবেন মরিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন পরে ঘাতক তাহার চক্ষু ও হস্ত বন্ধন করিয়া খড়গ নিক্ষেপ করিতে যায় এমন সময় দোবান পাতিত জানু হইয়া রাজাকে কহিলেন হে নরনাথ যদ্যপি আমাকে নিতান্তই নষ্ট করিবেন তবে আমাকে একবার বাটী যাইতে দেউন আমি স্ত্রী পুত্র দিগের নিকট বিদায় লইয়া এবং বিষয়াদি যাহাতে রক্ষা পায় তাহা করিয়া আসি, আর আমার যে সকল উত্তম২ বহি আছে তাহা যাহারদিগের দ্বারা পৃথিবীর উপকার হই

বেক তাহাদিগকে দিয়া আইসি, অপিচ আমার এক খানি বিশেষ চমৎকার পুস্তক আছে, তাহা মহারাজকে প্রদান করিতে মানস করি। রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন ঐ চমৎকার গ্রন্থ কি, তাহার কি গুণ। বৈদ্য উত্তর করিলেন, ঐ গ্রন্থে অনেক আশ্চর্য্য বিষয় লিখিত আছে, অপর তন্মধ্যস্থ অত্যদ্ভুত বিষয় এই যে যখন আমার মস্তক ছেদন করিয়া ফেলিবে তখন যদ্যপি ঐ গ্রন্থের ষষ্ঠ পত্র মুকুলিত করিয়া বাম পৃষ্ঠের তৃতীয় পঙক্তি পাঠ করে তবে আমার কাটা মুণ্ডকে যে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবে তাহা হইতে তদুত্তর হইবেক। রাজা এই অদ্ভুত বাক্য শুনিয়া সে দিবস বৈদ্যের মস্তক ছেদন রহিত করিয়া আপন সেনাগণ সমভিব্যাহারে তাহাকে বাটী পাঠাইয়া দিলেন। বৈদ্য বাটী গিয়া আপন বিষয় বিভব রক্ষার বিবেচনা করিতে লাগিলেন। এদিগে তাহার মৃত্যুর পর ছিন্নমস্তকে কথা কহিবে এই জনরব তাবৎ নগরে রাষ্ট্র হওয়াতে মন্ত্রি ও সভাসদ প্রভৃতি অনেক লোক রাজ সভায় আসিয়া উপস্থিত হইল। পরে দোবান একখান বৃহৎ গ্রন্থ হস্তে করিয়া রাজার সম্মুখে আসিয়া একটা পাত্রে করিয়া জল আনিতে বলিয়া যে বস্ত্রে গ্রন্থ আচ্ছাদিত ছিল সেই বস্ত্র জল পাত্রের উপর রাখিয়া রাজার হস্তে গ্রন্থ খানি দিয়া বলিলেন মহারাজ যখন আমার মস্তক কাটিয়া ফেলিবে তখন কাটামুণ্ড তুলিয়া এই বস্ত্রোপরি রাখাইয়া এই গ্রন্থ খুলিয়া যে কথা জিজ্ঞাসা করিবেন মুণ্ড তাহার উত্তর করিবে, কিন্তু মহারাজ আপনাকে বিনতি করিতেছি আমাকে নষ্ট করিবেন না। রাজা বলিলেন তাহা কোন প্রকারে হইবেক না, বিশেষতঃ তোমার কাটামুণ্ডে কথা কহিবে এই কৌতুক দেখিবার জন্য তোমাকে নষ্ট করিবার আরো হেতু হইয়াছে। অনন্তর জল্লাদ ঐ বৈদ্যের মস্তক এমত নিপুণতা পূর্ব্বক কাটিয়া ফেলিল যে তাহা একেবারে ঐ পাত্রের উপর গিয়া পড়িল। ছিন্নমুণ্ড পাত্রে পড়িবা মাত্র ওঁহার রক্ত বদ্ধ হইল, তখন তাহা চক্ষুরুন্মীলন করিয়া বলিল মহারাজ গ্রন্থ খুলিয়া দেখুন। রাজা গ্রন্থ খুলিলেন কিন্তু গ্রন্থের পত্র, সকল পত্রে২ যোড়া ছিল এনিমিত্ত

জিহ্বাগ্রে অঙ্গুলি প্রদান পূর্ব্বক অঙ্গুলিতে মুখামৃত মাখাইয়া একং পাত উলটাইতে লাগিলেন। এইরূপে ষষ্ঠ পত্র পর্য্যন্ত উলটাইয়া গেলেন কিন্তু ঐ সকল পত্রে কিছুই লেখা দেখিলেন না। পরে বলিলেন, হে চিকিৎসক এখানে যে কোন লেখা দেখিতে পাই না। মুণ্ড বলিল আরো উলটাইয়া যাউন। রাজা ক্রমাগত একং বার মুখে অঙ্গুলি দিয়া একং পত্র উলটাইতে থাকিলেন, ঐ সকল পত্রে বিষ লিপ্ত থাকাতে সেই বিষ রাজার জিহ্বা দ্বারা ক্রমেং যাবৎ শরীরে প্রবিষ্ট হইল ও রাজা অচৈতন্য হইয়া পড়িলেন, যখন প্রাণ কণ্ঠাগত হইয়াছে তখন মুণ্ড কহিল ওরে দুরাত্মা নরাধম, তুই আমাকে নিরপরাধে নষ্ট করিলি তাহার এই শাস্তি হইল সর্ব্বোপরি পরমেশ্বর এক জন আছেন তিনি অন্যায়কারি লোক দিগকে নিশ্চয়ই এইরূপ প্রতিফল দিয়া থাকেন। ঐ বৈদ্য এই কথা বলিতেং রাজা প্রাণ ত্যাগ করিলেন এবং আপনিও গতাসু হইলেন।

এই গল্পের সমাপ্ত করিয়া ধীবর বলিতেছে ওরে দৈত্য গ্রীস দেশীয় রাজা যদি দোবানকে বধ না করিত তবে পরমেশ্বরও তাহার প্রতি অনুকূল হইতেন, কিন্তু রাজা দোবানের বাক্য শ্রবণ করে নাই এই জন্যে শমন ভবনে গেল, তোমাতে আমাতেও সেই রূপ হইয়াছে, তোমাকে যখন আমি বলিলাম যে আমার প্রাণ বধ করিস না তখন শুনিলি না, অতএব তোর প্রতি কোন মতেই দয়া হইতে পরে না, তোকে অবশ্যই সমুদ্রে ফেলিয়া দিব। যদি তুই আমার কথা শুনিতিস তবে এখন তোর প্রতি আমার দয়া হইত। দৈত্য বলিল দোহাই ধীবর আমাকে সমুদ্রে ফেলিয়া দিওনা, আমার আর একটি কথা শুন, আমি শপথ করিয়া বলিতেছি তোমার কখন অনিষ্ট করিব না, বরঞ্চ তোমাকে এমন কোন উপায় করিয়া দিব যাহাতে তুমি অত্যন্ত ধনবান হইবা। ধীবর চিরকাল মৎস্য ধরিয়া দুঃখে কাল যাপন করে ধনের কথা শুনিয়া মনেং সন্তুষ্ট হইল, কিন্তু অন্তঃকরণে সম্পূর্ণ ভয় আছে পাছে দৈত্য অঙ্গীকার পালন না করে, একারণ দৈত্যকে বলিল যে তোর কথায় আমার বিশ্বাস হয় না, তবে প্র-

ত্যয়করি যদি তুই পরমেশ্বরের শপথ করিয়া কহিস যে আমার অনিষ্ট করিবি না ও যাহা বলিলি তাহা করিবি, এবং তবে তোকে কলসী হইতে বাহির করিয়া দেই। দৈত্য তখনি শপথ করিয়া বলিল যে তোমার কোন অনিষ্টাচরণ করিব না। পরে ধীবর কলসের মুখ খুলিয়া দেওয়াতে পূর্ব্ববৎ ধূম নির্গত হইলে দৈত্য আপনার মূর্ত্তি ধারণ করিয়াই প্রথমে কলসে পদাঘাত করিয়া কলসীটা সমুদ্রে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিল। ইহাতে ধীবর অত্যন্ত ত্রাস যুক্ত হওয়াতে দৈত্য ঈষদ্ধাস্য পূর্ব্বক কহিল. ওহে ধীবর তুমি ভয় করিও না আমি কেবল বিদ্রূপ জন্য ঐ প্রকার করিলাম তুমি জাল লইয়া আমার সঙ্গে২ আইস, আমি তোমাকে ধন দিতেছি, ইহা বলিয়া গমনারম্ভ করিল ধীবরও জাল স্কন্ধে করিয়া পশ্চাৎ২ যাইতে লাগিল, কিন্তু তখনও মনের মধ্যে ভয় আছে দৈত্য কি করে। পরে নগর ছাড়াইয়া ক্রমে একটা পর্ব্বতের উপরি ভাগে উঠিল. তথা হইতে একটা প্রকাণ্ড প্রান্তর দিয়া একটা পুষ্করিণীর তটে যাইয়া দৈত্য কহিল এই পুষ্করিণীতে জাল ফেলিয়া মৎস্য ধর। ধীবর দেখিল ঐ পুষ্করিণী মীনে পরিপূর্ণ এবং ঐ সকল মৎস্য বিবিধ বর্ণ অর্থাৎ শ্বেত কৃষ্ণ রক্ত ও হরিৎ। ইহাতে অত্যন্ত হৃষ্টান্তঃকরণে জলে জাল নিক্ষেপ করিয়া প্রথমেই চারি বর্ণের চারিটা মৎস্য ধরিল, তদ্রূপ মৎস্য কখন না দেখাতে তাহা দেখিয়াই অত্যন্ত চমৎকৃত হইল। দৈত্য বলিল ওহে ধীবর তুমি এই কয়েকটা মৎস্য লইয়া রাজাকে গিয়া উপঢৌকন দেও ভূপতি সন্তুষ্ট হইয়া তোমাকে এত ধন দিবেন যে তাহা তোমার শরীরাবচ্ছেদে কখন উপার্জ্জন হয় নাই। আর তুমি প্রত্যহ আসিয়া এই স্থানে মৎস্য ধরিবা কিন্তু দিনে এক বারের অধিক জাল নিক্ষেপ করিও না, তাহা করিলেই বিপদ ঘটিবে। ধীবর অঙ্গীকার করিল তাহাই করিব, পরে পুলকিতান্তঃকরণে একেবারে রাজ পুরীতে যাইয়া রাজার সমক্ষে ঐ কএকটি মৎস্য উপায়ন দিল। ভূপাল অদৃষ্টপূর্ব্ব মৎস্য প্রাপ্ত হইয়া সবিস্ময়মনে অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত নিরীক্ষণ করিয়া অবশেষে

প্রধান মন্ত্রিকে বলিলেন যে গ্রীস দেশীয় রাজা আমার নিকট যে পাচিকাকে প্রেরণ করিয়াছেন তাহাকে এই মৎস্য গুলিন উত্তম রূপে ভাজিতে বল আর এই ধীবরকে চারিশত স্বর্ণ মুদ্রা দিয়া বিদায় কর। ধীবর এক কালে এত টাকা কখন চক্ষেও দেখে নাই, অতএব একেবারে চারিশত মোহর পাইয়া অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া বাটী গমন করিল।

এখানে রন্ধন কারিণী সেই কএকটি মৎস্য অশলক করিয়া খোলাতে তৈল চড়াইয়া ভাজিতে দিল, এক দিক ভাজা হইলে অন্য দিগ উলটাইয়া দিল. কিন্তু তাহাদের পার্শ্ব পরিবর্ত্তন মাত্রেই তৎক্ষণাৎ রন্ধন শালার ভিত্তিভেদ করিয়া তাহার ভিতর হইতে এক পরম লাবণ্যবতী রমণী বাহির হইয়া কড়াইয়ের নিকটে আসিয়া একটা লৌহ দণ্ডের দ্বারা প্রত্যেক মৎস্যকে স্পর্শ করত জিজ্ঞাসা করিল ওরে২ মৎস্য তোরা কি আপনার কর্ত্তব্য কর্ম্মে নিযুক্ত আছিস। মীনগুলি ঐ কথায় কোন উত্তর না করাতে নারী পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিল, তখন সেই চারিটা মৎস্য মস্তক উঠাইয়া কহিল হাঁ২ যদি তুমি গণনা কর তবে আমরাও গণনা করি, যদি তুমি আপনার ঋণ পরিশোধ কর তবে আমরাও আমাদিগের ঋণ পরিশোধ করি, যদি তুমি পলাও তবে আমরা সন্তুষ্ট ও জয়ী হই। এই কথা বলিবা মাত্র রমণী কড়াই খানা উলটাইয়া ফেলিয়া দিয়া দেওয়াল মধ্যে প্রবেশ করিল, এবং দেওয়াল পূর্ব্বে যেমন ছিল সেই প্রকার হইয়া গেল। এই সকল ব্যাপার দেখিয়া পাচিকা মূর্চ্ছাপন্না হইয়া রহিল, পরে যখন চুল্লী হইতে মৎস্য গুলি তুলিতে যায় তখন দেখে যে তাহারা অঙ্গার বর্ণ হইয়াছে ইহাতে রাজা কি বলিবেন এই ভয়ে সেই পাচিকা রোদন করিতে লাগিল। এমন সময় রাজমন্ত্রী আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন মৎস্য ভাজা হইয়াছে কি না। পাচিকা কি উত্তর করিবে যে ঘটনা হইয়াছিল তাহাই সমস্ত মন্ত্রীকে কহিল। মন্ত্রী তাহা শুনিয়া অত্যন্ত উদ্বিগ্ন হইলেন, কিন্তু রাজাকে না বলিয়া কৌশল ক্রমে সে দিবস তাঁহাকে ভোজনে ক্ষান্ত করিয়া ধীবরকে ডাকাইয়া

বলিলেন যে সেই রূপ আর চারিটা মৎস্য আনিয়া দিতে হইবেক। ধীবরকে দৈত্য নিষেধ করিয়াছিল যে এক দিবসে দুই বার জাল ফেলিওনা, কিন্তু ধীবর সে কথা ব্যক্ত না করিয়া মন্ত্রীকে কহিল যে স্থান হইতে মৎস্য আনিব সে স্থান এখান হইতে অনেক দূর, অতএব অদ্য পাওয়া যাইতে পারে না, কল্য আনিয়া দিব। ইহা বলিয়া রাত্রি যোগে সেই স্থানে যাত্রা করিল, পর দিন চারিটা মৎস্য ধরিয়া মন্ত্রির নিকটে আনিয়া দিল। মন্ত্রী মৎস্য পাইয়া আপনি রন্ধন শালায় যাইয়া তাবৎ দ্বার রুদ্ধ করিয়া পাচিকাকে আপন সম্মুখে বসাইয়া রন্ধন করাইতে লাগিল। পাচিকা পূর্ব্ব মত মৎস্য খোলায় চড়াইয়া এক দিগ ভাজা হইলে, যখন অন্য দিগ উলটাইয়া দিল, তখন সেই প্রকার দেওয়াল কাটিয়া সেই রমণী আইল, আর পূর্ব্বে যে রূপ বলিয়াছিল সেই রূপ বলিল, মৎস্যেরাও তদ্রূপ উত্তর করিল, পরে ঐ রমণী মৎস্য ভাজিবার কড়াই উলটাইয়া দিয়া অন্তর্ধান হইল, ও দেওয়াল পূর্ব্ববৎ যোড়া লাগিল। মন্ত্রী এই সকল অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া মনে করিলেন যে একথা রাজার নিকটে আর গোপন রাখা কর্ত্তব্য নহে, অতএব রাজসাক্ষাতে গিয়া সমস্ত বৃত্তান্ত কহিলেন। রাজা চমৎকৃত হইয়া ধীবরকে পুনর্ব্বার ডাকাইয়া কহিলেন, ওহে ধীবর তুমি আমাকে সেই প্রকার আর চারিটা মৎস্য আনিয়া দিতে পার কি না। ধীবর উত্তর করিল মহারাজ যদ্যপি আমাকে এক দিন অবসর দেন তবে আনিয়া দিতে পারি। নৃপতি তাহাতে স্বীকৃত হওয়াতে ধীবর তখনি সেই পুষ্করিণীতে যাইয়া আর চারিটা মৎস্য ধরিয়া পরদিন রাজার নিকট আনিয়া দিল। রাজা সন্তুষ্ট হইয়া ধীবরকে আর চারিশত স্বর্ণ মুদ্রা দিতে আজ্ঞা করিলেন, পরন্তু আপনার সম্মুখে মৎস্য ভাজা হয় এজন্য রন্ধনের দ্রব্যাদি আপন কুঠিরিতে আনাইয়া আপনি ও মন্ত্রী তথায় থাকিয়া সকল দ্বার রুদ্ধ করত মৎস্য ভাজিতে আরম্ভ করিলেন, পরে এক দিগ ভাজা হইলে যখন আরএক দিগ উলটাইয়া দেন তখন অকস্মাৎ কুঠরির দেওয়াল ফাটিয়া গেল, কিন্তু সেবারে সেই

রমণী না আসিয়া প্রকাণ্ড মূর্ত্তি বিকটাকার একটা কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ যষ্টিহস্তে গৃহমধ্যে আসিয়া যষ্টিদ্বারা মৎস্য গণকে স্পর্শ করত ভয়ঙ্কর স্বরে কহিতে লাগিল ওরে মৎস্যগণ তোরা কি আপনারদিগের কর্ম্ম করিতেছিস। মীনেরা মস্তক তুলিয়া উত্তর করিল হাঁ২ করিতেছি, তুমি যদ্যপি গণনা কর তবে আমরাও গণনা করি, তুমি ঋণ শোধ করিলে আমরাও করি, আর তুমি যদ্যপি পলাও তবে আমরা সন্তুষ্ট হইব। একথা বলিবামাত্র ঐ কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ কড়াই খান উলটাইয়া দিল তাহাতে মৎস্য সকল আঙ্গার বর্ণ হইয়া গেল তৎপরে সেই পুরুষ ভয়ঙ্কর শব্দে প্রাচীরের ভিতর প্রবেশ করিল এবং প্রাচীর পূর্ব্বে যে প্রকার ছিল সেইপ্রকার হইল। রাজা আপন চক্ষে এসকল আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিয়া মন্ত্রিকে বলিলেন হে মন্ত্রি ইহা অতি অদ্ভুত বটে, কিন্তু ইহার কারণ জানিতে হইবে। অতএব ধীবরকে পুনর্ব্বার ডাকিয়া পাঠাইলেন। ধীবর আসিলে পর রাজা তাহাকে বলিলেন ওহে ধীবর তুমি যে সকল মৎস্য আনিয়া দিয়াছিলা সে মৎস্য গুলাতে আমাকে বড় অসুখী করিয়াছে, তুমি সে সকল মৎস্য কোথা ধরিয়াছিলে! ধীবর কহিল এস্থান হইতে যে এক পর্ব্বত দৃষ্ট হয় তাহার পশ্চাৎ আর চারিটা পাহাড় আছে সেই সকল পাহাড়ের মধ্যস্থল বর্ত্তি এক পুষ্করিণীতে এ মৎস্য ধরিয়াছিলাম। নরেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিলেন, ঐ পুষ্করিণী কত দূর হইবেক। ধীবর কহিল এখান হইতে এক প্রহরের পথ হইবেক। রাজা এই কথা শুনিয়া আপন সভাসদগণ সমভিব্যাহারে অশ্বারোহণ পূর্ব্বক যাত্রা করিলেন, ধীবর পথ দেখাইতে২ অগ্রে চলিল। পর্ব্বতের উপর উঠিয়া সকলে দেখিলেন যে তন্নিম্নভাগে একটা প্রকাণ্ড প্রান্তর রহিয়াছে, তদ্দৃষ্টে সকলেই চমৎকৃত হইলেন যেহেতু তৎপূর্ব্বে কস্মিন কালে ঐ প্রান্তর কেহ দেখে নাই, পরে ঐ প্রান্তর পার হইয়া দেখিলেন যে ধীবরের কথানুরূপ চতুর্দ্দিগে পাহাড় দ্বারা বেষ্টিত এক পুষ্করিণী আছে তাহার জল অতি নির্ম্মল এবং তন্মধ্যে ঐ রূপ অনেক মৎস্য ভ্রমণ করিতেছে।

রাজা পুষ্করিণী দেখিয়া সভাসদগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন এই পুষ্করিণী এত নিকটবর্ত্তী, তোমরা কি ইহার কথা কখন শুন নাই। সকলে উত্তর করিল যে না আমরা এপুষ্করিণীর কথা কখন শুনি নাই। নৃপতি কহিলেন এই পুষ্করিণী নূতন বোধ হইতেছে কিন্তু এখানে ইহা কিরূপে হইল এবং ইহাতে চারি বর্ণের মৎস্য হইবার কারণ কি, এসকল বিষয়ের তত্ত্ব আমাকে জানিতে হইয়াছে ইহা বলিয়া তথায় শিবির স্থাপন পূর্ব্বক সভাসদগণকে অবস্থান করিতে আজ্ঞা দিলেন এবং নিশাভাগে সকলে নিদ্রিত হইলে রাজা ভ্রমণের উপযুক্ত পরিচ্ছদাদি ধারণ করিয়া খড়্গ হস্তে লইয়া পূর্ব্বোক্ত গিরির উপরে আরোহণ করিলেন তৎপরে যে একটা প্রান্তর ছিল তাহার মধ্য দিয়া যাইতেং রজনী প্রভাত হইল, তখন দেখিলেন যে অনেক দূরে একটা অট্টালিকা আছে ঐ অট্টালিকার নিকটে যাইয়া অবলোকন করিলেন যে তাহা কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তরে নির্ম্মিত এবং উজ্জ্বল ইস্পাতের পত্রে মণ্ডিত। নৃপতি ঐ পুরী দর্শনে অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া কতক্ষণ পর্য্যন্ত মনোযোগ পূর্ব্বক তাহা নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, পরে দ্বারের নিকট যাইয়া দেখিলেন একখণ্ড কপাট মুক্ত ও দ্বিতীয়খণ্ড রুদ্ধ রহিয়াছে, তদৃষ্টে দ্বারের নিকট কিঞ্চিৎকাল দাঁড়াইলেন. কিন্তু জন মানব কাহাকেও না দেখিতে পাইয়া কপাটে আঘাত করিলেন তাহাতে কোনব্যক্তি উপস্থিত না হওয়াতে অধিক বলপূর্ব্বক আঘাত করিতে লাগিলেন তাহাতেও যখন কাহারও শব্দ পাইলেন না তখন আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া ভাবিতে লাগিলেন যে এমত সুন্দর পুরী ইহাতে জনমানব নাই একি আশ্চর্য্য। অনন্তর বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া চান্দনি ছাড়াইয়া প্রাঙ্গনের মধ্যে দণ্ডায়মান হওত উচ্চস্বরে বলিতে লাগিলেন ওহে তোমরা এখানে কে আছ, আমি একজন পথিক, তোমারদের আশ্রয়ে আসিয়াছি। রাজা বারম্বার একথা কহিলেন কিন্তু কোন উত্তর না পাওয়াতে চমৎকৃত হইয়া বারাণ্ডার উপরে উঠিয়া পদবিহার করিতেং চতুর্দ্দিগে অবলোকন করত একেং সকল ঘরে প্রবেশ করিয়া

দেখিলেন সকল ঘরই অতিশয় সুসজ্জীভূত, তাহা দেখা হইলে পর অবশেষে একটা বৃহৎ বৈঠকখানায় গেলেন তন্মধ্যস্থানে একটা ফোহারা ছিল তাহার চারি কোণে স্বর্ণময় চারিটা সিংহের মূর্ত্তি ছিল সেই সিংহের মুখ হইতে জল নির্গত হইয়া হীরা মুক্তা জন্মিতেছিল এবং ঐ হীরা মুক্তা ফোহারাতে পড়িয়া মধ্যস্থান হইতে স্তম্ভাকারে উচ্চে উঠিয়া পুনর্ব্বার মন্দিরের ন্যায় চতুর্দ্দিগে পড়িতেছিল ইত্যাদি নানাবিধ আশ্চর্য্য ব্যাপার দৃষ্টিকরণানন্তর ভূপতি একটা ঘরে বসিয়া উদ্যান দেখিতেছেন এবং যাহা২ দেখিলেন তাহা ভাবিতেছেন, ইতিমধ্যে হঠাৎ একটা মনুষ্যের কাতরোক্তির শব্দ তাঁহার কর্ণ কুহরে প্রবেশ করিল। রাজা তাহা শুনিয়া যে স্থান হইতে ঐ শব্দ আসিতে ছিল সেই দিগে যাইয়া একটা বৃহৎ দালানের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন, ঐ দালানের দ্বার বন্ধ ছিল তাহা মুক্ত করিয়া দেখিলেন যে গৃহমধ্যে সিংহাসনের উপর এক পরম সুন্দর যবা পুরুষ উত্তম পরিচ্ছদাদি পরিয়া বসিয়া আছেন, কিন্তু তাঁহার বদন অতি ম্লান। রাজা ঐ যবার সম্মুখে যাইয়া নমস্কার করিলেন। যবা তাহাতে মস্তক হেঁট করিলেন, কিন্তু গাত্রোত্থান করিতে না পারিয়া বলিলেন হে মহানুভব আমি উঠিয়া আপনাকে অভ্যার্থনাদি করি আপনি তাহার যোগ্য পাত্র ইহাতে সন্দেহ নাই. কিন্তু কোন কারণ বশতঃ আমি তাহা করিতে পারিলাম না. এ ত্রুটি মার্জ্জনা করিবেন। নৃপতি বলিলেন আপনার ক্ষেদোক্তি শুনিয়া আমি এস্থানে আসিলাম, আমারদ্বারা যদি আপনার কোন উপকার হয় তাহা আমি সাধ্যানুসারে করিতে প্রস্তুত আছি অতএব আপনার দুর্ভাগ্যের বিবরণ আমাকে বলুন। এই কথা শুনিয়া ঐ ব্যক্তির অশ্রুপাত হইতে লাগিল, তৎপরে তিনি দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগপূর্ব্বক কহিলেন হে ভাগ্য দেবি, তোমার লীলা কি চমৎকার, তুমি একবার যাহারদিগকে সুখ সম্পত্তি দিয়া উচ্চ কর, পুনর্ব্বার তাহারদিগকেই ঘোর দুঃখে নিক্ষেপ কর, তোমার স্থির দৃষ্টি নাই, তুমি মনুষ্যদিগকে সর্ব্বদা সমভাবে রাখ না। এই কথা বলিয়া আ-

পুরুষের সঙ্গে উদ্যান মধ্যে পদবিহার করিতে লাগিল এবং বেড়াইতে২ ঐ পুরুষকে বলিল হে প্রাণেশ্বর অদ্য বিলম্বের নিমিত্ত মার্জ্জনা করিবে তোমার নিকট শীঘ্র আসি ইহা আমার নিতান্ত বাঞ্ছা, কিন্তু তাহার যে প্রতিবন্ধক আছে তাহা তোমার অগোচর নাই, আমি তোমার প্রেমাধীনা এবং বিধি মতে প্রেমের চিহ্ন দেখাইতেছি কিন্তু তাহাতেও যদ্যপি তুষ্ট হইয়া না থাক তবে কি করিয়া তোমাকে পরিতুষ্ট করিব তাহা বল তোমার আজ্ঞা হইলে আমি সকলি করিতে পারি অনুমতি কর এই রাত্রির মধ্যেই এই মহা নগরকে শ্মশান করি তুমি কল্য প্রাতে উঠিয়া দেখিবা যে এই স্থানে ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তু এবং কাল পেচা ও দাঁড় কাক ডাকিতেছে, মনুষ্য এক প্রাণীও নাই। রাণী এই কথা বলিতে২ আমি যে স্থানে লুককায়িত ছিলাম সে স্থান পর্য্যন্ত আইল। আমার অগ্রবর্ত্তি ও আয়ত্তাধীন হইবামাত্র খড়গ দ্বারা পুরুষটকে এমত আঘাত করিলাম যে সে একেবারে ধরাবলুণ্ঠিত হইল তাহাতে অনুমান করিলাম যে ইহার জীবনান্ত হইয়াছে, অতএব তথা হইতে অন্তরিত হইলাম। রাণী উপপতির এই গতি দেখিয়া মহাশোকে ক্রন্দন করিতে লাগিল, কিন্তু জাদুবিদ্যা দ্বারা তাহার প্রাণ পুরুষকে দেহ ত্যাগ করিতে না দিয়া এমত প্রকারে বাচাঁইয়া রাখিল যে তাহাকে না জীবিত না মৃত বলা যায়। অনন্তর আমি শয্যাগারে আসিয়া শয়ন করিয়া থাকিলাম আর ঐ নরাধমকে সংহার করিয়াছি এই আহ্লাদে উত্তম রূপে নিদ্রা গেলাম। প্রত্যূষে নিদ্রা ভঙ্গ হইলে দেখিলাম রাণী পার্শ্বে শয়ন করিয়া আছে সে নিদ্রিতাবস্থাতে ছিল কিনা তাহা বলিতে পারিনা, কিন্তু আমি তাহাকে কোন কথা না বলিয়া শয্যা হইতে উঠিয়া আপন বেশাগারে যাইয়া বস্ত্রাদি পরিধান করিলাম তৎপরে বিচার কালে বিচারাসনে বসিলাম, তথা হইতে অন্তঃপুরে আসিয়া দেখি যে রাণী শোক বস্ত্র পরিধৃতা হইয়া আছে। সে আমাকে দেখিয়া কহিল হে রাজন আমার এই অবস্থা দেখিয়া আপনি চমৎকৃত হইবেন না আমি একেবারে তিনটি অমঙ্গল সংবাদ পাইয়াছি

তাহাতেই শোকে ব্যাকুল আছি। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম যে প্রিয়ে সে কি কুসম্বাদ। রাণী উত্তর করিল যে আমার প্রাণাধিক জননী ও জনক ও আমার একটি সহোদর লোকান্তরগত হইয়াছে। আমি বলিলাম হে প্রিয়ে এইরূপ শোক করাতে আমি তোমাকে নিন্দা করিনা বরং ঐ শোকে আমিও শোকাকুল জানিবা। তদনন্তর ঐরূপ শোকে এক বৎসর অতীত হইল। তৎপরে রাণী এক দিবস কহিল যে এই রাজবাটীর সীমার মধ্যে আমি এক গোরস্থান নির্ম্মাণ করিব আপনাকে তাহার অনুমতি দিতে হইবেক, এবং আমি যে পর্য্যন্ত প্রাণধারণ করিব সেই পর্য্যন্ত সেইস্থানে বাস করিব। আমি তাহাতে তৎক্ষণাৎ অনুমতি দিলাম, তাহাতে রাণী একটা অপূর্ব্ব পুরী নির্ম্মাণ করিয়া শোকাগার নাম দিয়া সেই স্থানে আপন উপপতিকে আনিয়া রাখিল, কিন্তু জাদুবিদ্যায় নিপুণা হইয়াও তাহাকে আরোগ্য করিতে পারিল না, ঐ ব্যক্তি চলৎশক্তি ও বাক্ শক্তি রহিত হইয়া আছে, এবং দেহে আত্মা আছে কি না তাহাও লক্ষণে জানাযায় না। রাণী প্রতিদিবস তাহার নিকটে দুইবার যাইত, আমি ইহার তাবৎ সম্বাদ পাইতাম, কিন্তু কিছুই জানি না এইরূপ ছল করিয়া থাকিতাম। পরে ঐ শোকাগারে যাইয়া রাণী কি করে তাহা দেখিবার জন্য একদিবস আমি সেথায় গিয়া লুক্কায়িত ভাবে রহিলাম। রাণী আসিয়া আপন উপপতিকে এইরূপ বলিতে লাগিল হে প্রাণেশ্বর আমি তোমাকে এতদবস্থায় দেখিয়া অত্যন্ত দুঃখ পাইতেছি, আর তুমি যে যন্ত্রণা ভোগ করিতেছ তাহাও বুঝিতে না পারি এমত নহে, কিন্তু হে প্রাণনাথ আমি তোমার সঙ্গে কথা কহি তুমি কোন উত্তর কর না এমন মৌনী হইয়া কত কাল থাকিবে একটি কথা কহিয়া আমার প্রাণ শীতল কর। রাণীর কাফরির প্রতি এতাদৃশ অনুরাগ ও ভক্তি দেখিয়া আমি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইলাম। পরে আমি প্রকাশিত হইয়া ঐ গোরস্থানকে সম্বোধন করিয়া কহিলাম, হে গোর তোমার অন্তঃকরণ এমত কঠিন কেন, তুমি একেবারে দুই ফাঁক হইয়া এই স্ত্রী ও পুরুষকে উদ-

যুক্ত কর। আমি এই কথা বলিবা মাত্র রাণী একেবারে হুতাশনের ন্যায় হইয়া আমাকে বলিল ওরে নিষ্ঠুর তুই আমার সকল যন্ত্রণার মূল হইয়াছিস. আমি তাহা জানি না এমত বোধ করিস না। আমি উত্তর করিলাম যে হাঁ আমি ঐ পাপিষ্ঠাকে সমুচিত শাস্তি দিয়াছি, তোকেও ঐ রূপ প্রতিফল দেওয়া উচিত এইকথা বলিয়া খড়্গ উত্তোলন করিয়া তাহাকে নষ্ট করিতে উদ্যত হইলে রাণী খড়্গ ধারণ পূর্ব্বক ঈষৎ হাসিয়া কহিল হে রাজন ক্রোধ সম্বরণ কর, এই কথা বলিতেং মায়ামন্ত্র পাঠ করিয়া আমাকে কহিল তুই অর্দ্ধেক মনুষ্য ও অর্দ্ধেক পাষাণ হইয়া থাক ইহা বলিবা মাত্র আমি এইপ্রকার অর্দ্ধ মনুষ্য ও অর্দ্ধ পাষাণ হইয়াছি জীবন থাকিতেও মৃত তুল্য হইয়াছি ঐ কুলটা রাণী আমাকে এই গৃহে এইরূপ রূপান্তর করিয়া আনিয়া রাখিল, এবং মায়াবিদ্যা দ্বারা মহা নগরকে অরণ্য করিল। যেস্থানে রাজধানী ছিল তথায় পুষ্করিণী হইয়াছে, আর ঐ পুষ্করিণীতে যে চারিবর্ণের মৎস্য দেখিয়াছ তাহা এতদ্দেশীয় চারি জাতি অর্থাৎ মুসলমানেরা শুক্ল, পারশ্যেরা রক্ত, খ্রীষ্টিয়ানেরা কৃষ্ণবর্ণ ও ইহুদী জাতিরা হরিৎ বর্ণ হইয়াছে। আর যে চারিটা উপদ্বীপের নামে এই রাজ্য খ্যাত ছিল তাহা চারিটা পাহাড় হইয়াছে। এইরূপে রাজ্য ছিন্নভিন্ন করিয়া এবং আমাকে এইরূপ রূপান্তর করিয়াও ঐ কুহকিনী ক্ষান্ত না হইয়া প্রত্যহ এই স্থানে আসিয়া আমার পৃষ্ঠদেশে একশত বেত্রাঘাত করে তাহাতে শরীর শোণিতময় হইলে ছাগলোমের একখান জঘন্য বস্ত্র ঢাকা দিয়া তাহার উপর এই রাজ পরিচ্ছদ আচ্ছাদন করে ইহাতে সে আমার মর্য্যাদা করে এমত অভিপ্রায় নহে কেবল সঙ্গের ন্যায় সাজাইয়া রাখে।

এই কথা বলিতেং যুবরাজের অশ্রুধারা বহিতে লাগিল, তদ্দৃষ্টে রাজা এমত আর্দ্র চিত্ত হইলেন যে অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত কিছুই উত্তর করিতে পারিলেন না, পরে কিঞ্চিৎ সুস্থির হইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, যে ঐ বিশ্বাসঘাতিনী কুহকিনী কোন স্থানে যায় এবং যে পাপিষ্ঠের প্রতি তাহার এত স্নেহ

সে কোথায়। যুবরাজ উত্তর করিলেন যে ক্রন্দনাগারের কথা বলিয়াছি সেই স্থানে রাণী আপন উপপতি সেই ব্যক্তিকে রাখিয়াছে কিন্তু রাণী স্বয়ং কোথায় থাকে বিশেষ বলিতে পারি না, এখানে প্রত্যহ আসিয়া আমাকে পশুবৎ প্রহার করিয়া পূর্ব্বোক্ত শোকাগারে গমন করে এবং উপপতিকে কি চমৎকার সামগ্রী পান করায় তদ্দ্বারা তাহার আত্মা শরীর হইতে নির্গত হইতে পারে না। রাজা এই সকল বৃত্তান্ত শুনিয়া বিস্তর খেদ করিয়া বলিলেন হে যুবরাজ তোমার যন্ত্রণার কথা সকল শুনিয়া আমি যে পর্য্যন্ত দুঃখিত হইলাম তাহা বলিয়া জানাইতে পারি না, অতএব ঐ কুহকিনীর সমুচিত দণ্ড করা অতি কর্ত্তব্য এবং আমার দ্বারা যদি তাহা হয় তবে অবশ্য করিব। রাজা এইরূপ কথোপকথন করিয়া আপনার পরিচয় ও যদর্থে ঐ স্থানে আগমন তাহার বিবরণ কহিলেন এবং ঐ কুহকিনীকে দণ্ড করিবার একটা পরামর্শ স্থির করিয়া সে দিবস তথায় বিশ্রাম করিলেন। যুবরাজের নিত্য যে রূপ অনিদ্রায় নিশা ক্ষেপণ হইত সে রাত্রিও সেইরূপে গেল। পরদিন প্রত্যূষে রাজা ঐ ক্রন্দনাগারের অন্বেষণপূর্ব্বক তথায় গিয়া দেখিলেন যে সে স্থানে অনেক মশাল জ্বলিতেছে এবং কএকটা স্বর্ণের সিন্দুক রহিয়াছে তাহার ভিতর হইতে সুগন্ধ বাহির হইয়া সকল ঘর সৌরভময় করিতেছে, আর কাফরি পুরুষটা এক উত্তম শয্যাতে শয়ন করিয়া আছে। রাজা ঐ কাফরিকে তৎক্ষণাৎ নষ্ট করিয়া তাহার শব নিকটস্থ একটা কূপে নিক্ষেপ করিলেন। পরে কাফরির শয্যাতে সে যে প্রকার বস্ত্রাদিতে আচ্ছাদিত হইয়া শয়ন করিয়াছিল সেই প্রকার করিয়া আপনি শয়ন করিয়া থাকিলেন, এবং খড়্গ খানা বস্ত্রের মধ্যে লুক্কায়িত রাখিলেন। ক্ষণেক কাল পরে মায়াবিদ্যা নিপুণা সেই কুহকিনী রাণী ঐ পুরীতে যাইয়া আপন স্বামির কুঠরীতে প্রবেশ পূর্ব্বক তাহাকে নগ্ন করিয়া নির্দ্দয়ে প্রহার করিতে লাগিল এবং যুবরাজের ক্রন্দন ধ্বনিতে সকল বাটী বিদীর্ণ প্রায় হইল। পরে ঐ কুহকিনী ক্রন্দনাগারে আসিয়া পূর্ব্বৎ রোদন করিতেং পালঙ্কে উপপতি আছে

হাকে এইরূপ বলিতে লাগিল হে প্রাণেশ্বর তুমি কি চিরকাল এইরূপ মৌনী হইয়া থাকিবা, আমি তোমাকে বিনতি করিতেছি আমার সঙ্গে একটা কথা কহ। ঐ কথা শুনিয়া রাজা মৃদুস্বরে কহিলেন যে পরমেশ্বর সর্ব্বশক্তিমান্ তদ্ব্যতীত আর কাহার কিছু করিবার সাধ্য নাই। কুহকিনী কথা মাত্র শুনিয়া আহ্লাদে হর্ষধ্বনি পূর্ব্বক উত্তর করিল যে হে প্রাণেশ্বর এই কথা কি তোমার বদন হইতে নির্গত হইল আর এই কথা কি তুমি আমাকে বলিলে। রাজা কহিলেন ওরে দুশ্চারিণী, তোর সঙ্গে বাক্য আলাপ করি তুই কি তাহার যোগ্য পাত্রী। রাণী বলিল আপনি আমাকে ভৎর্সনা করিতেছেন কেন। রাজা বলিলেন তোর স্বামিকে তুই নিত্য নিষ্ঠুরতারূপে প্রহার করিস তাহাতে তাহার দীর্ঘ নিশ্বাস ও চীৎকারে দিবা রাত্রিমধ্যে আমার একবার নিদ্রা হয় না, তাহাকে যে প্রকার মায়াচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছিস যদি তাহা ঘুচাইয়া দিতিস তবে অনেক কাল আমার রোগ মুক্ত হইত অতএব আমি তোর সঙ্গে আর বাক্য আলাপ করিতে চাহি না। কুহকিনী বলিল যদ্যপি আমার স্বামিকে মুক্ত করিলে তোমার অন্তঃকরণ সুস্থ থাকে তবে আজ্ঞা মাত্রে তাহা করিতে প্রস্তুত আছি। রাজা বলিলেন তবে এই দণ্ডে তাহাকে মনুষ্য করিয়া দিয়া আয় তাহার চীৎকারে আমি এক মুহূর্ত্ত কাল সুখী নহি। এই কথা শুনিয়া রাণী একটা পাত্রে জল লইয়া মন্ত্র পাঠ আরম্ভ করিল ঐ মন্ত্র উচ্চারণে জল ফুটিতে লাগিল, পরে ঐ জল পাত্র লইয়া স্বীয় স্বামী যে স্থানে ছিল সেই স্থানে গিয়া তাহার শরীরে সেই জল প্রোক্ষণ করত বলিল পরমেশ্বর যদ্যপি তোকে এইরূপ কলেবর দিয়া থাকেন তবে এই রূপই থাক নতুবা যদি মনুষ্য হইস্ তবে আপনার স্বাভাবিক রূপ ধারণ কর। এই কথা বলিবা মাত্রে যুবরাজ আপনার স্বাভাবিকাকার প্রাপ্ত হইয়া গাত্রোত্থান পূর্ব্বক পরমেশ্বরের ধন্যবাদ করিতে লাগিলেন। রাণী কহিল ওরে নরাধম তুই এখান হইতে এখনি প্রস্থান কর, আর এই পুরীতে কখন পদার্পণ করিস না, করিলে নিশ্চয় মরিবি। যুবরাজ কোন উত্তর না করিয়া ঐ দণ্ডে সে

স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। পরে রাণী পুনর্ব্বার সেই ক্রন্দনাগারে যাইয়া উপপতি বোধে রাজাকে কহিল হে প্রাণেশ্বর আমি তোমার আজ্ঞা পালন করিয়াছি। রাজা সেই প্রকার মৃদুস্বরে বলিলেন তুই যাহা সম্প্রতি করিলি তাহাতে আমার রোগ সম্যক প্রকারে আরোগ্য হইতে পারে না, আমার রোগের আর২ মূল আছে তাহা উচ্ছেদ করিতে হইবে। রাণী বলিল হে প্রাণ প্রিয় ঐ সকল মূল কি বল। রাজা বলিলেন ওরে নরাধমা তুই জানিস না যে নগর ও নগর বাসি গণকে রূপান্তর করিয়াছিস সে সকলও যে আমার রোগের মূল, আর ঐ পুষ্করিণীতে যে সকল মৎস্য আছে তাহারা অর্দ্ধ রাত্রি সময়ে জল হইতে মস্তক উঠাইয়া অভিসম্পাত করে, তুই এখনি যাইয়া পূর্ব্বে যে যেমন ছিল তাহাকে সেই রূপ করিয়া দে, তাহা হইলে তোকে পুনর্ব্বার পাণি দান করিব আর আমার রোগ মুক্ত হইবেক। মায়াবিনী এই সকল কথাতে আহ্লাদ পরিপূর্ণা হইয়া কহিল হে প্রিয় তাহার চিন্তা কি, এখনি করিতেছি এই কথা বলিয়া ঐ পুষ্করিণীতে যাইয়া এক গণ্ডূষ জল লইয়া মায়া মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক ঐ জল গণ্ডূষে তাবৎ স্থান অভ্যুক্ষণ করিল তাহাতে মুহূর্ত্তেকের মধ্যে ঘর দোকান ইত্যাদি সকল স্থান মনুষ্যে পরিপূর্ণ হইল এবং সকলে স্বাভাবিকাবস্থা প্রাপ্ত হইল। তৎপরে রাণী সুখাভিলাষিণী হইয়া ঐ শোকাগারে আসিয়া আহ্লাদে গদগদ হইয়া বলিল হে প্রিয় কান্ত তোমার তাবৎ আজ্ঞা পালন করিয়া আসিলাম, এক্ষণে তুমি গাত্রোত্থান পূর্ব্বক আমাকে পাণিদান কর। রাজা বলিলেন তবে নিকটে আইস, তাহাতে রাণী তখনি শয্যার নিকটে গেলে রাজা বলিলেন আরো নিকটে আইস। রাণী শয্যার অব্যবহিত নিকট বর্ত্তিনী হইবা মাত্র রাজা উঠিয়া অকস্মাৎ এমতভাবে তাহার বাহু আকর্ষণ করিলেন যে তিনি কে রাণী তাহা জানিবার সময় না পাইতে২ রাজা খড়্গ দ্বারা তাহাকে দুই খণ্ড করিয়া ফেলিলেন। পরে তাহাকে তথায় তদবস্থায় রাখিয়া যুবরাজের অন্বেষণে গেলেন, এবং তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলে আলি-

দন করিয়া কহিলেন যে আর চিন্তা নাই তোমার নিষ্ঠুর শত্রু মরিয়াছে। যুবরাজ রাজাকে নমস্কার করিয়া আপনার কৃতজ্ঞতা বিশেষ রূপে জানাইলেন। নৃপতি বলিলেন এখন তবে তুমি স্বচ্ছন্দে রাজ্য ভোগ কর, আমি আপনকার প্রতিবাসী, আমার রাজ্যে কখনং গমন করিও। যুবরাজ বলিলেন আপনার রাজ্য এই রাজ্যের সন্নিকট, ইহা আপনি কিরূপে বিবেচনা করিয়াছেন। রাজা উত্তর করিলেন যে আমার রাজ্য এখান হইতে চারি পাঁচ ঘণ্টার পথ হইবে অধিক নহে। যুবরাজ বলিলেন আপনকার রাজ্য এখান হইতে এক বৎসরের পথ হইবে, আপনি সে স্থান হইতে চারি পাঁচ ঘণ্টার মধ্যে আসিয়া থাকিবেন তাহার সন্দেহ নাই কিন্তু মায়া বিদ্যা দ্বারা তখন এই রাজ্য নিকটবর্ত্তী ছিল এক্ষণে তাহা নাই, যাহা হউক আপনার রাজ্য যদিও পৃথিবীর প্রান্তভাগে হউক তথাপি আমি আপনার সঙ্গে গমন করিব। তদনন্তর যুবরাজ যাত্রার আয়োজন করিতে লাগিলেন। যুবরাজ সেস্থান হইতে গমন করিবেন ইহা শুনিয়া প্রজা সমস্ত অত্যন্ত শোকাকুল হইল। রাজনন্দন তাহাদের শোক নিবারণার্থ আপনার এক জ্ঞাতি ভ্রাতাকে রাজ্য প্রদান করিয়া সমারোহ পূর্ব্বক আপন উদ্ধারকারি রাজার সঙ্গে যাত্রা করিলেন পথে কোন বিঘ্ন হইল না। রাজা কএক জন সভাসদকে সম্বাদ লইয়া অগ্রে প্রেরণ করিয়াছিলেন অতএব আপনি নগরের নিকটস্থ হইবামাত্র রাজসভাস্থ প্রধানং সভ্যেরা অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে লইতে আসিলেন এবং তাবৎ নগরস্থ লোকে অত্যন্ত হর্ষধ্বনি পূর্ব্বক রাজাকে দেখিতে লাগিলেন। রাজা প্রত্যাগত হইয়া সভাসদ্গণকে ভ্রমণের তাবৎ বৃত্তান্ত কহিলেন আর কাল উপদ্বীপের যুবরাজকে পোষ্যপুত্র করিবেন তাহাও জানাইলেন। তদনন্তর যে রাজ সভ্যেরা তাঁহার অবর্ত্তমানে রাজকর্ম্ম সমাধা করিয়াছিলেন তাহারদিগকে যথোচিত পুরস্কার প্রদান করিয়া ঐ যুবরাজের মুক্তির মূল যে ধীবর তাহাকে এমত সম্পত্তি দান করিলেন যে সে দুরবস্থা হইতে মুক্তহইয়া পুত্র পৌত্রাদি ক্রমে সুখে কালযাপন করিতে লাগিল।

তিনফকির যাঁহারা পূর্ব্বে রাজপুত্র ছিলেন তাঁহারদিগের এবং বোগদাদ নগরস্থ তিন রমণীর কথা ॥

হারুণঅলরশীদ রাজার রাজ্য কালে বোগদাদ নগরে এক জন মুটিয়া ছিল সে যদিও জঘন্য বৃত্তি দ্বারা আপনার জীবিকা নির্ব্বাহ করিত তথাপি অরসিক অথবা নির্ব্বোধ ছিল না। এক দিবস সে চাঙ্গারি হস্তে করিয়া বাজারে দাঁড়াইয়া আছে এমত সময়ে বসনাবৃত্তবদনা এক নারী আসিয়া বলিল মুটিয়া২ তুই ঝুড়ি লইয়া আমার সঙ্গে আয়, আমি তোকে মোট দিতেছি। মুটিয়া তৎক্ষণাৎ ঝুড়ি লইয়া সেই নারীর পশ্চাৎ২ চলিল আর মনে করিল অদ্য আমার রজনী সুপ্রভাতা। রমণী তাহাকে কতক দূর সঙ্গে করিয়া লইয়া এক বাটীর দ্বারে উপস্থিত হইয়া দ্বারে আঘাত করিল। তাহাতে এক জন খ্রীষ্টীয়ান বাহিরে আসিল। নারী তাহাকে কয়েকটী মুদ্রা দিলে সে ব্যক্তি বাটীর মধ্যে যাইয়া এক কলস মদ্য আনিয়া দিল। নারী মুটিয়ার মস্তকে সেই কলস দিয়া তাহাকে সঙ্গে করিয়া অগ্রে২ গিয়া বাজার হইতে ফল মূল মসলা ও মিষ্টান্ন ক্রয় করিয়া সেই বাহকের মস্তকে দিয়া একটা বৃহৎ বাটীর দ্বারে গিয়া উপস্থিত হইল। সে বাটীর দ্বারে করাঘাত করাতে একটী রমণী আসিয়া দ্বার খুলিয়া দিল। মোট বাহক সেই রমণীকে দেখিয়া এমত চঞ্চলচিত্ত হইল যে আহ্লাদে মোট ফেলিয়া দেয় এমন প্রকরণ হইল। যে নারী মুটিয়ার সঙ্গে আসিয়া ছিল সে এই রঙ্গ দেখিতে লাগিল আর যে দ্বার খুলিয়া দিল সে কহিল ভগ্নি দ্বার খুলিয়াছি ভিতরে আইস, গরিব বেচারা মোট মাথায় করিয়া কত ক্ষণ দাঁড়াইয়া থাকিবে। ইহাতে ঐ নারী মুটিয়াকে লইয়া বাটীতে প্রবেশ করত দ্বার রুদ্ধ করিয়া তিন জনে ভিতরে গেল। বাটীর মধ্যস্থল অতি সুন্দর এবং পরস্পর ঘরে২ যোগ আছে এবং সকল ঘর অতি সুসজ্জিত। মুটিয়া তাহা দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইল। একটা ঘরের মধ্যে চারিটা কাষ্ঠের

এক সিংহাসনে পরম রূপবতী ষোড়শ বর্ষীয়া যুবতী এক রমণীকে দেখিয়া মুটিয়া একেবারে মোহিত হইল। ঐ যুবতী দুই রমণীর আগমনে সিংহাসন হইতে নামিয়া নিকটে গেল। ঐ রূপবতী বাটীর প্রধানা ছিল, তাহার নাম জোবেদী, যে নারী দ্বার খুলিয়া দিল তাহার নাম সাফী, যে খাদ্য দ্রব্য ক্রয় করিতে গিয়াছিল তাহার নাম আমিনী। জোবেদী ঐ দুই নারীকে কহিলেন হে ভগ্নীগণ এই ভাল মানুষ মোট মাথায় করিয়া রহিল তোমরা মোট কেন নামাইতেছ না। একথায় আমিনী ও সাফী তখনি ধরাধরি করিয়া মোট নামাইল এবং জোবেদীও তাহাতে সহায়তা করিল। পরে আমিনী চাঙ্গারি হইতে দ্রব্যাদি তুলিয়া লইয়া মুটিয়াকে কয়েকটী টাকা দিয়া বিদায় করিল। মুটিয়া টাকা পাইয়া সন্তুষ্ট হইল বটে, কিন্তু কামিনীগণের রূপ লাবণ্য সন্দর্শনে অত্যন্ত বিমুগ্ধ চিত্ত হওয়াতে অন্যত্র গমনার্থ পাদ নিক্ষেপ করিতে একেবারে অক্ষম হইল। জোবেদী মনে করিল মুটিয়া বিশ্রামের জন্য দাঁড়াইয়া আছে কিন্তু যখন দেখিল যে সেখান হইতে অন্যত্র যাইতে চাহে না তখন আমিনীকে কহিল যে ইহাকে যাহা দিয়াছ বুঝি তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া থাকিবেক অতএব আর কিঞ্চিৎ দিয়া বিদায় কর। বাহক বলিল হে সুন্দরীগণ আমি যাহা পাইয়াছি তাহাতেই সন্তুষ্ট হইয়া যাইতাম, কিন্তু আপনারা এমন পরম রূপবতী অথচ এখানে পুরুষ মাত্র নাই, আমি ইহাই ভাবিতেছি, আপনারা জানেন যুবতী বিনা পুরুষের সংসর্গ যেমন শুষ্ক, স্ত্রী লোকের মধ্যে পুরুষ না থাকিলেও তেমন। একথা শুনিয়া সকলে মহা হাস্য করিতে লাগিল এবং জোবেদী বলিল ওহে বন্ধু তোমাকে বড় সাহসিক দেখিতেছি কিন্তু তোমাকে আমারদিগের পরিচয় অধিক কি দিব সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ বলি। আমরা তিন সহোদরা, আমারদিগের কার্য্য কর্ম্ম অতি গোপনে সমাধা করিতে হয়, এনিমিত্ত পুরুষের সঙ্গে সংসর্গ রাখি না। মুটিয়া বলিল তোমরা যে সদ্গুণ বিশিষ্টা তাহা আমি আকারেই বুঝিয়াছি, আমি ইতর ব্যবসায়ী বটি কিন্তু আমার লেখা পড়া বোধ নাই এমত বিবেচনা করিবেন না, ইতিহাস ও বিজ্ঞান শাস্ত্র

আলোচনা করিয়া আমি আপনার অন্তঃকরণের মলিনতা দূর করিয়াছি, আর আমার এই মহৎ গুণ আছে যে যদি আমাকে কেহ কোন কথা বিশ্বাস করিয়া বলেন তবে আমার দ্বারা তাহা কখন প্রকাশ পায় না, সিন্দুকের মধ্যে কোন দ্রব্য চাবি দিয়া রাখিলে যেমন অপ্রকাশ থাকে আমার অন্তঃকরণের মধ্যে সে কথা সেই রূপ থাকে। বাহক এইরূপ বক্তৃতা ও রসিকতা করিতে লাগিল তথাপি জোবেদী তাহাকে বিদায় করিয়া দিতেছিল, কিন্তু আমিনী অনেক অনুরোধ করিয়া তাহাকে তথায় রাখিল। পরে জোবেদী কহিল ওহে বন্ধু তোমাকে থাকিতে দিলাম বটে কিন্তু সাবধান আমরা যাহা করি তাহা প্রকাশ করিতে পারিবা না আর ভদ্র মনুষ্যের ন্যায় ব্যবহারাদি করিও। তদনন্তর আমিনী পূর্ব্বকার বেশ ত্যাগ করিয়া সামান্য বেশে ভোজনের আয়োজন করিতে লাগিল, এবং যে মদ্য ক্রয় করিয়া আনিয়াছিল তাহা নিকটে রাখিয়া তিনজনে ভোজন করিতে বসিয়া বাহককেও সেই আসনে বসাইল। পরে ভোজন করিতে২ আমিনী বোতল হইতে মদ্য ঢালিয়া প্রথমত আপনি পান করিয়া দুই ভগিনীকে দিয়া পরিশেষে মুটিয়াকেও এক পাত্র দিল। মুটিয়া তাহাতে অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়া আমিনীর হস্ত চুম্বন পূর্ব্বক একেবারে গান করিয়া উঠিল পরে ঐ সুরা পান করিল। অনন্তর আহারের সময় আহ্লাদ ও আমোদে ক্ষেপণ হইলে দিবাবসানে জোবেদী মুটিয়াকে বলিল এখন তুমি এখান হইতে গমন কর, রজনী আগতা হইল। তাহাতে বাহক কহিল হে সুন্দরি, আমাকে এখন কোথায় যাইতে বলেন আপনারদিগের সৌন্দর্য্য দেখিয়া আমার অন্তঃকরণ একে অধৈর্য্য হইয়াছে আবার মদ্যপানে বাহ্য জ্ঞান হত হইয়াছি ইহাতে এখন যদ্যপি গমন করি তবে বাটী অন্বেষণ করিয়া লইতে পারিব না, অতএব অদ্য এই বাটীর মধ্যে আমাকে একটুকু স্থান দান করুন সেই খানে রাত্রিতে শয়ন করিয়া থাকিব, প্রত্যূষে উঠিয়া প্রস্থান করিব, কিন্তু আপনারা জানিবেন প্রস্থান করিলেও আমার অন্তঃকরণ এস্থানে থাকিবে। মুটিয়ার এইরূপ ভাব দেখিয়া আমিনী পুনর্ব্বার অনুরোধ করিল যে মুটিয়া সে রাত্রি

সেখানে থাকে। জোবেদী তাহাতে সম্মতি দিয়া বলিল ভাল তবে তোমাকে আমরা এখানে থাকিতে স্থান দিলাম কিন্তু তুমি অঙ্গীকার কর যে এখানে যে কিছু দেখিবে তাহাতে কোন প্রশ্ন অথবা কোন কথা কহিবা না, যদ্যপি কর তবে তোমার অমঙ্গল ঘটিবেক ইহা অগ্রে বলিয়া রাখিলাম। মুটিয়া কহিল যে আজ্ঞা, আমি কোন বিষয়ে কোন কথা কহিব না ঃ এইরূপ কথা বার্ত্তার পর রাত্রে ভোজনের আয়োজন করিয়া তিন রমণী ঐ বাহককে লইয়া আহার করিতে বসিল, আহার করিতে২ মদ্য পান ও গান করত মুটিয়াকে লইয়া কৌতুকাদি করিতেছে এমন সময়ে যেন কেহ দ্বারে আঘাত করিতেছে এমত শব্দ হইল তাহাতে সকলের অনুমতি ক্রমে সাফী দ্বার মুক্ত করিতে গিয়া কিঞ্চিৎ পরেই আসিয়া বলিল যে অদ্য রাত্রি বড় আহ্লাদে যাইবে এমত বোধ হইতেছে কেননা দেখিলাম দ্বারে তিন জন ফকির উপস্থিত আছে, তাহারদিগের মস্তক ও ভ্রূ ও দাড়ি মুণ্ডিত আর প্রত্যেকের দক্ষিণ চক্ষু অন্ধ, অপর ঐ ফকিরেরা আমাকে কহিল যে তাহারা অদ্যাই বোগদাদে আসিয়াছে কোথাও স্থান না পাওয়াতে এইখানে বাসের নিমিত্তে কিঞ্চিৎ স্থান প্রার্থনা করিতেছে, অতএব আমি তোমারদিগকে জিজ্ঞাসা করিতে আইলাম, তোমারদিগের কি অভিপ্রায় হয়। জোবেদী ও আমিনা প্রথমত অসম্মত হইলেও সাফীর অনুরোধ লঙ্ঘন করিতে না পারিয়া বলিল ভাল তবে তাহারদিগকে আনায়ন কর, কিন্তু তাহারদিগকে অগ্রে সাবধান করিয়া দিও যে এখানে যে২ কর্ম্ম কাণ্ড দেখিবে তাহাতে কোন কথা না কহে। সাফী এই কথা শুনিয়া ফকিরদিগকে আনয়ন করিতে গেল এবং কিঞ্চিৎ পরেই ঐ তিন জন ফকিরকে সঙ্গে লইয়া আসিল। ফকিরেরা আসিয়া রমণীদিগকে সম্মান পূর্ব্বক নমস্কার করিল, এবং রমণীরাও উঠিয়া তাহারদিগকে সমাদর পূর্ব্বক অভ্যর্থনা করত একত্র ভোজন করিতে লাগিল। ভোজনান্তে ফকিরেরা কহিল যে গান বাদ্য দ্বারা তোমারদিগকে তুষ্ট করি এমত আমারদিগের বাঞ্ছা, অতএব যদ্যপি এস্থানে কোন বাদ্য যন্ত্র থাকে তবে আমারদিগকে আনিয়া দেও। সাফী ঐ কথা শুনিয়া তৎক্ষণাৎ

দুইটা বাঁশী ও এক যোড়া তবলা আনিয়া দিল। ফকিরেরা প্রত্যেকে এক২ যন্ত্র লইয়া বাদ্য আরম্ভ করিল, এবং রমণীরাও ঐ সঙ্গে সঙ্গীত করিতে প্রবৃত্ত হইল। পরে যৎকালে গান বাদ্যে সকলে মোহিত হইল তখন দ্বারে আঘাত হইতে লাগিল সাফী তাহা শুনিয়া গানে ভঙ্গ দিয়া কে আসিয়াছে বলিয়া দেখিতে গেল।

সহরজাদী বলিতেছেন মহারাজ এত রাত্রে ঐ বাটীর দ্বারে আঘাত কি জন্য হইল তাহার বৃত্তান্ত শ্রবণ করুন। হারুন আল রসিদ রাজার এই নিয়ম ছিল যে রাজ্যের মধ্যে প্রজারা কে কি করে এবং কোথায় কি হয় তাহা দেখিবার জন্য স্বয়ং ছদ্মবেশে রাত্রিযোগে ভ্রমণ করিতেন। ঐ রাত্রিতে রাজা জাফর নামক প্রধান মন্ত্রি এবং মস্রুর নামক রাজবাটীর প্রধান খোজা সমভিব্যাহারে সদাগরের বেশধারণ পূর্ব্বক ঐ পথ দিয়া গমন করিতে ছিলেন, হঠাৎ ঐ বাটীতে বাদ্যধ্বনি ও হাস্য পরিহাসের কলরব শুনিয়া মন্ত্রিকে আজ্ঞা করিলেন যে এই বাটীতে কি হইতেছে তাহা দেখিতে হইবেক অতএব দ্বারে আঘাত কর। মন্ত্রী বলিল মহারাজ বাটীর স্ত্রীলোকেরা মদ্য পানাদি করিয়া গান বাদ্য করিতেছে আপনি তাহা কি দেখিবেন অধিকন্তু এখন তাহারা মত্ততাবস্থায় আছে, কি জানি, যদি কোন প্রকারে আপনার অপমান করে তবে লজ্জার বিষয় হইবে, অপিচ এখন অধিক রাত্রি হয় নাই অতএব এসময় গানবাদ্য করণের নিষেধও হইতে পারে না। রাজা সে কথা না শুনিয়া দ্বারাঘাত করিতে পুনঃ২ বলিতে লাগিলেন। মন্ত্রী কি করেন রাজাজ্ঞা প্রযুক্ত দ্বারে আঘাত করিতে আরম্ভ করিলেন। তাহাতে সাফী আসিয়া দ্বার মুক্ত করিয়া পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে মন্ত্রী বলিল যে আমরা তিন জন মসল দেশস্থ সদাগর, এদেশে সম্প্রতি আসিয়াছি, অদ্য এক সাধুর গৃহে নিমন্ত্রণে গিয়া আহারাদির পর নৃত্য গীত শ্রবণ করিতেছিলাম হঠাৎ ধুমধাম দেখিয়া রাত্রি পালেরা সেই গৃহে প্রবেশ করত নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণকে বন্ধন করিতে লাগিল, আমরা তাহা দেখিয়া প্রাচীর উল্ল-

ত্রুন পূর্ব্বক পলাইয়া আসিয়াছি, কিন্তু এদেশের পথ ঘাট ভাল জানি না, বিশেষত এখন পর্য্যন্ত মদিরার মত্ততার লাঘব হয় নাই এই জন্য বাসায় যাইতে পারিব কি না এই সন্দেহে, অথবা পুনর্ব্বার আর কোন দস্যু হস্তে পাছে পতিত হই এই ভয়ে তোমারদিগকে জাগ্রৎ দেখিয়া দ্বার ঠেলিলাম, তোমরা কৃপা করিয়া অদ্য রাত্রির নিমিত্ত যদ্যপি স্থান দান কর তবে আমরা কৃতার্থ হই। সাকী বলিল আমি বাটীর কর্ত্রী নহি, তোমরা মুহূর্ত্তেক বিলম্ব কর, আমি কর্ত্রী ঠাকুরাণীকে একথা জিজ্ঞাসা করিয়া আসি। ইহা বলিয়া ভগ্নী দিগের নিকট যাইয়া সমস্ত বিবরণ কহিল। জোবেদী ও আমিনী ক্ষণেক কাল বিবেচনার পর সরল স্বভাব প্রযুক্ত বিশেষত ফকির দিগকে আসিতে দিয়াছে এজন্য তাহারদিগকেও আসিবার অনুমতি দিল। পরে রাজা মন্ত্রী ও খোজা ঐ স্থানে আনীত হইলে তাঁহারা যুবতি ও ফকির দিগকে সম্মান পূর্ব্বক নমস্কার করিলেন। রমণীরাও তাঁহারদিগের যথেষ্ট সমাদর করিল। অনন্তর জোবেদী বলিল তোমরা আসিয়াছ বড় আহ্লাদের বিষয় হইল কিন্তু তোমারদিগকে একটী কর্ম্ম করিতে হইবেক। মন্ত্রী জিজ্ঞাসিল তাহা কি। জোবেদী উত্তর করিল যে চক্ষের দ্বারা যে কর্ম্ম হয় তাহাই তোমরা এখানে করিতে পারিবা কিন্তু জিহ্বার সঙ্গে সম্পর্ক রাখিতে পারিবা না, অর্থাৎ যাহা দেখিবে তাহাতে কোন জিজ্ঞাসা বাদ করিতে পারিবে না, তাহা করিলে অনর্থ ঘটিবে। মন্ত্রী বলিল তাহার চিন্তা কি, আমারদিগকে যাহা আজ্ঞা করিবেন অবশ্য তাহাই করিব। অনন্তর তাহারদিগের সঙ্গে সকলে একত্র পানাদি করিতে বসিলেন। রাজা কামিনীরদিগের হাব ভাব লাবণ্য ও রীতি চরিত্র দেখিয়া মহা সন্তুষ্ট হইলেন, কিন্তু তিন জন ফকিরেরই দক্ষিণ চক্ষু অন্ধ দেখিয়া তাঁহার বড় চমৎকার বোধ হইল, পরে ফকির দিগকে তাহার হেতু জিজ্ঞাসা করিতে উদ্যত হয়েন এমত কালে অঙ্গীকার স্মরণ হওয়াতে নিরস্ত হইলেন। অনন্তর স্থানের পারিপাট্য এবং দ্রব্যাদি সংস্থাপনের সুশৃঙ্খলা দেখিয়া মনেং করিলেন যে এসকল জাদু হইতে পারে।

অতঃপর জোবেদী গাত্রোত্থান পূর্ব্বক আমিনীকে বলিল ভগ্নি তবে আর বিলম্ব কেন, আমারদিগের যাহা নিত্যকর্ম্ম আছে আইস তাহা করি। আমিনী তৎক্ষণাৎ উঠিয়া বসিল ও আর২ সকল সামগ্রী অন্তরে লইয়া গেল। সাফী ঘর পরিষ্কার করিয়া প্রদীপে তৈলাদি দিয়া প্রদীপ উজ্জ্বল করিয়া দিয়া ঘরের দুই পার্শ্বে দুই খানা বসিবার পালঙ্গ পাতিয়া একখানাতে তিন জন ফকির ও আর এক খানাতে রাজা ও তৎসঙ্গি গণকে বসাইল, আর মুটিয়াকে কহিল তুমি গৃহের মানুষ, কায কর্ম্ম কর, বসিয়া থাকিলে কর্ম্ম চলিবে না। মুটিয়া ঐ কথা শুনিয়া কোমর বান্ধিয়া দাড়াইল। ক্ষণেক কাল পরে আমিনী একটা মোড়া আনিয়া ঘরের মধ্যস্থলে রাখিয়া মটীয়াকে ইঙ্গিত করাতে মুটীয়া সেই কুঠরীতে গেল কিঞ্চিৎ পরেই দুইটা কাল কুক্কুরীকে শৃঙ্খল দ্বারা বন্ধন করিয়া শৃঙ্খল ধরিয়া ঘরের মধ্য স্থলে আনিল। জোবেদী তখন গাত্রোত্থান করিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ পূর্ব্বক বলিল তবে আর বিলম্ব কেন যাহা কর্ত্তব্য তাহা করা যাউক ইহা বলিয়া হাতের আস্তিন গুটাইল। পরে সাফী তাহার হস্তে একটা যষ্টি আনিয়া দিলে জোবেদী তাহা লইয়া মুটীয়াকে বলিল তুমি একটা কুক্কুরী আমিনীর নিকটে দিয়া দ্বিতীয় কুক্কুরীটাকে আমার নিকট লইয়া আইস। মুটীয়া সেই কুক্কুরীটাকে তাহার নিকট আনিলে কুক্কুরীটা জোবেদীর প্রতি দৃষ্টি করিয়া কান্দিতে লাগিল। কিন্তু জোবেদী তাহাতে দয়া মমতা কিছু না করিয়া হস্তস্থ যষ্টি দ্বারা তাহাকে এমত প্রহার করিতে লাগিল যে সে কুক্কুরীটা আর্ত্তস্বরে চীৎকার করিতে২ মৃত প্রায় হইয়া ভূমিতে পড়িল। তখন মুটিয়ার হস্ত হইতে শৃঙ্খল গাছা লইয়া কুক্কুরীকে দুই পায়ে দণ্ডায়মানা করিয়া খেদ দৃষ্টি করত মুখ মলিন করিয়া উভয়ে ক্রন্দন করিতে লাগিল, তৎপরে কুক্কুরীর চক্ষুর জল আপন বস্ত্র দ্বারা মুছাইয়া দিয়া তাহার মুখ চুম্বন করিয়া বাহককে কহিল ইহাকে যে স্থান হইতে আনিয়াছিলে সেই স্থানে রাখিয়া অন্য কুক্কুরীটাকে লইয়া আইস। বাহক সে কুক্কুরীকে আনিয়া সেই প্রকার ধরিয়া থাকিল।

জোবেদী ঐ কুক্কুরীকেও সেই প্রকার প্রহার করিল, পরে সেই প্রকার চুম্বনাদি করিলে পর আমিনী লইয়া গেল। এই ব্যাপার দেখিয়া রাজা প্রভৃতি সকলে অত্যন্ত চমৎকৃত হইলেন, বিশেষতঃ যবন শাস্ত্রে কুক্কুর অস্পৃশ্য, তাহার মুখ চুম্বন করিবার কি কারণ, তাহা কেহই বুঝিতে পারিলেন না।

অনন্তর জোবেদী আপন স্থানে গিয়া বসিলেন দর্শকেরা কতক্ষণ পর্য্যন্ত স্তব্ধ হইয়া রহিল। পরে সাফী ঘরের মধ্যস্থলে মোড়াতে বসিয়া আমিনীকে কহিল যে ভগ্নি তুমি গাত্রোত্থান কর আর তোমাকে যাহা করিতে হইবেক তাহা কর। আমিনী তখন উঠিয়া পূর্ব্বোক্ত দুইটা কুক্কুরী যে কুঠুরিতে ছিল তাহার পার্শ্ববর্ত্তি কুঠরিতে যাইয়া হরিদ্রা বর্ণ সাটিন বস্ত্রে আবৃত একটা ক্ষুদ্র সিন্দুক আনিয়া তাহার ভিতর হইতে একটা বীণা বাহির করিয়া সাফীর হস্তে অর্পণ করিল। সাফী তাহার সুর মিলাইয়া বাজাইতে লাগিল, এবং ঐ সঙ্গে আপনি গান করিতে লাগিল; ঐ গান এমত তাল মান শুদ্ধ হইল যে রাজা প্রভৃতি সকলে মোহিত হইলেন। সাফী কতক্ষণ পর্য্যন্ত ঐ রূপ গান করিয়া অত্যন্ত শ্রম বোধ হওয়াতে আমিনাকে বলিল হে ভগ্নি আমি ক্লান্ত হইয়াছি এইক্ষণে তুমি এই বীণা লইয়া গান কর। আমিনীও যন্ত্রের সুর মিলাইয়া সেই রূপ গান করিতে লাগিল, কিন্তু সে যখন শ্রান্ত হইয়া গানে ক্ষান্ত হইল তখন জোবেদী তাহার যথেষ্ট প্রশংসা করিয়া বলিল যে ভগ্নি তুমি যে গান করিলে তাহা অতি মনোরম্য। আমিনী অত্যান্ত শ্রান্তি প্রযুক্ত ঐ কথায় কোন উত্তর না করিয়া শ্রান্তি শান্তির জন্য গলদেশ ও বক্ষঃস্থলের বস্ত্র মুক্ত করিয়া বসিল তাহাতে দর্শকেরা দেখিলেন যে তাহার গলদেশ ও বক্ষঃস্থল কৃষ্ণ বর্ণ এবং আঘাতের চিহ্নে পরি পূর্ণ আছে তদ্দৃষ্টে সকলে অত্যান্ত বিস্ময় যুক্ত হইলেন। আমিনী ঐ প্রকার বস্ত্র খুলিয়াও শান্তি না পাইয়া মূর্চ্ছা পন্না হওত ভূমিতে পড়িল তাহাতে জোবেদী ও সাফী তাহাকে স্নিগ্ধ করিতে গেল। এই সকল ব্যাপার দেখিয়া এক জন ফকির বলিল হায় একি দেখি, যদ্যাপি এসকল অগ্রে জানিতাম তবে এস্থানে না আ-

গিয়া পক্ষি মধ্যেই শয়ন করিয়া থাকিতাম। রাজাও ঐ প্রকার বিস্ময়াপন্ন হইয়া ফকির দিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন ইহার বৃত্তান্ত কি বলিতে পার। তাহারা উত্তর করিল যে এবিষয়ে আপনি যেমন অনভিজ্ঞ আমরাও সেইরূপ, ইহার কারণ কিছুই বলিতে পারি না। একথা শুনিয়া রাজার বিস্ময় বৃদ্ধি হইল এবং তিনি কহিলেন এই যে আর এক ব্যক্তি আছে বোধ হয় এ ইহার বিবরণ জানিতে পারে, তাহাতে এক জন ফকির সেই মুটিয়াকে ইঙ্গিতে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল। সেব্যক্তিও নিকটে গিয়া উত্তর করিল যে দোহাই পরমেশ্বরের আমি ইহার কিছুই জানি না। রাজা ও তৎসঙ্গি গণ মনে করিয়াছিলেন যে ঐ ব্যক্তি ঐ পরিবার সম্পর্কীয় কেহ হইবেক, কিন্তু তাহার দ্বারা ও কোন সন্ধান না পাইয়া অনুমান ব্যর্থ ভাবিয়া পরামর্শ করিলেন যে একথা নারীগণকে জিজ্ঞাসা করা যাউক, শঙ্কা কি, আমরা সর্ব্বসমেত সাত জন আছি, উহারা তিন জনে আমারদের উপর কি অত্যাচার করিতে পারিবে ইহাতে মন্ত্রী বলিল এমত উচিত নহে কিন্তু রাজা তাহা না শুনিয়া ঐ কথা কে জিজ্ঞাসা করিবে তাহা বিবেচনা করিতে লাগিলেন। তিনি ফকির দিগকে বলিলেন যে তোমরা জিজ্ঞাসা কর, ফকিরেরা তাহাতে সম্মত না হওয়াতে শেষে এই স্থির করিলেন যে মুটিয়া এই কথা জিজ্ঞাসা করুক। এইরূপ আন্দোলনের সময় আমিনীর কিঞ্চিৎ স্বাস্থ্য হওয়াতে জোবেদী তাহারদিগের নিকটে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল যে তোমরা কি বলাবলি করিতে ছিলে। মুটিয়া উত্তর করিল যে আপনি কুক্কুর দ্বয়কে কি নিমিত্তে প্রহার করিলেন এবং ঐ কামিনীর বক্ষঃস্থলে কি রূপে আঘাত হইয়াছে তাহা জানিতে বাঞ্ছিত হইয়া এই সকল ভদ্র লোকেরা আমাকে আজ্ঞা করিতেছিলেন যে তুমি একথা জিজ্ঞাসা কর। এই কথায় জোবেদী একেবারে রাগান্ধ হইয়া কোপ দৃষ্টি পূর্ব্বক তাহারদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে তোমরা কি এই ব্যক্তিকে এরূপ জিজ্ঞাসা করিতে আজ্ঞা করিয়াছ। সকলে উত্তর করিল হাঁ আমরা তাহা করিয়াছিলাম। ইহাতে জোবেদী বলিল যে তোমারদিগের ব্যবহার অতি অভদ্র,

তোমারদিগকে অগ্রেই নিষেধ করিয়াছি যে আমারদিগের কর্ম্ম কায দেখিয়া কোন কথা বলিবে না সে আজ্ঞা তোমরা লঙ্ঘন করিলে, ভাল। এই কথা বলিয়া ভূমিতে তিন বার পদাঘাত করিল। তৎপরে তিন বার করতালি দিয়া উচ্চস্বরে বলিল তোরা কোথায় রে শীঘ্র আয়। এই কথা বলিবা মাত্র হঠাৎ একটা দ্বার মুক্ত করিয়া খড়্গ ধারি সাত জন ভয়ঙ্কর হাপসী অর্থাৎ কৃষ্ণ বর্ণ পুরুষ আসিয়া এক২ জন এক২ জনকে আকর্ষণ পূর্ব্বক উহারদের মস্তক চ্ছেদন করিতে উদ্যত হইল। রাজা দেখিয়া কম্পান্বিত কলেবর হইয়া মনে২ কহিলেন হায় একি বিপদ উপস্থিত, মন্ত্রির কথা কেন শুনিলাম না। মন্ত্রী ও ফকির প্রভৃতি সকলে দেখিল যে মহা বিপদ, প্রাণ যায়। পরে ঐসময়ে একজন কাফরি জোবেদী ও তাহার ভগ্নী সকলকে সম্বোধন করিয়া কহিল হে সর্ব্বশক্তি মতী ও সর্ব্ব পূজ্যা কর্ত্রীগণ আজ্ঞা করুন ইহাদিগের শিরশ্ছেদন করি। জোবেদী কহিল তোমরা কিঞ্চিৎ অপেক্ষা কর আমি অগ্রে ইহারদিগের পরিচয় লই, পরে সংহার করিবে। জোবেদী এই কথা বলিতেছে এমন সময় বাহক কহিল দোহাই পরমেশ্বরের আমাকে বধ করিও না, আমি নিরপরাধী, যে অপরাধ হইয়াছে সে ইহারদিগের। জোবেদী যদিও তখন রাগে পরিপূর্ণ হইয়াছিল তথাপি মুটিয়ার এই প্রকার বাক্য শুনিয়া হাস্য সম্বরণ করিতে পারিল না, কিন্তু তাহার কথায় কোন উত্তর না করিয়া অন্য২ সকলকে সম্বোধন করিয়া জিজ্ঞাসা করিল যে তোমরা কে অকপটে আমাকে বল, নতুবা এই দণ্ডে তোমারদের প্রাণ দণ্ড করিব। ফকির গণকে জিজ্ঞাসা করিল যে তোমরা কি তিন সহোদর। তাহাতে তাহারদিগের এক জন বলিল যে আমরা সহোদর নহি, ফকির মাত্র। জোবেদী পুনর্ব্বার জিজ্ঞাসা করিল যে তোমরা কি একপ অন্ধ হইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলে অথবা কোন ঘটনাতে একপ এক চক্ষুহীন হইয়াছ তাহাতে এক জন ফকির কহিল আমি জন্মান্ধ নহি কোন আশ্চর্য্য ঘটনায় আমার চক্ষু অন্ধ হইয়াছে, তৎপরে দাড়ী ও ভ্রূ মুণ্ডন করিয়া ফকির বেশ ধারণ করিয়াছি। অনন্তর অন্য দুই

ফকিরকে পরিচয় জিজ্ঞাসা করাতে তাহারদিগের এক জন বলিল যে আমরা তিন জন তিন রাজার পুত্র, পূর্ব্বে আমারদিগের পরস্পর পরিচয় ছিল না, অদ্য সন্ধ্যাকালে সাক্ষাৎ হইয়া পরস্পর পরিচয় হইয়াছে। এই কথা শুনিয়া জোবেদী রাগ সম্বরণ পূর্ব্বক হাপসীদিগকে বলিল যে সম্প্রতি ইহারদিগকে ছাড়িয়া দেও, কিন্তু তোমারা এখানে উপস্থিত থাক, যাহারা আপনারদিগের বৃত্তান্ত যথার্থ রূপ বলিবেক তাহারদিগের প্রতি কোন অনিষ্ট আচরণ করিও না, কিন্তু যাহারা তাহা না বলিবেক তাহারদিগকে সংহার করিও। মুটিয়া বিবেচনা করিল যদ্যপি আপনার বিবরণ কহিলে প্রাণ রক্ষা হয় তবে ক্ষতি কি ইহা ভাবিয়া জোবেদীকে কহিল ঠাকুরাণী আমার যে বিবরণ তাহা আপনি সকল শুনিয়াছেন আমি মোট বহিয়া দিনপাত করি, অদ্য প্রাতঃকালে আমি বাজারে ঝুড়ি লইয়া দাড়াইয়া ছিলাম, আপনার ভগ্নী ঠাকুরাণী আমার মাথায় মোট দিয়া এই খানে আনিলেন তদবধি আমি এখানে আছি, আর আমার প্রতি আপনারা যে অনুগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন তাহার কথা কি বলিব যত কাল বাঁচিয়া থাকিব স্মরণ থাকিবেক অধিক কি কহিব।

তদনন্তর তিন ফকিরের মধ্যে এক জন জোবেদীকে সম্বোধন করিয়া স্বীয় বিবরণ কহিতে আরম্ভ করিল।

প্রথম ফকিরের কথা ॥

ফকির বলিল ঠাকুরাণী আমার দক্ষিণ চক্ষু যে রূপে অন্ধ হইল এবং আমি যে নিমিত্ত ফকিরের বেশ ধারণ করিয়াছি তাহার বিবরণ শ্রবণ করুন। আমি এক রাজার পুত্র আমার পিতার এক সহোদর ছিলেন তিনিও এক রাজ্যের অধিপতি ছিলেন, ঐ রাজার এক পুত্র ছিল তিনি এবং আমি উভয়ে সমবয়স্ক ছিলাম। আমার বিদ্যা শিক্ষা হইলে পর পিতার অনুমত্যনুসারে আমি প্রতিবৎসর পিতৃব্যের আলয়ে গমন করিয়া

দুই এক মাস বাস করিতাম তাহাতে পিতৃব্য পুত্রের সহিত আমার বিলক্ষণ প্রনয় হইয়াছিল। শেষ যাত্রায় পিতৃব্যালয়ে গমন করিলে ভ্রাতা আমাকে যথেষ্ট সমাদর করিয়া এক দিবস রাত্রে উত্তম রূপে আহারাদি করাইলেন, এবং আহারান্তে বলিলেন কয়েক বৎসর অবধি একটা শিবির নির্ম্মাণ করিতেছিলাম এক্ষণে তাহা বাস যোগ্য হইয়াছে, ঐ স্থান অতি চমৎকার যদ্যাপি তাহা দর্শন কর তবে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইবে কিন্তু তুমি যদি শপথ করিয়া বল যে ঐ বাটীর কথা কাহাকেও কহিবে না তবে আমি তোমাকে সেই স্থান দেখাইতে পারি। ইহাতে আমি শপথ করিয়া বলিলাম যে তাহা কাহাকেও কহিব না। এই কথা শুনিয়া ভ্রাতা উঠিয়া গেলেন, কিয়ৎকাল পরে নানা অলঙ্কার ভূষিতা এক পরম রূপবতী যুবতির কর ধারণ পূর্ব্বক তথায় আসিলেন। ঐ যুবতির পরিচয় আমাকে কহিলেন না, কিন্তু তাহাকে সেই স্থানে বসাইয়া একত্র আহার পান করিতে লাগিলেন, পরে কহিলেন যে ভাই অমুক স্থানে একটা নূতন গোরস্থান নির্ম্মিত হইয়াছে তথায় গেলে তাহার দ্বার মুক্ত হইবে সেই স্থানে তুমি এই যুবতীকে লইয়া অগ্রে গমন কর, আমি পশ্চাৎ২ আসিতেছি। এই কথাতে আমি ঐ যুবতী সমভিব্যাহারে সেই স্থানে গমন করিলাম, ক্ষণেক পরে ভ্রাতা একটা জলের কুঁজা ও এক খান কুড়ালি এবং অর্দ্ধেক পরিপূর্ণ একটা থলিয়া লইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। পরে কুড়ালি দ্বারা গোর স্থানের মধ্য স্থলের প্রস্তর সকল কাটিয়া একে২ সকল প্রস্তর এক কোণে একত্র করিলেন, পরে মৃত্তিকা খনন করিলেন তাহাতে দেখা গেল ঐ গোরের নিম্নভাগে একটা ক্ষুদ্র দ্বার আছে ঐ দ্বার মুক্ত করাতে তাহার ভিতর একটা খিলানকরা ঘর ও তন্মধ্যে প্রবেশ করিবার একটা সোপান দৃষ্ট হইল। পিতৃব্য তনয় যুবতীকে বলিলেন এই স্থানের কথা তোমাকে পূর্ব্বে বলিয়াছিলাম। যুবতী ঐ কথা শুনিয়া তাহার ভিতর প্রবেশ করিল পরে ভ্রাতা তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়া আমাকে বলিলেন ভাই তোমার দ্বারা আমার যথেষ্ট উপকার হইল তজ্জন্য তো-

মাকে নমস্কার করি কিন্তু তুমি এক্ষণে বিদায় হও। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম ইহার কারণ কি। তিনি ইহার উত্তর না করিয়া পুনশ্চ আমাকে বাটী প্রত্যাগমনের আদেশ পূর্ব্বক দ্বার রুদ্ধ করিলেন সুতরাং আমি পিতৃব্যালয়ে গমন করিলাম কিন্তু পর দিন আমার নিদ্রা ভঙ্গ হইলে ঐ সকল ব্যাপার স্বপ্নের ন্যায় বোধ হইল, বাস্তবিক তাহাকে আর দেখিতে পাইলাম না এবং প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন ভয়ে কাহারো সাক্ষাতে তাহার পাতাল পুরী প্রবেশের কথাও প্রকাশ করিতে পারিলাম না, অধিকন্তু রাজা সে সময় মৃগয়াতে গিয়াছিলেন তন্নিমিত্ত তাঁহা হইতেও তাহার কোন তত্ত্ব হইতে পারিল না। পরে আমি অনেক দিবস পর্য্যন্ত স্বীয় বাটী হইতে পৃথক্ স্থানে থাকাতে পিতৃব্যের প্রত্যাগমনের অপেক্ষা করিতে না পারিয়া স্বদেশ গমন করিলাম। তথায় উপস্থিত হইয়া শুনিলাম যে পিতার পরলোক প্রাপ্তি হইয়াছে আর তাঁহার প্রধান মন্ত্রী স্বয়ং রাজা হইয়া রাজ্য করিতেছে। আমি রাজ বাটীতে উপস্থিত হইবামাত্র সেনা গণ আমাকে ঐ দুরাত্মার নিকটে লইয়া গেল, সেই মন্ত্রির সহিত পূর্ব্বাবধি আমার শত্রুতা ছিল তাহার কারণ এই যে বাল্যাবস্থায় ধনুর্বিদ্যা শিক্ষা কালে আমি এক দিবস প্রাসাদ হইতে একটা পক্ষির প্রতি শর সন্ধান করিলে দৈবাৎ বায়ু সেবনার্থ প্রাসাদান্তর স্থিত ঐ মন্ত্রির চক্ষে সেই শর লাগিয়া তাহার এক চক্ষু অন্ধ হইয়াছিল ইহাতে আমি লোক দ্বারা ও স্বয়ং তাহার নিকটে যাইয়া বিস্তর অনুনয় বিনয় করিয়াছিলাম তথাপি তাহার আন্তরিক ক্রোধ সম্বরণ হয় নাই অতএব ঐ দুরাত্মা সেই বৈরিতা স্মরণ করিয়া আপনি স্বহস্তে আমার দক্ষিণ চক্ষু উৎপাটন করিল, তাহাতে আমি তদবধি এক চক্ষু অন্ধ হইলাম কিন্তু ঐ রাজ্যাপহারক তাহাতেও সন্তুষ্ট না হইয়া আমাকে রাজ্য হইতে বহির্গত করিয়া দিয়া মস্তকচ্ছেদন পূর্ব্বক হিংস্র জন্তু দ্বারা আমার শরীর ভক্ষণ করাইতে আজ্ঞা করিল। তাহাতে হত্যাকারক জল্লাদ আমাকে কাটিতে লইয়া গেল কিন্তু আমি তাহাকে বিনতি স্তুতি করাতে সে আমাকে নষ্ট না করিয়া বলিল ভাল

তোমার জীবন বিনষ্ট করিব না, কিন্তু তুমি এদেশ হইতে অবিলম্বে অন্য দেশে পলায়ন কর, আর এই স্থানে কখন পদার্পণ করিও না, নচেৎ কেবল তুমি যে মরিবা এমত নহে আমারও প্রাণ দণ্ড হইবেক। আমি জল্লাদের এই কথায় তাহাকে অনেক ধন্যবাদ করিয়া প্রস্থান করিলাম, আর এক চক্ষু হানি হইলেও যে প্রাণ রক্ষা হইল তাহাতেই পরম লাভ বোধ করিলাম। তদনন্তর ঐ অবস্থায় পিতৃব্যের রাজ্যে উপস্থিত হইয়া তাবৎ বৃত্তান্ত নিবেদন করাতে রাজা স্বপুত্রের পঞ্চত্ব প্রাপ্তি ও ভ্রাতৃ মরণ সম্বাদ এবং আমার নেত্র বিয়োগের ঘটনা শুনিয়া অসীম শোকাকুল চিত্তে ক্রন্দন করিতে লাগিলেন, তাঁহার কোন প্রকারে শোক নিবারণ না হওয়াতে আমি শপথ ভঙ্গ করিয়া তাঁহাকে তাঁহার পুত্রের বৃত্তান্ত শ্রবণ করাইলাম। তিনি তাহা শুনিয়া শান্তশোক হইয়া কহিলেন যে ভ্রাতুষ্পুত্র তুমি যাহা কহিতেছ তাহা সত্য বোধ হইতেছে কেননা আমি শুনিয়াছিলাম, আমার পুত্র একটা গোরস্থান নির্ম্মাণ করিতে আজ্ঞা দিয়াছিল কিন্তু কোন স্থানে, তাহা শুনি নাই, তোমার দ্বারা তাহার সন্ধান পাইব, অতএব চল তাহার অন্বেষণ করি। এই পরামর্শানন্তর উভয়ে ছদ্মবেশে সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম যে গোরস্থানের কপাট রুদ্ধ, ভিতরে অর্গল দেওয়া আছে, আর যে মসলা ও জলের কথা পূর্ব্বে কহিয়াছি দ্বাররুদ্ধ করিয়া সেই মসলা ও জল দেওয়াতে দ্বার পাষাণের ন্যায় আঁটিয়া গিয়াছে ইহাতে অনেক পরিশ্রমে দ্বার মুক্ত হইল। তদনন্তর পিতৃব্য অগ্রে চলিলেন আমি তাঁহার পশ্চাৎ চলিলাম ক্রমেং পঞ্চাশটা শিড়ি দিয়া নামিয়া দেখিলাম যে একটা ক্ষুদ্র গৃহ গাঢ় ধূমে ও অত্যন্ত দুর্গন্ধে পরিপূর্ণ, তন্মধ্যে একটা প্রদীপ নির্ব্বাণ প্রায় হইয়া জ্বলিতেছে। আমরা সেই গৃহের মধ্য দিয়া গিয়া কতিপয় ঝাড়ের আলোকে সুপ্রকাশিত ও এক পার্শ্বে বিবিধ খাদ্য দ্রব্যে পরিপূর্ণ এক প্রশস্ত গৃহে উপস্থিত হইলাম কিন্তু তাহাতে জন মানব কাহাকেও দেখিতে পাইলাম না, পরে খুড়া মহাশয় ঘরের এক পার্শ্বে স্থিত পালঙ্ক সমীপে গমন

পূর্ব্বক তাহার মশারি তুলিয়া দেখিলেন যে ঐ শয্যাতে তাঁহার পুত্র এক যুবতি সঙ্গে শয়ন করিয়া কাল প্রাপ্ত হইয়াছে আর তাহাদের উভয়ের শরীর এমত ভাবে অঙ্গার বর্ণ হইয়া গিয়াছে যেন কেহ তাহারদিগকে অগ্নিতে দগ্ধ করিয়াছে। আমি এই অদ্ভুত কাণ্ড দেখিয়া অত্যন্ত চমৎকৃত হইলাম, কিন্তু খুড়া মহাশয় কিছু মাত্র দুঃখ প্রকাশ না করিয়া পুত্রের মুখে থুথু দিয়া ক্রোধ পূর্ব্বক কহিলেন ওরে পাপাত্মা তোর পাপের প্রতিফল ইহকালে এই হইয়াছে ইহার পর পরকালে আরো অনন্ত যন্ত্রণা পাইবি। তিনি এই কথা বলিয়া আপন পাদুকা লইয়া পুত্রের মুখে আঘাত করিতে লাগিলেন। মৃত পুত্রের প্রতি রাজার এই প্রকার ব্যবহার দেখিয়া আমি বিস্ময়াপন্ন হওত জিজ্ঞাসা করিলাম পিতৃব্য মহাশয় এই যুবরাজ এমন কি কুকর্ম্ম করিয়াছিলেন যে ইহার দেহে আপনি পাদুকাঘাত করিতেছেন। রাজা উত্তর করিলেন ভ্রাতৃষ্পুত্র, আমার যে এই পুত্র ছিল উহাকে আর আপন পুত্র বলিতে পারি না, এই পুত্র বাল্যাবস্থা অবধি আপন কনিষ্ঠা সহোদরাকে ভাল বাসিত, এবং ঐ ভগ্নীও তাহাকে ভ্রাতৃবৎ স্নেহ করিত. কিন্তু ক্রমে সে স্নেহে মহা দোষ হইয়া উঠিল, তাহাতে আমি কন্যা পুত্র উভয়কে এতাদৃশ কর্ম্ম হইতে নিবারণার্থ বিবিধ দোষ প্রদর্শন দ্বারা অশেষ বুঝাইয়া স্বতন্ত্র২ স্থানে রাখিলাম যে কোন প্রকারে পরস্পরের সাক্ষাৎ না হয় কিন্তু সহোদরের প্রতি ভগিনীর আন্তরিক অনুরাগ ছিল তাহাতে কখন না কখন সম্মিলন হইবে, এই আশয়ে আমার পুত্র মৃত্তিকার ভিতর এই পুরী নির্ম্মাণ করিয়াছিল। পরে এক সময়ে আমি স্থানান্তরে গমন করিলে তদবকাশে তাহার ভগ্নীকে বাহির করিয়া এই স্থানে আনিয়াছিল এবং এখানে সুখ ভোগ করিবে এই মানসে নানা বিধ খাদ্য আহরণ করিয়া রাখিয়াছিল, কিন্তু পরমেশ্বর তাহার উচিত শাস্তি দিয়াছেন। এই কথা বলিয়া খুড়া মহাশয় মহা শোকাকুল হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন তাঁহার ক্রন্দন দেখিয়া আমারও চক্ষে অশ্রুধারা থাকিল না। ক্ষণেক পরে পিতৃব্য

আমাকে আলিঙ্গন দিয়া কহিলেন যে এমন কুসন্তান গিয়াছে তাহাতে কি শোক, এক্ষণ অবধি তোমাকে পুত্র তুল্য জানিব । অনন্তর আমরা তথা হইতে উভয়ে রাজ বাটীতে পুনরাগমন করিলাম । তথায় বসিয়া একত্র কথোপকথন হইতেছে ইতি-মধ্যে হঠাৎ তুরী ভেরী ও যুদ্ধের আরং বাদ্য ধ্বনি হইয়া একটা বিপরীত কলরব উঠিল তাহাতে জানাগেল যে যে মন্ত্রী আমাকে রাজ্যচ্যুত করিয়াছিল সেই নরাধম এক দল সৈন্য সামন্ত সমভিব্যাহারে খুড়ার রাজ্য লইবার মানসে যুদ্ধ করিতে আসিয়াছে । পিতৃব্যের এমন আয়োজন ছিল না যে অকস্মাৎ আগত শত্রুর সহিত যুদ্ধ করেন সুতরাং তিনি ঐ আক্র-মক দুরাত্মার হস্তে হত হইলেন । আমার যেমন সাধ্য কত ক্ষণ পর্য্যন্ত যুদ্ধ করিলাম, পরে আপনাকে অসমর্থ বুঝিয়া বাটীর প-শ্চদ্দ্বার দিয়া পলায়ন করিলাম । কিন্তু চতুর্দ্দিগে শত্রু মণ্ডলী দে-খিলেই নষ্ট করিবে এই ভয়ে ক্ষৌরমুণ্ডন পূর্ব্বক ফকিরের বেশে গুপ্ত পথ দিয়া নগর হইতে বাহির হইয়া অনেক দেশ দেশান্তর ভ্রমণ পূর্ব্বক ক্রমে যবনাধিকারে আসিয়া নিশ্চিন্ত হইলাম, পরে গত কল্য সন্ধ্যার সময়ে বোগদাদে উত্তরিয়া কোথায় যাইব কি হইবে এবম্প্রকার চিন্তা করিতেছি, এমন সময়ে আমার দ-ক্ষিণে যে ফকিরকে দেখিতেছেন ইনি আসিয়া পৌঁছিলেন । আমি নমস্কার করিয়া ইহাঁকে বলিলাম বোধ করি তুমি বিদেশী হইবে, ইনি উত্তর করিলেন হাঁ ভাই আমি বেদেশী বটি তৎ-পরে পরস্পর পরিচয়াদি হইতেছে এমত কালে আমারদিগের এই যে তৃতীয় জনকে দেখিতেছেন ইনিও আসিয়া উপস্থিত হইলেন আর কহিলেন যে এই দেশে ইনি তখনি আসিলেন । এই রূপ পরস্পর জিজ্ঞাসা বাদে রাত্রি অধিক হইল, এবং এতদ্দেশীয় কাহার সহিত আলাপ পরিচয় নাই এ প্রযুক্ত বাস স্থানোদ্দেশে উৎকণ্ঠিতান্তঃকরণ হইয়া গমন করিতেছিলাম হ-ঠাৎ আপনারদের দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হওয়াতে আপনারা আমারদিগকে কৃপা করিয়া বাটীতে স্থান দিলেন তদবধি এই

খানে আছি। আমার কাহিনী এই, আমার চক্ষু অন্ধ ও শ্মশ্রু মুণ্ডন করিবার কারণও সমস্ত কহিলাম, অধিক কি কহিব।

জোবেদী এই বিবরণ শুনিয়া কহিল ভাল তোমাকে মার্জ্জনা করিলাম তুমি এই স্থান হইতে প্রস্থান কর। এই কথায় সেই ফকির, অত্যন্ত তুষ্ট হইল, কিন্তু আরং সকলের বৃত্তান্ত না শুনিয়া গমন করে এমন ইচ্ছা হইল না অতএব কৌশল ক্রমে তাহা ব্যক্ত করাতে জোবেদী তাহাকে সেই স্থানে থাকিতে অনুমতি দিলেন। তৎপরে দ্বিতীয় ফকির আপনার বৃত্তান্ত কহিতে আরম্ভ করিল।

দ্বিতীয় ফকিরের কথা ॥

দ্বিতীয় ফকির বলিল ঠাকুরাণী, আমার দক্ষিণ চক্ষু যে প্রকারে নষ্ট হইয়াছে তাহার বৃত্তান্ত শ্রবণ করুন। আমি এক রাজার পুত্র, আমার পিতা আমার বাল্যাবস্থায় তীক্ষ্ণ বুদ্ধি দেখিয়া বিদ্যাভ্যাসের নিমিত্ত উত্তমং পণ্ডিত নিযুক্ত করিয়াছিলেন, আমি ঐ সকল পণ্ডিতদিগের স্থানে লিখন পঠন শিক্ষা করিয়া অত্যল্প কালের মধ্যে ধর্ম্ম শাস্ত্র ও নীতি বিদ্যা ও ইতিহাসাদি সুচারু রূপে অভ্যাস করিলাম, এবং লিপিবিদ্যায় এমত পারগ হইলাম যে রাজ্যের মধ্যে যাহারা অতি প্রশংসিত লেখক ছিলেন তাঁহারাও আমার নিকটে পরাভব মানিলেন। আমার এই যশঃ দেশ বিদেশে খ্যাত হইলে মহাবল পরাক্রান্ত ভারতবর্ষাধিপতি তাহা শুনিয়া আমাকে দেখিবার বাঞ্ছায় নিমন্ত্রণ করিয়া দূত প্রেরণ করিলেন। পিতার নিতান্ত বাসনা ছিল যে আমি দেশ ভ্রমণ দ্বারা অধিক জ্ঞান উপার্জ্জন করি, অতএব ভারতবর্ষীয় রাজা আমাকে আহ্বান করাতে পিতা আহ্লাদিত হইয়া রাজার উপঢৌকনের উপযুক্ত সামগ্রী সম্বলিত মহাসমারোহ পূর্ব্বক আমাকে ঐ দূত সমভিব্যাহারে পাঠাইয়া দিলেন। পথিমধ্যে এক মাস পর্য্যন্ত কোন বিঘ্ন হইল না, দ্বিতীয় মাসের প্রথম দিবসে হঠাৎ পঞ্চাশ জন

অশ্বারোহি দস্যু আমারদিগের প্রতি আক্রমণ করিল। আমরা ঐ দস্যুদিগের সহিত যুদ্ধ করি এমত দলবল আমারদিগের ছিল না এজন্য কেবল মৌখিক ভয় প্রদর্শন করিয়া তাহারদিগকে কহিলাম যে আমরা ভারতবর্ষীয় রাজার দূত, আমাদের অঙ্গস্পর্শ কদাচ করিও না, তাহা করিলে রাজা তোমারদের সর্ব্বস্ব ধ্বংস করিবেন, কিন্তু তাহারা সে কথায় ভীত না হইয়া উত্তর করিল যে তোদের রাজাকে কে মানে, যখন তাহার রাজ্যে ঘর করিব তখন তাহাকে মানিব। ইহা বলিয়া আমারদিগের উপর পড়িয়া কাহাকেও অস্ত্রাঘাত কাহাকেও হত্যা করিয়া সর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়া লইল। আমরা ক্ষীণবল ছিলাম তথাপি সাধ্যানুসারে যুদ্ধ করিলাম, কিন্তু যখন রাজদূত ও সঙ্গিগণ যুদ্ধে হত হইলেন তখন অগত্যা পলায়ন পরায়ণ হইয়া অশ্বের শক্ত্যনুসারে কিয়দ্দূর দৌড়িয়া গেলাম তাহাতে অত্যন্ত শ্রম প্রযুক্ত এবং পূর্ব্বে দস্যু কর্তৃক ক্ষত বিক্ষত ও শোণিতাক্ত কলেবর থাকাতে ঐ অশ্ব প্রাণত্যাগ করিল, তখন আমি উপায়ান্তর না দেখিয়া ঘোটককে ত্যাগ করিলাম পরে দস্যুদিগের সঙ্গে যুদ্ধ করাতে শরীরের যেসকল স্থানে আঘাত লাগিয়াছিল তাহা বন্ধন করিয়া ধীরেং অশ্রুপূর্ণ নেত্রে গমন করত সন্ধ্যাকালে একটা পর্ব্বতের নিকটে উপস্থিত হইলাম এবং ঐ পর্ব্বতের নিম্নভাগে একটা গহ্বর ছিল তন্মধ্যে শয়ন করিয়া থাকিলাম আর পথে চলিতেং কয়েকটী ফল প্রাপ্ত হইয়াছিলাম তাহাই ভক্ষণ করিয়া ক্ষুধা নিবারণ করিলাম। পরে কয়েক দিবস পর্য্যন্ত ঐ প্রকারে গমন করিতে লাগিলাম কিন্তু মনুষ্যধাম দেখিতে পাই না, অনন্তর প্রায় এক মাসের পর একটা নগরে উপস্থিত হইলে তথায় একজন দরজী আপন দোকানে কর্ম্ম করিতেছিল সে আমাকে বিশিষ্ট সন্তান দেখিয়া সমাদর পূর্ব্বক নিকটে বসাইয়া পরিচয়াদি জিজ্ঞাসা করিল, তাহাতে আমি অকপটে তাঁহাকে সমস্ত বৃত্তান্ত কহিলাম। দরজী মনোযোগ পূর্ব্বক আমার তাবৎ কথা শুনিল, কিন্তু কোন প্রকার সান্ত্বনাদি না করিয়া কহিল যে এই দেশের যিনি রাজা

তিনি তোমার পিতার পরম শত্রু, অতএব তোমার পরিচয় আর কাহাকেও বলিও না, রাজা সন্ধান পাইলে তোমার আরো অনিষ্ট চেষ্টা করিবেন । আমি তাহার এই পরামর্শ পাইয়া যথেষ্ট কৃতজ্ঞতা জানাইলাম । পরে দরজী আমাকে ক্ষুধার্ত বিবেচনা করিয়া আহার করাইল এবং থাকিবার জন্য আপন বাটীতে স্থান দিল ।

অনন্তর একদিবস দরজী আমাকে জিজ্ঞাসা করিল তুমি আপন জীবিকা নির্ব্বাহার্থ কোন বিষয় কার্য্য শিখিয়াছ কি না । আমি আমার ন্যায় শাস্ত্র ও ব্যাকরণ শাস্ত্র ও কাব্য শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য এবং লিপি বিদ্যাতে পারগতা বিজ্ঞাপন করিলাম তাহাতে দরজী কহিল এই সকল বিদ্যাতে তুমি এখনে এক দিনও অন্ন করিয়া খাইতে পারিবে না, কেননা এস্থলে এই সকল বিদ্যার সমাদর নাই, কিন্তু তোমাকে বলবান দেখিতেছি, তুমি যদ্যপি বন হইতে কাষ্ঠ কাটিয়া এখানে আনিয়া বিক্রয় কর তবে তোমার বিলক্ষণ লভ্য হইতে পারিবে, এবং তাহা হইলে অন্নের জন্য অন্যের উপাসনা করিতে হইবে না, যদ্যপি তাহা কর তবে আমি তোমাকে এক খান কুঠার ও রজ্জু আনাইয়া দেই । এবিষয়ে আমি সম্মতি দিলে দরজী পর দিবস আমাকে একগাছা দড়ি ও একখান কুড়ালি আর একটা ছোট অঙ্গরাখা আনিয়া দিল, আর ঐ স্থানের যে কয়েক জন দরিদ্র লোক বন হইতে কাষ্ঠ আনিয়া দিন পাত করিত তাহারদিগকে কহিয়া দিল যে আমাকে কাষ্ঠ আনিতে সঙ্গে করিয়া লইয়া যায়, এই কথাতে তাহারা আমাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গেল । প্রথম দিবসে আমি যে কাষ্ঠ আনিলাম তাহা বিক্রয় করিয়া অর্দ্ধ মুদ্রা পাইলাম । ঐ দেশে কাষ্ঠের অভাব ছিল না, কিন্তু প্রায় কেহই কষ্ট স্বীকার করিয়া কাষ্ঠ আনিত না, এজন্য কাষ্ঠ অতিশয় দুর্ম্মূল্য ছিল, সুতরাং তাহাতে আমার বিলক্ষণ উপার্জ্জন হইতে লাগিল এবং দরজী আমাকে যাহা কর্জ্জ দিয়াছিল তাহা অনায়াসে পরিশোধ হইল ।

এইরূপে প্রায় এক বৎসর যায় একদিবস বনের যে স্থান হই- ইতে কাষ্ঠ আনিতাম তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক দূরে যাইয়া অতি মনোরম্য এক স্থান দেখিলাম এবং কাষ্ঠ কাটিতে২ একটা বৃক্ষের মূল শুদ্ধ তুলিয়া ফেলাতে দেখিলাম একটা লৌহময় দ্বারে এক গাছা শৃঙ্খল লাগান রহিয়াছে, তাহাতে মৃত্তিকা তুলিয়া দ্বার খুলিয়া দেখিলাম যে ভিতরে সোপান আছে পরে তদ্দ্বারা নীচে নামিয়া এক মনোহর অট্টালিকাতে প্রবেশ করিলাম ঐ পুরী পাষাণময় এবং তাহার মধ্যে এক দালান ছিল তাহার স্তম্ভ সকল মণিময় এবং পিলপা সকল স্বর্ণময় ছিল। আমি ঐ দা- লান দিয়া যাইতেছি এমন সময় দেখিলাম এক পরম সুন্দরী রমণী আমার নিকট আসিতেছে। তাহাকে দেখিয়া অগ্রসর হইয়া নমস্কার করিবাতে কামিনী জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি কে মনুষ্য কি দৈত্য। আমি কহিলাম ঠাকুরাণী আমি মানব, দানব নহি, এই কথায় যুবতি দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিলেন এ কি আশ্চর্য্য, তুমি মনুষ্য হইয়া এস্থানে কিরূপে আসিলে আমি পঞ্চবিংশতি বৎসর এই স্থানে বাস করিতেছি ইহার মধ্যে জন মানব দেখি নাই, তুমি এখানে কি প্রকারে আসিলে তাহার বিবরণ বল। আমি কহিলাম আমি এক রাজার পুত্র ছিলাম কিন্তু এই২ প্রকারে রাজ্যচ্যুত হইয়া দুরবস্থা প্রযুক্ত কাষ্ঠ ভাঙ্গিতে আসিয়া এই অপূর্ব্ব পুরীমধ্যে প্রবেশ করিয়াছি। রমণী পুনর্ব্বার দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিয়া কহিল তুমি এই পুরীকে অপূর্ব্ব কহিতেছ বটে কিন্তু ইহা আমার পক্ষে যমালয়, কেন না যে স্থানে বাস করিতে ইচ্ছা না হয় সে স্থান যদিও স্বর্ণপুরী হয় তথাপি তাহাতে সমূহ অসুখ, তুমি শুনিয়া থাকিবে ত্রপিটৈ মারুষ নামে এবিলি উপদ্বীপের এক রাজা ছিলেন আমি তা- হার কন্যা, আমার পিতা আমার এক জ্ঞাতি ভ্রাতার সহিত আমার বিবাহ দিতেছিলেন, হঠাৎ বিবাহ কালে এক দৈত্য আসিয়া সভা হইতে আমাকে লইয়া শূন্যে উঠিল, ঐ সময়ে আমি মূর্চ্ছাগত হইয়া ছিলাম, তাহাতে তখন কি হইয়াছিল বলিতে পারি না, কিন্তু যখা চৈতন্য প্রাপ্ত হইলাম তখন দেখি-

লাম যে এই পুরীর মধ্যে আসিয়াছি, সেই অবধি দশ২ দিন অন্তর ঐ দৈত্য এক২ দিন এস্থানে আসিয়া আমার সঙ্গে এক-রাত্রি বাস করে, কিন্তু এক রাত্রির অধিক থাকে না যেহেতু তাহার আর এক বিবাহিতা স্ত্রী আছে সে যদ্যপি জানিতে পারে যে অন্য নারীর নিকটে তাহার যাতায়াত আছে তবে ক্রুদ্ধা হইবেক, এজন্য দশ দিন পরে কেবল একদিন আসিয়া থাকে কিন্তু ইহার মধ্যে যদ্যপি আমার কখন তাহাকে দেখিতে মানস হয় তবে আমার শয়নাগারের দ্বারে এক স্পর্শ প্রস্তর আছে তাহা স্পর্শ করিবা মাত্র সে আসিয়া উপস্থিত হয়, অদ্য চারি দিবস হইল ঐ দৈত্য আসিয়াছিল, এক্ষণে আর পাঁচ দিবস আসিবেক না অতএব অনুগ্রহ করিয়া যদি তুমি এই স্থানে অবস্থিতি কর তবে যথাসাধ্য আমি তোমাকে তুষ্ট করিব। রমণী আমার প্রতি এতাদৃক করুণা করিবে তাহা আমি আশা করি নাই, অতএব এই কথা শুনিয়া আপনাকে কৃতার্থ মানিলাম। পরে ঐ কামিনী আমাকে স্নানাদি করাইয়া এবং আমার ছিন্ন বস্ত্র পরিবর্ত্ত করাইয়া বহুমূল্য পরিচ্ছদ পরিধান করাইল। তৎপরে আমি রাজ কন্যার সঙ্গে একত্র বসিয়া ভোজনাদি করিলাম। রাত্রি হইলে একত্র শয়ন হইল। পরদিন ভোজনের সময়ে রাজ কন্যা এক বোতল মদিরা আনিলেন তাহার উত্তম আস্বাদন প্রযুক্ত পান করিতে২ ক্রমে ঈষৎ মত্ততা জন্য বুদ্ধির চাঞ্চল্য হওয়াতে রাজ কন্যাকে বলিলাম হে প্রেয়সী তোমাকে জীবদ্দশায় গোর দিয়াছে, এবং অনেক কালাবধি তুমি সূর্য্যের মুখাবলোকন কর নাই, আইস, আমি তোমার কারা মোচন করি। রাজ কন্যা হাস্য বদনে বলিলেন হে রাজকুমার ক্ষান্ত হও, আমি দশ দিবসের এক দিবস দৈত্য ভোগ্যা হইয়া যদি নয় দিবস তোমার সঙ্গে এই স্থানে একত্র থাকিতে পাই তাহাও আমার পক্ষে পরম সুখ। আমি বলিলাম রাজ কন্যা দৈত্যের ভয়ে তুমি একথা বলিতেছ, কিন্তু আমি তাহার ভয় করি না, দেখ তাহার ঐ স্পর্শ প্রস্তর চূর্ণ করিয়া ফেলিতেছি, তাহা হইলেই সে আসিয়া পড়িবেক, পশ্চাৎ আমি তাহার

গৰ্ব্ব খৰ্ব্ব করিব, আর আমি শপথ করিয়া বলিতেছি যে দৈত্য বংশ একেবারে ধ্বংস করিব। কিন্তু স্পর্শ প্রস্তর স্পর্শ করিলেই যে বিপদ ঘটিবে তাহা রাজকন্যা জানিতেন, অতএব তাহা স্পর্শ করিতে ভূয়োভূয় নিষেধ করিয়া বলিলেন এমত করিও না তাহাতে আমরা উভয়েই মরিব। মদ্য পানে আমার বুদ্ধি স্থির ছিল না এজন্য তাহার নিষেধ না শুনিয়া প্রস্তরে পদাঘাত করিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিলাম; প্রস্তর ভগ্ন হইবা মাত্র অন্ধকার হইয়া বজ্র তুল্য বিকট শব্দ ও বিদ্যুৎ দেখা দিতে লাগিল আর অট্টালিকা কম্পমান হইয়া রসাতল যায় এমত উপক্রম হইল। এই ভয়ঙ্কর ব্যাপার দেখিয়া আমার চেতন হইল, তখন রাজকন্যাকে জিজ্ঞাসা করিলাম রাজ কন্যা এসকল কি। রাজকন্যা সশঙ্কিতা হইয়া বলিলেন আর কি জিজ্ঞাসা করিতেছ সর্ব্ব নাশ উপস্থিত, তুমি এখনি পলাও নতুবা দৈত্যের হস্তে প্রাণ নাশ হইবে। এই কথা শুনিয়া আমি তখনি সে স্থান ত্যাগ করিলাম, কিন্তু মহাভয়ে আত্ম বিস্মৃত হইয়া কুড়ালি ও দড়ি সেই স্থানে ফেলিয়া প্রস্থান করিলাম পরে সোপান দিয়া উপরে যাইতেছি এমন সময়ে অট্টালিকা দুই ফাঁক হইয়া গেল, আর একটা দৈত্য হুহুঙ্কার শব্দে পুরী প্রবেশ করিয়া ক্রোধে জ্বলদগ্নিসম হইয়া রাজ কন্যাকে জিজ্ঞাসা করিল তোর কি হইয়াছে, তুই আমাকে কেন ডাকিয়াছিস। রাজ কন্যা কহিলেন প্রভো আমার উদরে একটা বেদনা হইয়াছিল তন্নিমিত্তে কিঞ্চিৎ সুরা পান করিয়াছিলাম তাহাতে বুদ্ধি চঞ্চলা হওয়াতে হঠাৎ প্রস্তরের উপর পড়িয়া প্রস্তর ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছি, আর কিছু নহে। দৈত্য বলিল অরে মিথ্যাবাদিনী তবে এই কুড়ালি আর দড়ি কোথা হইতে আইল। রাজ কন্যা বলিলেন আমি তাহা বলিতে পারি না, ঐ কুড়ালি ও দড়ি পূর্ব্বে এখানে ছিল না, তুমি যে হুহুঙ্কার শব্দে আসিয়াছ বুঝি তোমার সঙ্গে২ ঐ দড়ি ও কুড়ালি উড়িয়া আসিয়াছে, তুমি দেখিতে পাও নাই। দৈত্য একথায় উত্তর না করিয়া রাজ কন্যাকে অতি নির্দ্দয় রূপে প্রহার করিতে লাগিল, তাহার ক্রন্দনে আ-

মারি হৃদয় বিদীর্ণ হইতে লাগিল, পরে তাহার চীৎকার সহিষ্ণুতা করিতে না পারিয়া বিশেষতঃ আমার কুবুদ্ধি ক্রমে তাহাকে এই সকল যন্ত্রণা পাইতে হইল ইহা ভাবিয়া পূর্ব্বকার যে বস্ত্র শিড়ির মধ্যে ছিল তাহা পরিধান করিয়া উপরে যাইয়া দ্বার রুদ্ধ করিয়া নগরে গমন করিলাম। প্রাতঃ কালে আমি বাটীতে আসিলে দরজী পরমাহ্লাদিত হইয়া বলিল আইস২ তোমাকে কল্যাবধি না দেখিয়া বড়ই চিন্তিত ছিলাম। ইহাতে আমি দরজীকে নমস্কার করিলাম কিন্তু কোন কথা বলিলাম না। পরে আপন কুঠরীতে যাইয়া আপন কুবুদ্ধির কর্ম্ম ভাবিয়া আপনাকে অনেক তিরস্কার করিতেছি এমন সময় দরজী আমার নিকট আসিয়া বলিল এক ব্যক্তি প্রাচীন এখানে আসিয়া বলিতেছে, যে তোমার কুড়াল ও রজ্জু পথি মধ্যে কুড়াইয়া পাইয়াছে অতএব তোমাকে তাহা দিবেক তুমি বাহিরে আইস। এই কথা শ্রবণ মাত্রে আমার শরীর লোমাঞ্চিত হইল। দরজী জিজ্ঞাসা করিল ভয়ের কারণ কি, কিন্তু সে এই কথা জিজ্ঞাসা করিবা মাত্র অকস্মাৎ ঘরের দ্বার আপনি মুক্ত হইয়া পড়িল এবং কুড়ালি ও রজ্জু হস্তে করিয়া এক বৃদ্ধ আসিয়া আমাকে বলিল যে আমি এবিষ নামক দৈত্য রাজের দৌহিত্র, এই যে কুড়ালি ও দড়ি আমার হস্তে দেখিতেছ ইহা তোমার কি না। ইহা জিজ্ঞাসা করিয়া উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া আমার কেশ ধরিয়া ঘর হইতে টানিয়া বাহির করিয়া আমাকে লইয়া একেবারে আকাশ পথে উঠিল, তথা হইতে পুনর্ব্বার পৃথিবীতে নামিয়া পদাঘাত দ্বারা পৃথিবী বিদীর্ণ করিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিল, ক্ষণেক পরেই দেখিলাম যে সেই অট্টালিকার মধ্যে আসিয়াছি. রাজ কন্যা ধরাবলুণ্ঠিতা ও বিবসনা হইয়া শবের ন্যায় পড়িয়া আছে, তাহার সর্ব্বাঙ্গ শোণিত ময়, এবং গণ্ড দেশ দিয়া অশ্রু ধারা বহিতেছে। দৈত্য রাজকন্যার সম্মুখে আমাকে লইয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল ওরে বিশ্বাস ঘাতিনী এই তোর উপপতি কি না, রাজ কন্যা আমার প্রতি ঈষৎ দৃষ্টি করিয়া বলিল আমি ইহাকে কখন দেখি নাই, এই দেখি-

তেছি। দৈত্য বলিল কি বলিতেছিস, যাহার জন্য তোর এমত দুর্দ্দশা ঘটিয়াছে তাহাকে জানিস না। রাজ কন্যা বলিল যথার্থ আমি ইহাকে জানি না, তুমি কি এমন ইচ্ছা কর যে মিথ্যা কথা বলিয়া আমি এই নির্দ্দোষি ব্যক্তির প্রাণ নাশের মূল হইব। দৈত্য তখন রাজ কন্যার হস্তে এক খানা খড়্গ দিয়া বলিল যদি তুই ইহাকে না জানিস তবে এই খড়্গ দিয়া ইহার শিরশ্ছেদন কর। রাজ কন্যা উত্তর করিল এই আজ্ঞা আমি কিরূপে পালন করি, আমি উত্থান শক্তি রহিত হইয়া পড়িয়া আছি আর যদিও উঠিবার শক্তি থাকিত তথাপি নির্দ্দোষি ব্যক্তিকে কি বিবেচনায় সংহার করিতে পারি। যুবতীর এই কথা শুনিয়া দৈত্য বলিল তুই যে কুকর্ম্ম করিয়াছিস তা-হাতে কোন সন্দেহ নাই। অতঃ পর আমাকে জিজ্ঞাসা করিল যে তুই এ রমণীকে জানিস কি না। আমি কহিলাম যে ব্যক্তি আমাকে কখন দেখে নাই তাহাকে আমি কিরূপে জানিব। দৈত্য কহিল তবে এই অসি লইয়া ইহার শিরশ্ছেদ কর, তাহা হইলেই আমি জানিব যে তোর কথা সত্য, আর তোকে সং-হার করিব না। আমি বলিলাম এইক্ষণে করিতেছি, ইহা ব-লিয়া খড়্গ খান হস্তে লইলাম, কিন্তু আমি তাহাকে বিনাশ করি আমার এমন মানস ছিল না কেবল দৈত্যকে প্রতারণা করাই মাত্র অভিপ্রায় পরন্তু সে যুবতী আমার প্রতি দৃষ্টি করিয়া ইঙ্গিত দ্বারা জানাইল যে আমার নিমিত্ত সে আপন প্রাণ দিতে প্রস্তুত আছে। পরে আমি তাহাকে কাটিবার ছলে তাহার নিকট যাইয়া খড়্গ খানা ভূমিতে নিক্ষেপ ক-করিয়া দৈত্যকে কহিলাম আমি এমন নির্দ্দোষা কামিনীকে নষ্ট করিয়া কলঙ্কি হইতে পারিব না, আমি তোমার অধীনে আছি যাহা ইচ্ছা হয় তাহা আমাকেই কর, আমি বিনা দোষে স্ত্রী হত্যা করিতে পারিব না। দৈত্য কহিল তোরা উভয়ে আমার আজ্ঞা অবহেলা করিলি অতএব উভয়কেই ইহার প্রতিফল দিতেছি। ইহা বলিয়া খড়্গ দ্বারা রাজ কন্যার একটা হস্ত কাটিয়া ফেলিল, তাহাতে রাজকন্যা অন

হস্ত দ্বারা ইঙ্গিতে প্রেম জানাইয়া প্রাণ ত্যাগ করিল। আমি তখন কহিলাম হে দৈত্য আমাকে আর কেন রাখিতেছ আমাকেও নষ্ট করিয়া এ যন্ত্রণা হইতে উদ্ধার কর। দৈত্য কহিল আমাদের পূর্ব্বাপর এই রীতি আছে যে স্ত্রী জাতির সতীত্বের প্রতি সন্দেহ জন্মিলে আমরা তাহারদের এইরূপ দণ্ড করিয়া থাকি, তুই কুকর্ম্ম করিয়াছিস যদি এমন নিশ্চয় জানিতাম তবে তোকে এখনি সংহার করিতাম তথাপি তোকে এক দণ্ড দেই তোর আর মনুষ্যাকার থাকিবেক না, তুই কুক্কুর কিম্বা বনমনুষ্য অথবা পক্ষি ইহার মধ্যে যাহা হইতে ইচ্ছা করিস আমাকে বল। এই কথায় আমার মরণ শঙ্কা দূর হওয়াতে আমি দৈত্যকে কহিলাম হে দৈত্যরাজ আপনি রাগ সম্বরণ করুন আর যদি আমার প্রাণ নষ্ট না করিলেন তবে আমাকে এই ভাবে রাখিতে আজ্ঞা হউক, আমি আপনকার অনুগ্রহ চিরকাল স্মরণ করিব, এই প্রকারে অনেক স্তুতি বাদ করিতে লাগিলাম কিন্তু কোন প্রকারে দৈত্যের দয়া হইল না, সে কহিল যদিও তোরে বধ করিব না তথাপি এমত মনে করিস না যে তোকে এই শরীরে ফিরিয়া যাইতে দিব। এই কথা বলিয়া আমাকে বল পূর্ব্বক আকর্ষণ করিয়া পাতাল পুরী হইতে নির্গত হইয়া নিমেষের মধ্যে আকাশে এমত উচ্চ হইয়া উঠিল যে তথা হইতে পৃথিবীকে ক্ষুদ্র শুক্ল মেঘ খণ্ডের ন্যায় দেখিতে লাগিলাম পরে তথা হইতে বিদ্যুতের ন্যায় বেগে এক পর্ব্বতের উপর এক মুষ্টি [illegible] মন্ত্র পড়িয়া আমার অঙ্গে দিয়া বলিল যে মনুষ্য দেহ ত্যাগ করিয়া বন মনুষ্য হও। ইহা বলিয়াই দৈত্য অন্তর্দ্ধান হইল। তাহাতে আমি বনমনুষ্য হইয়া বিপদ সাগরে পড়িলাম এবং কোথায় যাই এই ভাবিয়া ব্যাকুল হইলাম। পরে ক্রমেং পর্ব্বত হইতে নামিয়া একটা প্রক. প্রান্তরে উপস্থিত হইলাম, ঐ প্রান্তর ভ্রমণ করিতে প্রায় এক মাস অতীত হইল, তদনন্তর সমুদ্র তীরে আসিয়া দেখিলাম প্রায় দুই ক্রোশ অন্তর দিয়া এক খানা সাগরযান গমন করিতেছে, তাহাতে আমি পুলকিত হইয়া একটা বৃক্ষের শাখা ভাঙ্গিয়া ঐ

শাখা জলে ভাসাইয়া তাহার উপর বসিয়া দুই হস্তে দুইটা যষ্টি দ্বারা বাহিতেং ঐ জাহাজ লক্ষ্যে গমন করিলাম ক্রমে জাহাজের নিকটবর্ত্তী হইলে পর দাঁড়ি মাজি সকলে কৌতুক দেখিতে জাহাজের উপরে আসিয়া দণ্ডাইল। আমি প্রাণ পণে জাহাজের নিকট গিয়া এক গাছা কাছি বাহিয়া জাহাজের উপর উঠিলাম কিন্তু ঐ জাহাজে যে সকল মহাজনেরা ছিল তাহারা অবৈধধর্ম্মাক্রান্ত, আমি জাহাজে উঠিলে তাহারা বিবেচনা করিল যে জাহাজের কোন অমঙ্গল ঘটনা হইবে, অতএব আমাকে নষ্ট করিয়া ফেলে এমত স্থির করিল, এবং কেহং মারিতে উপক্রম করিল। এই বিপদ কালে আমি জাহাজাধ্যক্ষের শরণ লইয়া তাহার পদ ধরিয়া কান্দিতে লাগিলাম তাহাতে জাহাজাধ্যক্ষ আমার প্রতি কৃপাবান হইয়া মারিতে নিষেধ করিয়া কহিলেন যে ব্যক্তি আমার অঙ্গে হস্তোত্তোলন করিবে তাহার উচিত প্রতিফল দিবেন ইহা বলিয়া জাহাজাধ্যক্ষ আমাকে স্নেহ করিতে লাগিলেন, আমিও ইঙ্গিত দ্বারা যথা সাধ্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলাম। অনন্তর পঞ্চাশ দিনের মধ্যে ঐ জাহাজ এক সুন্দর নগরে আসিয়া পৌঁছিল সেখানে লোকের অনেক বসতি এবং বাণিজ্য কর্ম্মের অতিশয় প্রবলতা প্রযুক্ত জাহাজ নোঙ্গর করিবা মাত্র কএক খান ক্ষুদ্র নৌকা জাহাজের চারি দিগে আইল এবং তন্মধ্য হইতে কএক জন ভদ্র লোক আমারদের জাহাজে আসিয়া বলিলেন যে আমরা রাজকর্ম্মকারী, মহাজন দিগের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছি। তাহাতে মহাজন সকল বাহির হইল তাহারদের এক জন কহিলেন যে তোমারা নির্বিঘ্নে এস্থানে আসিয়াছ ইহা শুনিয়া রাজা পরম সন্তুষ্ট হইয়াছেন অপর তাঁহার এক মন্ত্রী ছিলেন তিনি রাজকীয় কর্ম্মে অতিশয় সুপণ্ডিত বিশেষতঃ অতিশয় লিপিক্ষম ছিলেন। ঐ মন্ত্রী সম্প্রতি পরলোক গমন করিয়াছেন এজন্য আন্য একজন মন্ত্রির প্রয়োজন হওয়াতে রাজা প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন যেব্যক্তি উত্তম অক্ষর লিখিতে পারিবেক তাহাকে মন্ত্রিত্ব পদ দিবেন অতএব এক খানা কাগজ আনিয়াছি, আপনারা প্র-

উত্তাক জনে দুই চারি পংক্তি লিখিয়া দেউন, ঐ লেখা রাজা দৃষ্টি করিবেন। এই কথা শুনিয়া মন্ত্রি পদাকাঙ্খী মহাজনেরা যাহার যেমন সাধ্য সেই প্রকার লিখিয়া দিল। তৎপরে আমি রাজকার্য্য কারির হস্ত হইতে কাগজ খানা টানিয়া লইলাম ইহাতে মহাজন সকলে গোল করিয়া উঠিল। আর বলিল একিং পশুর হস্তে কাগজ। সে এখনি নষ্ট করিয়া ফেলিবেক, ইহা বলিয়া কাগজ কাড়িয়া লইতে উদ্যত হইল কিন্তু আমি যখন কাগজ লইয়া লিখিবার উপক্রম করিলাম তখন সকলে অবাক হইল তথাপি বন মনুষ্যের লিখনক্ষমতা অসম্ভব বিবেচনায় কেহং কাগজ কাড়িয়া লইতে আসিল তাহাতে জাহাজাধ্যক্ষ আমার স্বপক্ষ হইয়া সকলকে বলিল যদি বন মনুষ্য লিখিতে পারে লিখুক কেহ কিছু বলিও না, যদি কাগজ নষ্ট করে তবে ইহার মস্তক চূর্ণ করিব। অনন্তর আমি লেখনী লইয়া রাজার গুণ বর্ণন করিয়া ছয় ভাষায় ছয় কবিতা লিখিলাম ঐ লিখন লইয়া রাজকর্ম্ম কারি গণ প্রস্থান করিল। রাজা লিখন দৃষ্টে সন্তুষ্ট হইয়া কর্ম্মকারিদিগকে বলিলেন যে ব্যক্তি এই ছয় প্রকার অক্ষর লিখিয়াছে আমার অশ্ব শালা হইতে উত্তম অশ্ব লইয়া গিয়া তাহাতে তাহাকে আরোহণ করাইয়া এবং মণিময় পরিচ্ছদ পরিধান করাইয়া আমার নিকটে লইয়া আইস। এ কথায় কোনং রাজকর্ম্মকারি হাস্য করিলে রাজা ক্রোধাবিষ্ট হইলেন তাহাতে কর্ম্ম কারি গণ কহিলেন মহারাজ এই লেখা মনুষ্যের নহে একটা বন মনুষ্য লিখিয়াছে। রাজা বলিলেন এ কি চমৎকার বন মনুষ্য এমন উত্তম লিখিয়াছে, একথা অতি অসম্ভব। রাজকর্ম্মকারিরা কহিল মহারাজ আমরা যথার্থ কহিতেছি এক বন মনুষ্য আমারদিগের সাক্ষাতে এই কয়েক পংক্তি লিখিয়াছে এই কথা শুনিয়া রাজা অত্যন্ত চমৎকৃত হইয়া বলিলেন সেই বন মনুষ্যের অদ্ভুত ক্ষমতা দেখিতেছি অতএব সে কেমন দেখিব, তাহাকে লইয়া আইস। রাজাজ্ঞায় রাজ কর্ম্মকারি সকলে জাহাজে আসিয়া আমাকে মণিময় পরিচ্ছদ পরাইয়া অশ্বারোহণ পূর্ব্বক রাজার সমীপে লইয়া

গেল । তৎকালে রাজা সভাসদ গণ পরিবৃত্ত হইয়া সিংহাসনে বসিয়া ছিলেন, আমি নিকটস্থ হইয়া অষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করিলে রাজা আমাকে বসিতে আজ্ঞা করিলেন । অনন্তর রাজ সভাসদ গণ তথা হইতে বিদায় হইলে রাজা আমাকে ও এক খোজাকে ও একজন দাসকে সমভিব্যাহারে আর এক ঘরে গিয়া ভোজনে বসিলেন এবং ইঙ্গিত দ্বারা আমাকেও আহার করিতে বলিলেন । আমি নমস্কার করিয়া ভোজন করিতে লাগিলাম, ভোজনান্তে শতরঞ্চের বল আনাইয়া ভূপাল আমাকে সঙ্কেত দ্বারা জিজ্ঞাসা করিলেন যে তুমি এই খেলা জান কি না, আমি ইঙ্গিতে জানাইলাম জানি । তাহাতে রাজার সঙ্গে খেলা আরম্ভ হইলে প্রথম বাজী রাজা জিতিলেন আর দুই বাজীতে আমি জয়ী হইলাম । বন মনুষ্যের এই আশ্চর্য্য ক্ষমতা দৃষ্টে রাজা রূপেশ্বরি নাম্নী স্বীয় প্রিয়তমা কন্যাকে আহ্বান করিয়া পাঠাইলেন । যখন নরেন্দ্র তনয়া তথায় আসিলেন তখন তাহার মুখে আবরণ ছিল না, কিন্তু গৃহ প্রবেশ করিয়া মুখে ঘোমটা দিয়া রাজাকে বলিলেন হে পিতঃ আমি পুরুষের সম্মুখে কখন আসি নাই অতএব পুরুষের সাক্ষাতে আমাকে কেন আনাইলেন । ভূপাল বলিলেন কন্যা এ কি বলিতেছ এখানে অন্য পুরুষ কে আছে । কেবল আমি ও তোমার রক্ষক খোজাধ্যক্ষ যাহারদের সাক্ষাতে তুমি সর্ব্বদা বাহির হও সেই আমরাই আছি আমারদিগের সম্মুখে তোমার লজ্জা কি । নৃপ কুমারী বলিলেন পিতা এই যে বন মনুষ্য এ পশু নহে, এক রাজার পুত্র, কুহক দ্বারা এই অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে । এই কথায় নরপতি অতিশয় বিস্ময়াপন্ন হইয়া আমার প্রতি দৃষ্টি করত পূর্ব্ববৎ সঙ্কেত দ্বারা আলাপ না করিয়া বাক্য দ্বারা জিজ্ঞাসা করিলেন যে কন্যা যাহা বলিতেছেন তাহা সত্য কি না । আমি বাক্য শক্তি রহিত কথা কহিতে না পারিয়া মস্তকে হস্ত অর্পণ করিয়া জানাইলাম যে রাজ কন্যা যাহা বলিতেছেন তাহা সত্য । তাহাতে রাজা কন্যাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে এই রাজ পুত্র বন মনুষ্য হই

য়াছে তুমি কি রূপে জানিলে, নৃপনন্দিনী বলিলেন মহারাজের স্মরণ থাকিতে পারে যখন আমার বাল্যাবস্থা তখন আমার এক জন পরিচারিকা ছিল সে আমাকে সত্তর প্রকার কুহক মন্ত্র শিক্ষা করায় আমি সেই মন্ত্র দ্বারা কুহক প্রাপ্ত লোক দিগকে দৃষ্টি করিবা মাত্রে চিনিতে ও তাহারা কে এবং কাহার দ্বারা রূপান্তর প্রাপ্ত তাহা বলিতে পারি। রাজা বলিলেন তুমি এমন বিদ্যাবতী ইহা আমি জানিতাম না, যাহা হউক, এখন এই রাজপুত্রের পশুদশা বিমোচন করিতে পারিবা কি না। ভূপ-দুহিতা উত্তর করিলেন হাঁ পারিব। রাজা বলিলেন তবে ইহাকে মুক্ত কর, ইহা করিলে আমি অত্যন্ত আহ্লাদিত হইব, এবং এই রাজপুত্রকে আমার মন্ত্রী করিয়া তোমার সঙ্গে বি-বাহ দিব। রাজকন্যা যে আজ্ঞা বলিয়া আমারদিগের সকলকে একটা নির্জ্জন গৃহে লইয়া গেলেন এবং আমারদিগকে এক পার্শ্বে বসিতে কহিয়া আপনি মধ্যস্থলে বসিয়া আপনার চতু-র্দ্দিকে একটা মণ্ডল অঙ্কন করিলেন এবং মধ্যে আপনি দৃঢ় হইয়া বসিয়া মন্ত্র ও কোরানের শ্লোক পড়িতে লাগিলেন, মন্ত্র পাঠ হইতে২ ঘোর অন্ধকার হইল এবং পৃথিবী রসাতল যায় এমত লক্ষণ হইয়া উঠিল। আমরা সকলে তাহা দেখিয়া অত্যন্ত ত্রাস যুক্ত হইলাম, অপর ক্ষণেক কাল পরে সেই দৈত্য যে আমাক রূপান্তর করিয়াছিল সে সিংহের মূর্ত্তি ধারণ করিয়া ভয়ঙ্কর রবে সেই স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইল। নৃপাঙ্গনা তাহাকে দেখিয়া বলিলেন ওরে কুক্কুর তোর এত বড় আস্পর্দ্ধা আমার নিকটে নম্র ভাবে না আসিয়া ভয়া-নক মূর্ত্তি ধরিয়া আসিয়াছিস তুই কি মনে করিস যে তোকে দেখিয়া আমি ভয় পাইব। সিংহ উত্তর করিল তোর মনে নাই আমরা পরস্পর সত্য করিয়াছি যে কেহ কাহার হিংসা করিব না তুই কি সেই সত্য এখন ভঙ্গ করিতে চাহিস। রাজকন্যা বলিলেন ওরে পাপাত্মা তুই কি আপনি সেই সত্য পালন করিতেছিস। সিংহ ইহা শুনিয়া ভয়ঙ্কর স্বরে বলিল তুই আমাকে এত ক্লেশ দিয়া আনিলি, থাক্, তোকে প্রতি-

ফল দিতেছি, এই কথা বলিয়া বদন ব্যাদান করিয়া রাজকন্যাকে গ্রাস করিবার উপক্রম করিল। তাহাতে রাজনন্দিনী তৎক্ষণাৎ পশ্চাৎদিকে আসিয়া মস্তকের একটী কেশ ছিন্ন করিয়া মন্ত্র দ্বারা তাহাকে খড়্গরূপি করিয়া সেই খড়্গের দ্বারা সিংহকে দুই খণ্ড করিলেন। ইহাতে সিংহের শরীর তৎক্ষণাৎ অদৃশ্য হইল, কিন্তু মস্তকটা রহিল। পরে ঐ মস্তক বৃশ্চিক মূর্ত্তি ধারণ করিলে রাজকন্যা সর্প মূর্ত্তি ধরিয়া সেই বৃশ্চিকের সঙ্গে যুদ্ধ আরম্ভ করিলেন। কিয়ৎ ক্ষণ পরে বৃশ্চিক পরাভূত হইয়া রাজপক্ষী হওত উড্ডীয়মান হইলে, সর্পও ঐ মূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক তাহার পশ্চাৎ২ গমন করিল। তাহারা ক্রমেং এত দূরে গেল যে আমরা তাহারদিগকে আর দেখিতে পাইলাম না। কতক্ষণ পরে সম্মুখস্থ উদ্যানের ভূমি বিদীর্ণ হইয়া সেই ভূমির ভিতর হইতে একটা বিড়াল নির্গত হইয়া ভয়ঙ্কর শব্দ করিতে লাগিল এবং বিড়ালের পশ্চাতে একটা ব্যাঘ্রও আসিয়া উপস্থিত হইল, দৈবাৎ তথায় একটা দাড়িম্ব ফল পড়িয়া থাকাতে বিড়াল ব্যাঘ্রের ভয়ে পতঙ্গ হইয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিল কিন্তু সে প্রবেশ করাতে সেই দাড়িম্বফল ফাটিয়া পড়িল। ব্যাঘ্র ঐ সময় কুক্কুট হইয়া সেই দাড়িম্বের বীজ সকল ভক্ষণ করিতে লাগিল, এবং সকল বীজ খাওয়া হইলে পর উল্লাসিত হইয়া পাখা বিস্তার পূর্ব্বক আমারদের সম্মুখে আসিল কিন্তু ঐ দাড়িম্বের একটা বীজ দৈবাৎ নদীর তটে প্রক্ষিপ্ত হইয়া গিয়াছিল পশ্চাৎ তাহা দৃষ্টি গোচর হওয়াতে সেই কুক্কুট যেমন তাহা খাইতে যাইবে তৎক্ষণে ঐ বীজ গড়াইয়া২ নদীর জলে পড়িয়া মৎস্য হইয়া জলের মধ্যে প্রবেশ করিল। কুক্কুট তাহা দেখিয়া পানকৌড়ি হইয়া ঐ মৎস্যের পশ্চাৎ২ গমন করিল, এবং দুই ঘণ্টা পর্য্যন্ত জল হইতে কেহ বাহির হইল না, অতএব জলের মধ্যে কিং হইল তাহা বলিতে পারি না। অনন্তর একটা ঘোর ভয়ঙ্কর শব্দ হইলে দৃষ্ট হইল যে রাজকন্যা ও দৈত্য পরস্পর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছে এবং তাহাদের উভয়ের মুখ হইতে অগ্নি শিখা নির্গত হইতেছে

এবং তাহারা পরস্পর ঐ অগ্নি অঙ্গে নিক্ষেপ করিতেছে, এই রূপ সংগ্রামের পরেই বাহু যুদ্ধ আরম্ভ হইল। অনন্তর ক্ষণেক কাল পরে দৈত্য নৃপাত্মজার হস্ত ছাড়াইয়া আমারদিগের নিকটে আসিয়া আমারদিগের অঙ্গে থুথু করিয়া অগ্নি দিতে লাগিল, ঐ অগ্নিতে আমরা সকলেই মারা পড়িতাম কিন্তু সৌভাগ্য ক্রমে রাজকন্যা তথায় আসিয়া উপস্থিত হওয়াতে দৈত্য পলায়ন করিল তথাপি তাহার সেই অগ্নিতে রাজার শ্মশ্রু ও মুখ দগ্ধ হইয়া গেল ও খোজা দগ্ধাঙ্গ হইয়া প্রাণে মরিল আর আমার দক্ষিণ চক্ষে অগ্নি প্রবিষ্ট হওয়াতে ইহা অন্ধ হইল। আমারদিগের এই বিপদের সময় রাজকন্যা আমারদিগের সম্মুখে আসিলে আমরা দেখিলাম যে দৈত্য ভস্মসাৎ হইয়াছে। পরে ভূপাল তনয়া বলিলেন অবিলম্বে আমাকে একটা পাত্র করিয়া জল আনিয়া দেও, তাহাতে দাসী তৎক্ষণাৎ জল আনিয়া দিল। নৃপসুতা ঐ জল মন্ত্র পূত করিয়া আমার অঙ্গে প্রক্ষেপ করিবামাত্র আমি পূর্ব্বে যে প্রকার মনুষ্য ছিলাম সেই রূপ মনুষ্য হইলাম কিন্তু দক্ষিণ চক্ষু অন্ধ রহিল। সে যাহা হউক, আমি পুনশ্চ রাজকন্যার দ্বারা নরদেহ প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিব এমত সময় নৃপ নন্দিনী পিতাকে বলিলেন হে জনক আমি দৈত্য বধ করিয়াছি বটে, কিন্তু দৈত্যের অগ্নিতে আমার তাবৎ দেহ জ্বলিতেছে অতএব আমার প্রাণ রক্ষা দুষ্কর, বুঝি আমার মৃত্যু নিকটবর্ত্তী হইল। রাজা এই কথা শুনিয়া মৃতকল্প হইয়া অনেক বিলাপ করিয়া বলিলেন হে তনয়ে দৈত্যের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া এ কি সর্ব্বনাশ হইল, এই দেখ তোমার রক্ষক প্রাণ ত্যাগ করিয়াছে, আর এই যে রাজ পুত্রকে উদ্ধার করিলে তাহার এক চক্ষু অন্ধ হইয়াছে, এবং আমার যে অবস্থা তাহা প্রত্যক্ষেই দেখিতেছ আমি যে এপর্য্যন্ত প্রাণ ধারণ করিয়া আছি ইহা আশ্চর্য্য। ভূপাল এই প্রকারে শোক প্রকাশ করিতেছেন এমন সময়ে রাজকন্যা উচ্চৈস্বরে বলিলেন আমার প্রাণ যায়। ফলতঃ, যে অগ্নি

তাঁহার দেহে প্রবিষ্ট হইয়াছিল তাহাতে ক্রমে তাবৎ শরীর প্রজ্বলিত হইয়া ক্ষণেক পরেই ভস্মরাশি হইল ।

রাজা দুহিতার শোকে উন্মত্তের ন্যায় হইয়া প্রায় মাসাবধি শয্যাগত থাকিলেন, পরে কিঞ্চিৎ সুস্থ হইলে আমাকে এক দিবস বলিলেন হে রাজপুত্র আমি তোমাকে এক আজ্ঞা করিতেছি তাহা শ্রবণ কর, আমি ইতিপূর্ব্বে সুখে কাল যাপন করিতেছিলাম, কখন কোন আপদ জানিতাম না যদবধি তুমি আমার রাজ্যে আগমন করিয়াছ তদবধি বিধিমতে যন্ত্রণা পাইতেছি, আমার পরম স্নেহাস্পদ দুহিতা প্রাণে মরিলেন তাঁহার রক্ষক নষ্ট হইল এবং আমিও মৃতের ন্যায় হইলাম, তোমার আগমনেই এই সকল দুর্ঘটনা ঘটিল অতএব তুমি এস্থান পরিত্যাগ করিয়া শীঘ্র প্রস্থান কর, আর এই রাজ্যে কখন পদার্পণ করিও না, তাহা করিলে তোমার প্রাণ যাইবে । এই কথা শুনিয়া আমি উত্তর করিতে উদ্যত ছিলাম কিন্তু রাজা ক্রোধান্ধ হইয়া আমাকে কোন কথা বলিতে দিলেন না, সুতরাং নিরুপায় হইয়া তদ্দেশ পরিত্যাগ করিলাম, এখানে আগমনের পূর্ব্বে দাড়ী ও ভ্রূ মুণ্ডন পূর্ব্বক ফকীরের বেশ ধরিয়া অনেক দেশ ভ্রমণ করিয়াছি, কোন স্থানে কাহাকেও আপনার পরিচয় দি নাই, বোগদাদ নগরস্থ মহারাজাধিরাজ হারুন আল রশিদের নিকটে যাইয়া আপনার দুঃখের সমস্ত বিবরণ কহিব এই মনস্থ করিয়া অদ্য সন্ধ্যার সময় এই নগরে পৌঁছিয়াছি, যে ফকির ইতিপূর্ব্বে গল্প বলিলেন তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলে পর আপনারদের আশ্রমে আসিলাম । হে ঠাকুরাণি এই আমার পরিচয় ও এক চক্ষু অন্ধ হওনের বিবরণ কহিলাম, এইক্ষণে যাহা বাঞ্ছা তাহা কর ।

দ্বিতীয় ফকিরের এই বিবরণ শুনিয়া জোবেদী তাহাকে বিদায় হইতে বলিলেন কিন্তু ঐ ফকিরও আর২ সকলের বিবরণ শুনিবার আকাঙ্ক্ষাতে সে স্থানে থাকিতে প্রার্থনা করাতে জোবেদী তাহাতে আপত্তি করিলেন না । অনন্তর তৃতীয় ফকির

জোবেদীকে সম্বোধন করিয়া আপনার কাহিনী এই প্রকারে আরম্ভ করিল।

তৃতীয় ফকিরের কথা ॥

তৃতীয় ফকীর বলিল ঠাকুরাণি, কাশীব নামে এক রাজা ছিলেন, আমি তাঁহার পুত্র, আমার নাম আজীব। পিতার পরলোকান্তে আমি রাজ্যেশ্বর হইয়া প্রথমতঃ আপন অধীনস্থ সমস্ত প্রদেশে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইলাম, পরে উপদ্বীপস্থ প্রজাদিগের প্রতি স্নেহ প্রকাশ নিমিত্ত সুসজ্জিত হইয়া জাহাজারোহণ পূর্ব্বক উপদ্বীপে যাত্রা করিলাম তাহাতে জলপথে গমনের সুখাস্বাদ হওয়াতে ঐ সকল উপদ্বীপ দর্শনানন্তর আরং দ্বীপ দর্শনাভিলাষে আর দশখান উত্তম জাহাজ সজ্জিত করিয়া তদারোহণে যাত্রা করিলাম। শেষ বারে ৪০ দিবস পর্য্যন্ত পরমানন্দে গমন হইল. ৪১ দিনের রাত্রিতে প্রতিকূল সমীরণের বহনারম্ভ হওয়াতে জাহাজ সকল জল মগ্ন হইবার উপক্রম হইল, ঈশ্বরের কৃপায় নিশাবসানে বায়ুর বেগ শনতা হওয়াতে রক্ষা পাইলাম, তাহার পর দশ দিবস পর্য্যন্ত কোন বিঘ্ন হইল না, একাদশ দিবসে এক জন নাবিক স্থল অনুসন্ধানের জন্য মাস্তুলে উঠিয়া উপর হইতে বলিল যে দক্ষিণ ও বামভাগে স্থল দৃষ্ট হয় না কিন্তু সম্মুখে একটা আকর দেখা যাইতেছে। এইকথা শুনিবামাত্র জাহাজের কর্ণধার শুষ্কমূর্ত্তি হইয়া মাথা হইতে পাগড়ি নিক্ষেপ করিয়া বক্ষঃস্থলে করাঘাত করিতেং বলিল, সর্ব্বনাশ, আমারা সকলেই নষ্ট হইলাম, আমি নাবিক বিদ্যায় নিপুণ বটি কিন্তু আমার আর এমত সাধ্য নাই যে কোন প্রকারে জাহাজ রক্ষা করি। ইহাতে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম বৃত্তান্ত কি, এমত কথা কেন বলিতেছ। নাবিক উত্তর করিল কল্য রাত্রিতে ঝড় হইয়া ছিল তাহাতে আমারদিগকে অনেক দূরে আনিয়া ফেলিয়াছে, ঐ যে কৃষ্ণবর্ণ দ্বীপ দৃষ্ট হইতেছে, উহা চুম্বক পাতরের পর্ব্বত, ঐ

পর্ব্বত জাহাজকে আকর্ষণ করিয়া টানিতেছে, কল্য বেলা দুই প্রহর না হইতে২ জাহাজ সকল পর্ব্বতের উপর গিয়া পড়িবেক আর এই সকল জাহাজ যত পর্ব্বতের নিকটবর্ত্তী হইবেক ততই পেরেক ও আর২ লৌহ নির্ম্মিত বস্তু ঐ চুম্বকের আকর্ষণে জাহাজ হইতে খসিয়া পর্ব্বতে গিয়া লাগিবে, সুতরাং জাহাজ রক্ষার উপায় নাই, আমি শুনিয়াছি এই প্রকারে অসঙ্খ্য জাহাজ নষ্ট হইয়াছে, এবং সেই সকল জাহাজের যাবদীয় পেরেক ঐ পর্ব্বতে লাগিয়া আছে তাহাতেই পর্ব্বত কৃষ্ণবর্ণ দেখা যায় অপর ঐ পর্ব্বত অত্যন্ত উচ্চ নীচ ও তাহার উপরি ভাগে পিত্তলের স্তম্ভ সংযুক্ত ধাতু নির্ম্মিত একটা গোলাকৃতি ঘরের সর্ব্বোপরি একটা পিত্তলের অশ্ব আছে তদুপরি এক মনুষ্যের মূর্ত্তি আছে তাহার বক্ষঃস্থলে এক খানা সীসার পাত্রে কত গুলিন জাদু মন্ত্র লেখা আছে, তাহাতেই সকল জাহাজের এই রূপ দুর্ঘটনা হইয়া থাকে, আরো পরম্পরায় শ্রুত আছে যদবধি ঐ মূর্ত্তিকে কেহ সমুদ্রে নিক্ষেপ না করিবে তদবধি এ প্রকার বিপদ হইতে থাকিবে।

পরে পরদিন সূর্য্যোদয় হইলে আমরা ঐ পর্ব্বত পরিস্কার রূপে দেখিতে পাইলাম আর যে প্রকার শুনিয়াছিলাম পর্ব্বত দৃষ্টে তদপেক্ষা অধিক ভয় জন্মিতে লাগিল। অনন্তর প্রায় দুই প্রহরের সময়ে জাহাজ সকল পর্ব্বতের অতি নিকট বর্ত্তি হওয়াতে মাঝি যাহা২ বলিয়া ছিল তাহা সকলই ঘটিল অর্থাৎ জাহাজের পেরেক সকল খসিয়া পর্ব্বতে গিয়া লাগিতে লাগিল এবং জাহাজ সকল খণ্ড২ হইয়া জলমগ্ন হইল, ইহাতে নাবিক ও আরোহী সকলেই মারা পড়িল, কিন্তু আমার প্রতি পরমেশ্বরের কেমন কৃপা বলিতে পারি না, আমি এক খান তক্তা অবলম্বন করিয়া প্রাণ রক্ষা পাইলাম আর ভাগ্যক্রমে সমীরণ দ্বারা ঐ তক্তা পর্ব্বতের এমন এক স্থানে গিয়া লাগিল যে সেখান হইতে পর্ব্বতের উপর উঠিবার একটা সিঁড়ি ছিল ঐ সিঁড়ি অতি অপ্রশস্ত ও উচ্চ নীচ এবং অল্প পবন হইলে

পড়িয়া যাওয়ার সম্ভব কিন্তু আমি তদ্দ্বারা কোন প্রকারে নির্বিঘ্নে উপরে উঠিলাম তৎপরে পরমেশ্বরের গুণানুবাদ করিয়া রাত্রিকালে পূর্ব্বোক্ত পিতলের গৃহে শয়ন করিয়া থাকিলাম, নিদ্রা আকর্ষণ হইলে স্বপ্নে দেখিলাম এক প্রাচীন পুরুষ আমার সম্মুখে আসিয়া বলিতেছে হে আজীব আমার কথা শ্রবণ কর, যখন তোমার নিদ্রা ভঙ্গ হইবেক তখন উঠিয়া তোমার পদদ্বয় যে স্থানে আছে সেই স্থান খনন করিও, তাহাতে একটা পিত্তলের ধনুক ও তিনটা সীসার বাণ পাইবে, ঐ বাণ ধনুকে সন্ধান করিয়া ধনুকে যোজনা করিয়া অশ্বারূঢ় মূর্ত্তির প্রতি নিক্ষেপ করিও তাহাতে ঐ মূর্ত্তি সমুদ্রে পড়িবে এবং অশ্বটা তোমার নিকটে আসিবে পরে তুমি যে স্থান হইতে ধনুর্ব্বাণ পাইবে সেই স্থানে ঐ অশ্বকে পুতিয়া রাখিবে, তাহাতে এই সমুদ্র উথলিয়া এই পর্ব্বতের শৃঙ্গ পর্য্যন্ত জল উঠিবে তখন ধাতু নির্ম্মিত এক মনুষ্য দুই হস্তে দুইটা দাঁড় বাহিতে২ এক খানা নৌকা লইয়া তোমার নিকটে আসিবে, তুমি সেই তরিতে আরোহণ করিলে দশ দিবসের মধ্যে সেই নাবিক তোমাকে আর এক সমুদ্রে লইয়া যাইবে, তথা হইতে তুমি অনায়াসে স্বদেশে গমন করিতে পারিবা, কিন্তু সাবধান, তরি আরোহণ সময়ে অথবা গমন কালে কদাচ পরমেশ্বরের নাম গ্রহণ করিও না, তাহা করিলে বিপদ ঘটিবে।

এই রূপ স্বপ্নান্তে নিদ্রা ভঙ্গ হইলে পর বৃদ্ধ যেমন২ বলিয়াছিল আমি সেই রূপ করিলাম অর্থাৎ মৃত্তিকা খনন করিয়া ধনুর্ব্বাণ প্রাপ্ত্যনন্তর অশ্বারোহির প্রতি শর নিক্ষেপ করিতে লাগিলাম তাহাতে তৃতীয় বাণে অশ্বারোহী গড়াইয়া২ সমুদ্রে গিয়া পড়িল ও অশ্বটা আমার নিকটে আসিল। আমি তখনি শবের ন্যায় ঐ অশ্বকে গর্ত্তের ভিতরে পুতিলাম। তৎপরেই সমুদ্র উথলিয়া ক্রমে২ ঐ স্থান পর্য্যন্ত জলাক্রান্ত হইলে দেখিলাম এক খানা নৌকা আসিতেছে, সেই তরি তটের নিকটে আসিলে পর দৃষ্ট হইল তাহাতে যে মনুষ্য আছে সে ধাতু নির্ম্মিত বটে। অনন্তর আমি ঐ নৌকায় আরোহণ করিলে ঐ

ধাতুময় মূর্ত্তি তরি বাহিয়া চলিল, আমি তাহার সঙ্গে কোন কথা কহিলাম না এবং পরমেশ্বরের নামও উচ্চারণ করিলাম না। ঐ রূপে ৯ দিবস পর্য্যন্ত ঐ ব্যক্তি অবিশ্রান্ত বাহিয়া চলিল, দশম দিবসে কতক গুলা উপদ্বীপ দৃষ্ট হওয়াতে আমার অন্তঃকরণে অত্যন্ত আহ্লাদ জন্মিল, তাহাতে বৃদ্ধের বচন বিস্মৃত হইয়া কহিলাম হে পরমেশ্বর তুমি ধন্য ও তোমার নাম সত্য কিন্তু আমি যেমন এই কথাটী বলিয়াছি অমনি ঐ নৌকা ও মনুষ্য অন্তর্হিত হইল, সুতরাং আমি জলের উপরে ভাসিতে লাগিলাম। পরে সূর্য্য লক্ষ্যে সমস্ত দিবস সাঁতার দিলাম কিন্তু রাত্রির ঘোরতর অন্ধকারে দিগ ভ্রম হওয়াতে উদ্দেশ্য দিক নিরূপণ করিতে না পারিয়া সুবিধা ক্রমে অন্য এক দিকে যাইতে লাগিলাম, এই প্রকারে আমার অত্যন্ত শ্রান্তি বোধ হইলে অকস্মাৎ একটা তরঙ্গ আসিয়া আমাকে এক শুষ্ক স্থানে লইয়া ফেলিল আমি ঐ স্থানে পড়িয়া তরঙ্গের পুনরাগমন ভয়ে অবিলম্বে ভূমিতে উঠিলাম এবং নিশাবসান হইলে দেখিলাম যে অরণ্যের ন্যায় একটা উপদ্বীপে আসিয়া পড়িয়াছি, অনেক কাল পরে দেখিলাম এক খানা জাহাজ পাইলভরে ঐ উপদ্বীপাভিমুখে আসিতেছে ইহাতে অন্তঃকরণে আনন্দ জন্মিল বটে কিন্তু তাহাতে কি প্রকার মনুষ্য আছে তাহা স্থির করিতে না পারাতে একটা বৃহৎ বৃক্ষে আরোহণ করিয়া এমত ভাবে থাকিলাম যে আমি সকল দেখিতে পাই, কিঞ্চিৎ কাল পরে দেখিলাম ঐ জাহাজ উপদ্বীপে আসিয়া লাগিল এবং দশ জন ভৃত্য কোদাইল ও খনন করিবার অন্য২ অস্ত্র শস্ত্র লইয়া জাহাজ হইতে নামিয়া উপদ্বীপের মধ্য স্থানে যাইয়া মৃত্তিকা খনন করিল তৎপরে জাহাজে আসিয়া নানাবিধ খাদ্য সামগ্রী ও কয়েক খান খাট পালঙ্ক লইয়া ঐ খনিত স্থানে প্রবেশ করিল তাহার পর পুনর্ব্বার জাহাজে আসিয়া জাহাজ হইতে এক প্রাচীন পুরুষকে সঙ্গে লইয়া ঐ স্থানে গমন করিল এবং ঐ প্রাচীনের হস্ত ধারণ পূর্ব্বক ১৪ অথবা ১৫ বৎসর বয়স্ক একটা পরম সুন্দর বালক চলিল, ইহার

সকলেই অগ্রে পাতাল পুরী প্রবেশ করিল কিন্তু ক্ষণেক পরে যখন বাহির হইয়া খনন স্থান মৃত্তিকা দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া জাহাজে পুনরাগমন করিল তখন সেই বালককে তাহারদিগের সমভিব্যাহারে দেখিলাম না, ইহাতে অনুভব হইল যে ঐ বালককে গর্ত্তের মধ্যে রাখিয়া আসিল।

অনন্তর যখন বৃদ্ধ ও ভৃত্যগণ জাহাজারোহণ পূর্ব্বক বায়ুবেগে গমন করিল তখন আমি ধীরে২ বৃক্ষ হইতে অবরোহণ করিয়া সেই স্থানে যাইয়া মৃত্তিকা উঠাইয়া দেখিলাম ওয় তন্মধ্যে একটা দ্বার আছে তাহার মুখে একখান বড় প্রস্তরের আবরণ, ঐ প্রস্তর তুলিবাতে তন্মধ্যে এক পাষাণময় পুরী দর্শন করিলাম, পরে পাষাণের সোপান দ্বারা প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলাম প্রদীপ দ্বারা আলোকময় এক গৃহে গালিচার উপর সুচারু শয্যা সম্বলিত এক বিচিত্র পর্য্যঙ্কে সেই যুবা বালকটী বসিয়া আছে। সেই কুমার আমাকে দেখিয়া সশঙ্কিত হইল, কিন্তু আমি তাহাকে অভয় দিয়া কহিলাম যে শঙ্কার বিষয় নাই, আমি তোমার অনিষ্ট করণের মানসে আসি নাই বরং আমার দ্বারা যদি তোমার কোন উপকার হয় তাহা করিব, তৎপরে ঐ স্থানে তাহার একাকী থাকনের বিবরণ জিজ্ঞাসা করিলাম। বালক আমার কথায় নির্ভয় হইয়া আমাকে নিকটে বসাইয়া সহাস্য বদনে বলিল যে আমার এস্থানে আগমনের কারণ শুনিলে তোমার আশ্চর্য্য বোধ হইবে, যাহা হউক, বলিতেছি শ্রবণ কর।

আমার পিতা এক জন প্রসিদ্ধ রত্নপরীক্ষক, তিনি আপন বুদ্ধির দ্বারা অতুল ঐশ্বর্য্য উপার্জ্জন করিয়াছিলেন কিন্তু আদৌ তাঁহার সন্তান সন্ততি ছিল না। এক দিন স্বপ্ন যোগে দেখিলেন যে তাঁহার এক পুত্র হইবে কিন্তু সে পুত্র দীর্ঘায়ু হইবেক না। এই স্বপ্নের কিয়দ্দিবস পরে আমার মাতার গর্ব্ভের সংবাদ শুনিয়া পিতা বিবেচনা করিলেন যে যে রাত্রে স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন সেই নিশাতেই গর্ভ সঞ্চার হইয়াছে। তদনন্তর দশ মাস অতীত হইলে পর আমি ভূমিষ্ঠ হইলাম তাহাতে

সকলেই আনন্দার্ণবে মগ্ন হইলেন পরন্তু পিতা গণক আনাইয়া আমার জন্মক্ষণ নির্ণয় করিয়া আমার অদৃষ্টের ফলাফলের কথা জিজ্ঞাসা করিলে গণকেরা বলিল যে ১৫ বৎসর বয়ঃক্রম পর্য্যন্ত এ বালকের অতিসুখে যাইবে, তাহার পর একটা কঠিন বিপদ ঘটিবে তাহাতে প্রাণ বিয়োগের সম্ভাবনা, কিন্তু যদি ঐ অরিষ্ট কাটাইয়া উঠিতে পারে তবে অনেক কাল বাঁচিবে। তাহারা আরো বলিল যে এ বালকের বয়স পূর্ণ পঞ্চদশ বর্ষ হইলে আজির নামে কাসিব রাজার পুত্র চুম্বক পর্ব্বতের উপরিস্থ পিতল নির্ম্মিত প্রতিমূর্ত্তি সমুদ্রে নিক্ষেপ করিয়া দিবে এবং তাহার ৫০ দিবস পরে ঐ রাজপুত্র ইহাকে নষ্ট করিবে। পিতা আমার জন্মের পূর্ব্বে যে স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন গণক দিগের এই সকল কথার সহিত তাহার ঐক্য হওয়াতে অত্যন্ত শোকাকুল হইলেন এবং সেই অবধি আমার রক্ষার নিমিত্ত বিধিমত উপায় করিতে লাগিলেন আর শেষোক্ত ঘটনার আশঙ্কায় ৫০ দিবস পর্য্যন্ত আমাকে গোপন করিয়া রাখিবার মানসে পাতালের মধ্যে এই পুরী নির্ম্মাণ করিলেন। অনন্তর কিয়দ্দিবস হইল আমার বয়ঃক্রম পঞ্চ দশ বর্ষ পূর্ণ হইলে ১০ দিবস পরে পিতা শুনিলেন যে ঐ পর্ব্বতস্থ প্রতিমূর্ত্তি সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে, অতএব ব্যস্ত সমস্ত হইয়া আমাকে এই স্থানে লুকাইয়া রাখিয়া গিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে ৪০ দিনের পর এই স্থানে আসিয়া আমাকে লইয়া যাইবেন, হে মহাশয় এই আমার সমস্ত পরিচয় কহিলাম।

আমি রত্ন পরীক্ষক তনয়ের এবম্বিধ পরিচয়ে বিস্ময়াপন্ন হইলাম পরন্তু তাহার ত্রাস বৃদ্ধি না হয় এজন্য আত্ম পরিচয় ও বিবরণ সংগোপন পূর্ব্বক আর২ কথা বার্ত্তায় সমস্ত দিবস কাটাইলাম, পরে রজনীযোগে ভোজনাদির পর উভয়ে শয়ন করিয়া থাকিলাম। পর দিন প্রাতঃকালে গাত্রোত্থানানন্তর আমি ঐ জহরির পুত্রকে স্নানাদি করাইলাম, তৎপরে আহারাদি হইলে কাল হরণের নিমিত্ত একটা খেলা রচনা করিলাম তাহাতে উভয়ের সুখে দিন যাপন হইতে লাগিল এ

আমারদিগের পরস্পর অত্যন্ত প্রণয় হইল, জহরির পুত্র আমাকে অতিশয় ভক্তি করিতে লাগিল এবং তাহার প্রতি আমারও অতিশয় স্নেহ জন্মিল ইহাতে আমি তাহাকে বিনাশ করিব গণকেরা এই যে কথা বলিয়াছিল তাহা মনে হইলে তাহারদিগকে নিতান্ত প্রতারক জ্ঞান হইত। সে যাহা হউক; ৩৯ দিবস অতিশয় আমোদ প্রমোদে অতীত হইল, ৪০ দিবসের প্রত্যূষে নিদ্রোত্থিত সেই যুবা পুলকিত শরীর হইয়া আমাকে কহিল যে অদ্য ৪০ দিবস যায় এখনও আমার জীবনের কোন বিঘ্ন হইল না, অতএব আমি পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ দিই, আর তুমি কি শুভক্ষণে আসিয়াছিলে যে তোমার সহবাসে আমি স্বচ্ছন্দে কাল যাপন করিলাম, বোধ করি, আমার পিতা ইহার জন্য তোমার অবশ্য পুরস্কার করিবেন, এবং যাহাতে তোমার স্বদেশে পুনর্গমন হয় তাহার উপায় করিয়া দিবেন। এই কথা কহিয়া আমাকে কহিতে লাগিলেন যে অদ্য পিতা আসিবেন অতএব অগ্রে পরিচ্ছন্ন হইয়া থাকা উচিত, তুমি জল উষ্ণ করিয়া দেও আমি স্নান করিব। রত্ন পরীক্ষক পুত্রের এই কথাতে জল উষ্ণ করিয়া দিলাম তাহাতে সে স্নান করিলে পরে আমি তাহার অঙ্গ মার্জ্জন করিয়া দিলাম ও সে বস্ত্রাদি পরিধান করিয়া শয়ন করিল কিঞ্চিৎ কাল পরে নিদ্রান্তে উঠিয়া আমাকে বলিল হে প্রিয়তম, আমার ক্ষুধা বোধ হইয়াছে, আমাকে একটা তরমুজ ও কিঞ্চিৎ চিনী আনিয়া দেও, আমি আহার করি। এই কথা বলিবাতে তথায় যে কয়েকটা তরমুজ ছিল আমি তাহার একটা এক খান পাত্রে করিয়া তাহার সম্মুখে দিলাম, কিন্তু তরমুজ কাটিবার নিমিত্তে ছুরি না পাওয়াতে জিজ্ঞাসা করিলাম যে এখানে কোন অস্ত্র আছে কি না। যুবা বলিল হাঁ, আমার শয্যার নিকটে তাকের উপর এক খান ছুরি আছে তুমি পাড়িয়া লও। আমি পালঙ্কের উপর দাঁড়াইয়া তাক হইতে যেমন ছুরি লইয়া আসিব তেমনি দুই পায়ে বস্ত্র জড়াইয়া ছুরি শুদ্ধ হঠাৎ ঐ যুবার উপর এমত ভাবে পড়িলাম যে ঐ

ছুরি খানা একেবারে তাহার বক্ষঃস্থলে বিদ্ধ হইয়া তৎক্ষণাৎ তাহার প্রাণ ত্যাগ হইল। এই অচিন্তনীয় ঘটনাতে আমার অন্তঃকরণ যে রূপ হইল তাহা বলিয়া কি জানাইব কিন্তু তখন রোদন বা চিন্তা করিলে কি ফলোদয়, মৃত মনুষ্য কখন পুন র্জীবিত হইবেক না, এই বিবেচনায় এবং ৪০ দিন গত হইয়াছে কোন দণ্ডে তাহার পিতা আসিয়া উপস্থিত হইবে এই ত্রাসে তৎক্ষণাৎ ঐ পাতাল পুরী হইতে বহির্গত হইয়া প্রস্তর ও মৃত্তিকা দ্বারা তাহার দ্বার আচ্ছাদন করিয়া দ্বীপ হইতে দেখিলাম যে সমুদ্রে একখান জাহাজ আসিতেছে, তাহা দেখিয়া চিন্তা করিতে লাগিলাম যে এখন কি কর্ত্তব্য যদ্যপি সেই প্রাচীন আমাকে দেখে তবে অবশ্য সংহার করিবে অতএব ঐ স্থানে একটা বৃহৎ বৃক্ষ দেখিতে পাইয়া তাহাতে গিয়া আরোহণ করিলাম, ইত্যবসরে জাহাজ তটে আসিলে বৃদ্ধ ও তাহার অনুচর সকলে প্রফুল্ল চিত্তে ঐ পাতাল পুরার নিকট গেল, কিন্তু দ্বারের নিকটে আসিয়া যখন দেখিল যে তদানীন্তন উত্তোলিত মৃত্তিকা দ্বারা নূতন আচ্ছাদন হইয়াছে তখন সকলে বিশেষতঃ প্রাচীন একেবারে কাষ্ঠের ন্যায় শুষ্ক হইল পরে দ্বার খুলিয়া ভিতরে যাইয়া ঐ যুবার নাম ধরিয়া ডাকিতে লাগিল। কিন্তু তাহার কোন শব্দ পাইল না পরে শয্যার নিকটে গিয়া দেখিল যে যুবা মরিয়া রহিয়াছে এবং এক খানা ছুরি তাহার বক্ষঃস্থলে প্রবিষ্ট হইয়া আছে, ইহা দেখিয়া সকলে একেবারে হাহাকার শব্দে রোদন করিতে লাগিল এবং বৃদ্ধ এক কালে অজ্ঞান হইয়া ভূমিতে পড়িল তাহাতে অনুচর সকলে ধরাধরি করিয়া তাহাকে বাহিরে আনিয়া যে বৃক্ষে আমি লুক্কায়িত ছিলাম সেই বৃক্ষের ছায়াতে শয়ন করাইয়া বায়ু ব্যজন করিতে লাগিল। অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত বৃদ্ধের কিছুমাত্র চৈতন্য হইল না, পরে সচেতন হইলে ভৃত্য গণ গহ্বর হইতে তাহার পুত্রের শব আনিয়া সেই স্থানে কবর খনন করিয়া উত্তম পরিচ্ছদ পরিধান করাইয়া কবরের মধ্যে শয়ন করাইল বৃদ্ধ দুই জন দাসের বাহু অবলম্বন পূর্ব্বক

উঠিয়া ক্রন্দন করিতে২ তাহার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া করিলেন অর্থাৎ এক মুষ্টি মৃত্তিকা লইয়া শবের উপর দিলেন, তৎপরে দাস গণ মৃত্তিকা দ্বারা গোর আচ্ছাদন করিল।

এই রূপে গোর দেওয়া হইলে পর ভৃত্য বর্গ পূর্ব্বোক্ত গহ্বর হইতে পালঙ্গ প্রভৃতি তাবৎ দ্রব্য জাহাজে তুলিয়া এবং শোকে গমনাসমর্থ বৃদ্ধকে যান দ্বারা অর্ণবযানারোহণ করাইয়া জাহাজ খুলিয়া দিল কিঞ্চিৎ কাল পরে জাহাজ দৃষ্টির অগোচর হইল। তখন ঐ উপদ্বীপে আমি একাকী থাকিলাম এবং রাত্রি হইলে গহ্বরের মধ্যে গিয়া শয়ন করিলাম, পর দিবস গহ্বর হইতে বাহির হইয়া তাবৎ দ্বীপ প্রদক্ষিণ করিলাম এবং রাত্রি হইলে গহ্বরের মধ্যে গিয়া শয়ন করিলাম এই প্রকারে এক মাস অতীত হইল পরে ক্রমে সমুদ্রের জল শুষ্ক হওয়াতে পদব্রজে পরতটে যাওয়া যায় এমত বোধ হইল অতএব এক দিবস পার হইয়া পরপারে উঠিয়া দেখিলাম যে অনেক দূরে একটা অগ্নি জ্বলিতেছে তাহাতে জনস্থান মনে করিয়া হৃষ্টান্তঃকরণ হইয়া অগ্নিলক্ষ্যে গমন করিলাম, কিন্তু যখন তাহার নিকটবর্ত্তী হইলাম তখন বোধ হইল যে সে টা অগ্নি নহে রক্ত বর্ণ তাম্রে নির্ম্মিত একটা শিবির সূর্য্যের কিরণে দূর হইতে অগ্নির ন্যায় বোধ হইতেছিল। যাহা হউক, ঐ শিবিরের সৌন্দর্য্য দেখিয়া এবং পথ শ্রান্ত হইয়া তাহার দ্বারের সম্মুখে গিয়া বসিলাম।

কিয়ৎ কাল পরে দেখিলাম দশ জন যুবা পুরুষ তথায় আসিতেছে, ঐ যুবারা সকলেই সুপুরুষ এবং তাহারদিগের সহিত এক জন দীর্ঘাকৃতি মনষ্য ছিলেন কিন্তু চমৎকারের বিষয় এই যে ঐ দশ জনেরই দক্ষিণ চক্ষু অন্ধ, এই আশ্চর্য্য ঘটনা কিরূপে হইল আমি তাহা মনে২ ভাবিতেছি এমন সময়ে তাহারা আমার নিকটে আসিয়া অতিশয় আহ্লাদ পূর্ব্বক পরিচয়াদি জিজ্ঞাসা করিল। আমি কহিলাম যে আমার কাহিনী অল্প নহে যদ্যপি আপনারা বসিয়া শুনেন তবে তাবৎ বৃত্তান্ত বলিতে পারি। ইহাতে তাহারা সকলে সেই স্থানে

বলিল এবং আমি আমার দেশত্যাগ অবধি যে২ ঘটনা হইয়াছিল তাহা বিস্তার পূর্ব্বক সমুদায় কহিলাম। তাহারা তাহা শুনিয়া চমৎকৃত হইল এবং আমাকে সঙ্গে করিয়া শিবিরের মধ্যে লইয়া গেল। সেই শিবির মধ্যে দালান কুঠারি শয়নাগার প্রভৃতি তাবৎ গৃহ অতি সুসজ্জিত ছিল তন্মধ্যে একটা উত্তম দালানে আমাকে লইয়া গেল, তথায় নীলবর্ণ রেসমি বস্ত্রে মণ্ডিত দশখান পর্য্যঙ্ক পাতা ছিল তাহাতে উক্ত দশ যুবা উপবেশনাদি করিত আর ঐ সকল খাটের মধ্য স্থলে স্থাপিত অন্য এক খানা খাটে এক জন প্রাচীন পুরুষের শয়নাদি হইত। তাহারা দালানে উপস্থিত হইয়া সকলে আপন২ স্থানে বসিলেন, এবং আমাকে মধ্য স্থানে গালিচার উপর বসাইয়া তাহারদের এক জন কহিল যে ভাই তুমি এই স্থানে বসিয়া থাক আমরা যাহা করি তাহা চক্ষে দেখিবা মাত্র কিন্তু তাহাতে কোন প্রশ্ন কিম্বা তাহার কারণ অনুসন্ধান অথবা আমরা কিরূপে অন্ধ হইয়াছি তাহা আর জিজ্ঞাসা করিও না, ইহা জিজ্ঞাসা করিলে অমঙ্গল ঘটিবেক।

কিঞ্চিৎ কাল পরে প্রাচীন বাহিরে গিয়া আহারীয় দ্রব্যাদি আনয়ন করিয়া উক্ত দশ যুবাকে ও আমাকে পরিবেশন করিলেন তাহাতে আমরা সকলে একত্র বসিয়া আহার করিলাম, আহারান্তে তিনি আমাদের প্রত্যেক জনকে এক২ পাত্রে মদ্য পান করিতে দিলেন তৎপরে সকলে আমার বৃত্তান্ত পুনর্ব্বার শুনিতে চাহিল, তাহাতে আমি পুনর্ব্বার আমূলতঃ অবিকল বর্ণনা করিলাম ইহাতে রাত্রি অধিক হইল। তখন এক জন যুবা বৃদ্ধকে বলিল যে রাত্রি অধিক হইয়াছে এখন পর্য্যন্ত আমারদিগের কর্ত্তব্য কর্ম্ম হইল না। এই কথায় প্রাচীন বাহিরে যাইয়া নীল বর্ণ বস্ত্র মণ্ডিত দশটা পাত্র আনিয়া প্রত্যেক জনের সম্মুখে এক২ পাত্র রাখিল এবং পাত্রের নিকটে এক২ টা আলোক দিল। যুবা গণ পাত্রের ঢাকা খুলিলে দেখিলাম যে তন্মধ্যে ভস্ম ও অঙ্গারের গুড়া এবং প্রদীপের কালি রহিয়াছে, তাহা একত্র করিয়া যুবাগণ মুখে মাখিয়া ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ধারণ

করিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল এবং মস্তক ও বক্ষে করাঘাত করত ক্ষণে২ এই কথা বলিতে থাকিল যে আলস্য ও লম্পটতাচরণের এই প্রতিফল। এই প্রকারে প্রায় সমস্ত রাত্রি গেল। নিশাবসানের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে প্রাচীন জল আনিয়া দিল তাহাতে সকলে হস্ত মুখ প্রক্ষালন পূর্ব্বক নূতন বস্ত্র পরিধান করিয়া শয়ন করিল।

পর দিবস যখন তাহারা আমাকে সঙ্গে করিয়া ভ্রমণ করিতে চলিল তখন আমি তাহারদিগকে বলিলাম হে ভ্রাতাগণ তোমারা আমাকে যে নিয়মে বদ্ধ করিয়াছ আমি তাহা আর কোন প্রকারে রক্ষা করিতে পারি না, অতএব যে বিপদ হয় হইবে তোমরা কি নিমিত্তে মুখে কালি মাখ এবং তোমারদের সকলকার একং চক্ষু অন্ধ কি প্রকারে হইল ইহার বৃত্তান্ত আমাকে বল। যুবাগণ এই কথায় কোন উত্তর না করিয়া আমাকে বলিল যে তোমার সে সন্ধানে প্রয়োজন নাই, তুমি স্থির হইয়া থাক। পরে অন্যান্য কথা বার্ত্তায় দিবা অবসান হইল, রাত্রিতে তাহারা সেই প্রকার মুখে কালি মাখিয়া পূর্ব্ব রাত্রের ন্যায় সকল আচরণ করিল, ইহাতে আমি কোন প্রকারে ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে না পারিয়া অনেক বিনতি পূর্ব্বক পুনর্ব্বার তাহারদিগকে বলিলাম যে এই কর্ম্মের কারণ আমাকে প্রকাশ করিয়া বলিতে হইবেক। ইহাতে তাহারদিগের এক জন আমাকে বলিল যে আমরা যদ্যপি তোমাকে ইহার কারণ বলি তবে তোমার দশা আমারদিগের ন্যায় হইবেক, অতএব এ যন্ত্রণা কেন ভোগ করিবে। আমি কহিলাম তাহাতে আমার যে দশা হউক আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি তাহা শুনিব। ইহাতেও পুনর্ব্বার সেই যুবারা কহিল যে তোমাকে নিষেধ করিতেছি কেন এ অভিলাষ কর ইহাতে তোমারও এই প্রকার এক চক্ষু অন্ধ হইবেক কিন্তু আমি ব্যগ্রতা প্রযুক্ত স্বীয় হানি স্বীকার করিয়া কহিলাম যে ইহাতে যাহা হয় হইবেক তোমারদিগের কোন অপরাধ নাই। যুবাগণ এইরূপ দৃঢ় প্রতিজ্ঞা দেখিয়া একটা মেষ বধ করিয়া তচ্চর্ম্ম খসাইয়া

একখান ছুরি আমার হস্তে দিয়া বলিল যে তুমি ছুরি খানা হস্তে করিয়া থাক. আমরা তোমাকে এই চর্ম্মের ভিতরে পুরিয়া সেলাই করিয়া বাহিরে রাখিয়া দিব তাহাতে রাক নামক এক বৃহৎ পক্ষী মেষ বোধ করিয়া তোমাকে শূন্যে উঠাইয়া লইয়া যাইবেক. কিন্তু তাহাতে তুমি ভীত হইও না, কেন না ঐ পক্ষী পুনর্ব্বার আকাশ হইতে নামিয়া তোমাকে এক পর্ব্বতের উপরে নামাইবে, ঐ সময়ে তুমি ছুরি দ্বারা চর্ম্ম কাটিয়া বাহির হইবা এবং চর্ম্ম খানা অন্তরে ফেলিয়া দিবা. তাহা দেখিয়া রাক পক্ষী পলায়ন করিবে, তৎপরে তুমি তথা হইতে উঠিয়া কতক দূর গিয়া স্বর্ণ মণ্ডিত ও বহু মূল্য প্রস্তরে খচিত এক প্রকাণ্ড অট্টালিকা দেখিতে পাইবে এবং তাহার মধ্যে প্রবেশ করিবে. ঐ স্থানে আমরা বহুকাল বাস করিয়াছি কিন্তু তথায় যাহা দেখিয়াছি তাহা এখন তোমাকে বলিবার প্রয়োজন নাই, কেননা তুমি আপনি স্বচক্ষে সে সকল দেখিতে পাইবা, তবে এই মাত্র বলি যে তথায় আমারদিগের এক২ টী চক্ষু অন্ধ হইয়াছে, এবং এখানে যাহা করিতে দেখিলে তাহা ঐ স্থানে থাকাতেই হইয়াছে ।

ইহা বলিয়া যুবাগণ আমাকে মেষ চর্ম্মের মধ্যে পুরিয়া বাহিরে রাখিয়া দিল, আমি ছুরি হস্তে করিয়া তাহার ভিতরে থাকিলাম ক্ষণেক কাল পরে এক রাক পক্ষী আসিয়া আমাকে মুখে করিয়া তুলিয়া এক পর্ব্বতের উপরে উড়িয়া গেল তথায় আমাকে যখন ভূমির উপর নামাইল তখন আমি ছুরি দ্বারা চর্ম্ম কাটিয়া চর্ম্ম খান দূরে নিক্ষেপ করিলাম তদ্দৃষ্টে রাক পক্ষী ভয়ে পলায়ন করিল, ঐ পক্ষী শ্বেত বর্ণ ও প্রকাণ্ডাকার এবং তাহার এমন বল যে প্রকাণ্ড হস্তিকে অক্লেশে পর্ব্বতোপরি তুলিয়া লইয়া গিয়া আহার করে । সে যাহা হউক, রাক পক্ষী পলায়ন করিবা মাত্র আমি তথা হইতে উঠিয়া অট্টালিকার উদ্দেশে যাত্রা করিলাম । অনন্তর প্রায় সার্দ্ধ দিবস গমন করিয়া ঐ স্থান পাইলাম এবং তাহার শোভার কথা যাহা শুনিয়াছিলাম তদপেক্ষা অনেক গুণে উৎকৃষ্ট দেখিলাম ।

আমি পুরীতে প্রবেশ করিয়া প্রাঙ্গনে উপস্থিত হইলে আরো চমৎকার দৃষ্ট হইল তাহার প্রাঙ্গন চতুষ্কোণ এবং অতিশয় প্রশস্ত তাহার চারিদিগে এক শতটা দ্বার ছিল তাহার মধ্যে ৯৯টা সুগন্ধি কাষ্ঠনির্ম্মিত ও একটা স্বর্ণময় ।' এতদ্ভিন্ন উপরে যাইবার জন্য অগণনীয় সোপান ছিল । অতএব সম্মুখে যে একটা দ্বার ছিল আমি তদ্দ্বারা প্রবেশ করিয়া একটা প্রকাণ্ড দালানে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম যে তথায় ৪০ জন যুবতী রহিয়াছে, তাহারদিগের রূপ লাবণ্য ও হাব ভাব অতিমনোহর এবং বেশ ভূষা অতিচমৎকার । ঐ রামাগণ আমাকে দেখিবা মাত্র অতিশয় সমাদর করিয়া বলিল যে অনেক দিবসাবধি আমরা পুরুষ অভিলাষিণী হইয়া আছি, তোমার বদনাবলোকনে বোধ হইতেছে যে আমরা যেহ গুণের গৌরব করি তাহা সকলি তোমাতে আছে. এবং অনুমান করি আমারদিগের সংসর্গে তোমার ঘৃণা বোধ হইবেক না । তাহারা ইহা বলিয়া আমাকে এক উচ্চ স্থানে বসিতে বিনয় করিল আমি তাহাতে বসিতে প্রথমত অনেক আপত্তি করিলাম কিন্তু তাহারা না শুনিয়া বলিল যে তোমারি নিমিত্তে ঐ স্থান হইয়াছে. তুমি সংপ্রতি আমাদিগের প্রভু ও হর্ত্তা কর্ত্তা. আমরা তোমার আজ্ঞানুবর্ত্তিনী, যে আজ্ঞা করিবে তাহা শিরোধার্য্য করিব । এই কথা বলিয়া আমাকে উত্তম রূপে আহারাদি করাইয়া আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল তাহাতে আমি আপন বৃত্তান্ত আদ্যন্ত সকল বলিলাম । এইরূপে দিবাবসান হইল । তদনন্তর রাত্রি কালীন আহারাদির পর অর্দ্ধ নিশা পর্য্যন্ত নৃত্য গীতাদিতে যাপন হইল তৎপরে এক যুবতী আমাকে সম্বোধন করিয়া বলিল যে পথ ভ্রমণে আপনার অত্যন্ত ক্লেশ হইয়াছে, অতএব শয্যার উপর আপনি বিশ্রাম করুন, এবং আমারদিগের মধ্যে যাহাতে অভিলাষ হয় তাহাকে লইয়া বিলাস করুন । আমি উত্তর করিলাম যে তোমরা সকলেই তুল্য রূপ লাবণ্যবতী এবং সকলেই আমার উপাসনার পাত্র, অতএব এক জনের

মনোরক্ষা করিয়া অন্যং সকলের মনঃক্ষুণ্ণ করিতে পারিব না। সে যুবতী উত্তর করিল যে তাহাতে কোন চিন্তা করিবেন না, আমরা সকলেই একাত্মা, কেহ কাহার ঈর্ষা করি না, এবং আমারদিগের এই নিয়ম আছে যে প্রতি দিবস আমরা একং জন করিয়া এইরূপ মর্য্যাদা প্রাপ্ত হইব, বএং চল্লিশ দিবস গত হইলে নিয়মানুসারে পুনর্ব্বার আপনার শয্যাবর্ত্তিনী হইব অত এব আপনি নিঃসন্দেহ হইয়া যাহাতে ইচ্ছা হয় গ্রহণ করুন, আমরা কেহ ক্ষুণ্ণা হইব না। আমি একথায় আর উত্তর করিতে না পারিয়া যে যুবতির সহিত কথোপকথন হইতেছিল তাহার হস্ত ধারণ করিলাম, যুবতি তাহাতে অতিশয় সন্তুষ্টা হইয়া আমাকে নমস্কার করিল, পরে অন্যান্য সকলে আমাদিগের দুই জনকে এক অপূর্ব্ব শয়নাগারে রাখিয়া তথা হইতে গেল, আমরা সেখানে উৎকৃষ্ট শয্যায় পরম সুখে একত্রে শয়ন করিয়া থাকিলাম। পরদিন প্রত্যূষে গাত্রোত্থানানন্তর বস্ত্রাদি পরিধান করিতেছি এমন সময় ঐ ৩৯ জন রমণী তথায় আসিয়া কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিল, পরে আমাকে স্নানাগারে লইয়া গিয়া অঙ্গ মার্জ্জন ও স্নানাদি করাইয়া দিল। তদনন্তর আহারাদিতে প্রায় তাবৎ দিবস গেল। শয়ন কালে তাহারদিগের আর এক জনকে লইয়া শয়ন করিলাম।

এইরূপে পরমসুখে এক বৎসর অতীত হইল, প্রত্যেক নিশাতে একং পরম রূপবতীর সঙ্গে সুখসম্ভোগ করিলাম, কোন প্রকারে কিছুমাত্র ক্লেশ অনুভব করিলাম না। এক বৎসর গত হইলে পর বৎসরের প্রথম দিবস রমণী গণ রোদন করিতেং আমার নিকট আসিয়া একেং সকলে আলিঙ্গন করিয়া আমাকে বলিল হে প্রিয় যুবরাজ আমরা এক্ষণে বিদায় হইব। আমি তাহারদিগের ক্রন্দনে অতিশয় দুঃখিতান্তঃ করণ হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম যে তোমারদিগের শোকের কারণ কি আমাকে বল, আর কেন বিদায় হইতে বাঞ্ছিত হইয়াছ। তাহারা ইহাতে উত্তর না করিয়া বলিল যে তোমার সহিত প্রণয় না হইলেই ভাল হইত প্রায় হওয়াতে এক্ষণে ক্লেশ সার হইল

কেন না যে সকল পুরুষের সহিত আমারদিগের সহবাস হইয়াছিল তাহারা তোমার ন্যায় সুরসিক বা মিষ্টালাপী ছিলেন না, তোমার গুণে আমরা নিতান্ত বশীভূত হইয়াছি অতএব তোমাবিনা কিরূপে প্রাণ ধারণ করিব সেই শোকে ব্যাকুল হইতেছি। যুবতী গণ এই কথা বলিয়া আরো উচ্চস্বরে ক্রন্দন করিতে লাগিল। আমি কহিলাম হে প্রেয়সীগণ তোমরা আমাকে এই দুঃখের যথার্থ কারণ বল, তোমারদের দুঃখ দেখিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে. ইহা শুনিয়া এক নারী বলিল হে রাজপুত্র তবে বলি শ্রবণ কর আমরা সকলে রাজার কন্যা এস্থানে যে রূপে কাল ক্ষেপণ করি তাহা তোমার অবিদিত নাই, কিন্তু বৎসরান্তে চল্লিশ দিবস করিয়া এখান হইতে কোন প্রয়োজনে স্থানান্তর গমন করি; ঐ প্রয়োজন কি তাহা বলিতে নিষেধ আছে পরন্তু ৪০ দিবস গত হইলে পুনর্ব্বার এস্থানে আসিয়া বাস করিব, অতএব গত কল্য বৎসরের শেষ হইয়াছে অদ্য আমারদিগকে গমন করিতে হইবেক, সুতরাং তোমার সঙ্গে বিচ্ছেদ হইবেক এই শোকে আমরা রোদন করিতেছি। যাহা হউক। তুমি এস্থানে থাকহ এবং শত দ্বারের শত চাবি তোমার হস্তে অর্পণ করিয়া যাইতেছি আমারদিগের অনুপস্থিত কালে ঐ সকল দ্বার খুলিয়া তন্মধ্যে যে আশ্চর্য্যং বস্তু আছে তাহা দর্শন করিয়া মনের খেদ দূর করিও, কিন্তু স্বর্ণের দ্বার উদ্ঘাটন বিষয়ে তোমাকে ভূয়োভূয়ো নিষেধ করিতেছি তদ্বিষয়ে সর্ব্বদা সাবধান থাকিও, অন্যথা করিলে তোমাকে আর আমরা দেখিতে পাইবনা, এবং তাহাতে তোমার আপনার অতিশয় অমঙ্গল ঘটিবে সেই ভাবনাতে আমারদের শোক আরো বৃদ্ধি হইতেছে। আমরা দ্বারের চাবি লইয়া যাইতে উদ্যত ছিলাম কিন্তু তাহা করিলে তোমার অপমান বোধ হইবে এই বিবেচনায় তাহা রখিয়া চলিলাম। যুবতীগণ আমাকে এই পরামর্শ দিয়া বিদায় হইয়া গেল।

আমি চাবি পাইয়া স্বর্ণের দ্বারের চাবি পৃথক রাখিয়া আর সকল দ্বার একে২ খুলিতে আরম্ভ করিলাম। প্রথম দ্বার মুক্ত করিয়া দেখিলাম যে তাহার ভিতর এক অপূর্ব্ব ফলের উদ্যান রহিয়াছে, ঐ উদ্যান এমন মনোরম যে পৃথিবীতে তত্তুল্য অসম্ভব, এবং অনুভব হইল স্বর্গ ব্যতিরেকে অন্য কোন স্থান এতদপেক্ষা উৎকৃষ্ট না হইবেক। ঐ উদ্যানে নানা জাতীয় ফলপুষ্পের বৃক্ষ অতি সুশৃঙ্খলা পূর্ব্বক রোপিত হইয়াছিল, এবং তাহাতে বিবিধ প্রকার ফল প্রচুর রূপে ফলিয়া সুপক্ক হইয়া রহিয়াছিল অতএব ঐ মনোহর উদ্যান দেখিয়া আমি অত্যন্ত মোহিত হইলাম ঐ স্থান ত্যাগ করি এমত অন্তঃকরণ হইল না পরন্তু তৎপরেই হঠাৎ মনে উদয় হইল যে অন্য২ দ্বার খুলিলে এতদপেক্ষা অধিক চমৎকার দেখিতে পাইব অতএব কিয়ৎক্ষণ পরে ঐ দ্বার রুদ্ধ করিয়া দ্বিতীয় দ্বারের চাবি খুলিলাম, তন্মধ্যে গিয়া দেখিলাম যে এক অপূর্ব্ব কুসুমোদ্যান রহিয়াছে এবং নানা জাতীয় প্রস্ফুটিত পুষ্পের সৌরভে সমস্ত উদ্যান আমোদিত হইয়া আছে। তদনন্তর তৃতীয় দ্বার মুক্ত করিয়া দেখিলাম সেখানে দুষ্প্রাপ্য বহুমূল্য বহু২ প্রস্তর খচিত ভূমিভাগে কাষ্ঠ নির্ম্মিত বিচিত্র পিঞ্জর সমূহে নানা জাতীয় পক্ষী গান করিতেছে আর তাহারদের আহার স্বর্ণ পাত্রে প্রস্তুত রহিয়াছে, এই সকল অবলোকন করিয়া অধিক চমৎকার বোধ হওয়াতে ঐ দ্বার বন্ধ করিয়া আপন বাসস্থানে গিয়া প্রতিজ্ঞা করিলাম যে একে২ তাবৎ দ্বার খুলিয়া দেখিব, কেবল স্বর্ণের দ্বার মুক্ত করিব না।

পর দিন চতুর্থ দ্বার মুক্ত করিয়া তাহার ভিতরে যাহা দেখিলাম তাহাতে একেবারে মোহিত হইলাম দ্বার মুক্ত করিলে পরেই প্রাঙ্গনের চতুর্দ্দিকে এক অপূর্ব্ব অট্টালিকা দৃষ্ট হইল তাহার চল্লিশ দ্বার এবং প্রত্যেক দ্বার দিয়া এক২ ধনাগারে প্রবেশ করা যায়, ঐ সকল ধনাগারে এত ধন ছিল যে পৃথিবীস্থ মহা ধনেশ্বর ভূমীশ্বরের চির সঞ্চিত ভাণ্ডারেও তত্তুল্য ধন থাকে না। আমি প্রথম ধনাগারে প্রবেশ করিয়া দেখি-

লাম যে তথায় রাশীকৃত মুক্তা রহিয়াছে এস্থলে অধিক আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে কপোত ডিম্বাকার বহুমূল্য মুক্তাই অধিক ছিল সামান্য মুক্তা অল্প । পরে দ্বিতীয় গৃহে প্রবিষ্ট হইয়া দেখিলাম তাহা হীরক মরকত পদ্মরাগ প্রভৃতি মহামূল্য মণিতে পরিপূর্ণ । তৃতীয় ঘরে সমুদয়ই [illegible]পূর্ণ । চতুর্থ ঘরে রাশি২ স্বর্ণের থাল । পঞ্চম গৃহে কেবল স্বর্ণমুদ্রা । ষষ্ঠ গৃহে স্তূপাকার রৌপ্য পাত্র । আর সপ্তম ও অষ্টম গৃহ রৌপ্য মুদ্রাতে পরিপূর্ণ এইরূপে এক২ দ্বার মুক্ত করিয়া অবশিষ্ট ৩২ ঘরে গোমেদ চন্দ্রকান্ত সূর্য্যকান্ত প্রভৃতি বিবিধ সমুজ্জ্বল রত্ন দেখিলাম তাহাদের দীপ্তিতে সেই সকল গৃহ কি প্রকার শোভমান হইয়াছিল তদ্বিবরণ বর্ণনা করা কাহারো সাধ্য নয় ।

আমি ৩৯ দিবস পর্য্যন্ত নিরানবুই দ্বার খুলিয়া তন্মধ্যে যে২ আশ্চর্য্য দ্রব্যাদি ছিল তাহা সমস্ত দেখিলাম, তৎপরে চল্লিশ দিবসের দিন উপস্থিত হইল. ঐ দিবস যদ্যপি ধৈর্য্যালম্বন করিয়া স্বর্ণের দ্বার মুক্ত না করি; তবে ধরণী মণ্ডলে আমার তুল্য সুখী মনুষ্য আর কেহ হয় না কিন্তু আমার কেমন দুরদৃষ্ট, দুষ্ট আশা নিবৃত্ত করিতে না পারিয়া একেবারে দুঃখির অধম হইলাম । আমার এই বিবেচনা করা উচিত ছিল যে পর দিবসে রাজ কন্যাগণ আসিবেন এক দিন ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া থাকি কিন্তু দুর্বুদ্ধি ক্রমে তাহা করিতে না পারিয়া ঐ যমপুরীর দ্বার মুক্ত করিলাম । দ্বার খুলিবা মাত্র একটা এমত দুর্গন্ধ আমার নাসিকায় প্রবেশ করিল যে তাহাতে প্রায় অজ্ঞান হইলাম. তত্রাপি নিরস্ত না হইয়া সেই স্থানে দণ্ডায়মান থাকিলাম পরে গন্ধটা বাহির হইয়া গেলে ভিতরে প্রবেশ করিয়া অনেক প্রকার আশ্চর্য্য দ্রব্য দেখিলাম, অনন্তর অতি উৎকৃষ্ট গঠন ও অত্যন্ত শ্রীযুক্ত কৃষ্ণ বর্ণ একটা অশ্ব দেখিয়া তাহার নিকট যাইয়া মনোযোগ পূর্ব্বক তাহাতে দৃষ্টি করিতে লাগিলাম সে অশ্বের জিন ও লাগাম স্বর্ণময় ছিল এবং তাহাতে বিবিধ প্রকার শিল্প কর্ম্ম ছিল অপর তাহা এমত অদ্ভুত প্রকারে দুই ভাগে বিভক্ত ছিল যে এক ভাগে উত্তম পরিষ্কার জল এবং

অন্য ভাগে গোলাপের জলের ন্যায় বোধ হইতে লাগিল । অনন্তর অশ্বকে উত্তম রূপে পরীক্ষা করিবার জন্য তাহার লাগাম ধরিয়া বাহিরে লইয়া আসিলাম তৎপরে তাহার পৃষ্ঠে আরোহণ করিলাম তাহাতেও অশ্ব স্থির হইয়া রহিল কোন দিকে নড়িল চড়িল না, কিন্তু যখন এক ঘা চাবুক মারিলাম, তৎক্ষণাৎ সেই ঘোটক বিকট চীৎকার করিয়া পক্ষ বিস্তার পূর্ব্বক উড্ডীন করিয়া একেবারে আমাকে লইয়া আকাশে উঠিল, আমি তখন বুঝিলাম যে এ পক্ষিরাজ ঘোড়া অতএব অতি সাবধানে তাহার পৃষ্ঠে বসিয়া থাকিলাম, পরে সেই পক্ষিরাজ অধোমুখে গমন করিতে২ একটা শিবিরের উপর নামিয়া আমাকে নামিতে অবকাশ না দিয়া হঠাৎ পৃষ্ঠ দেশ হইতে পশ্চাৎ দেশে নিক্ষেপ করিয়া দিল আর আমার দক্ষিণ চক্ষুতে এমন লাঙ্গুলের ঝাপটা মারিল যে তাহাতে আমার চক্ষুটী একেবারে বাহির হইয়া পড়িল । এই প্রকারে আমি চক্ষু হারা হইয়া রোদন করিতে লাগিলাম, অশ্ব তখনি উড়িয়া গেল, পরে আমি চক্ষুর শোণিত মুছিতে২ ছাত হইতে নীচে আসিয়া দেখিলাম যে দালানের মধ্যে মণ্ডলী কৃত দশখান খাট পাতা রহিয়াছে তাহাতে বুঝিলাম যে সেই এক চক্ষু যুবাদিগের শিবিরে আসিয়াছি । ঐ সময় সেই যুবাগণ বাহিরে গিয়াছিলেন, তাহারা শিবিরে আসিয়া আমাকে দেখিয়া কহিলেন হে ভ্রাতঃ তুমিও এই দশা প্রাপ্ত হইয়া আসিয়াছ আমরা মহা আহ্লাদিত হইলাম কিন্তু হে ভ্রাতঃ তোমার এ দুর্ঘটনার মূলীভূত আমরা নহি । সে যাহা হউক । আমরা তোমাকে এই স্থানে রাখিয়া আনন্দে একত্রে বাস করিতাম, কিন্তু আমাদের সংখ্যাপূর্ণ আছে, অতএব তুমি এস্থান পরিত্যাগ করিয়া বোগদাদ নগর গমন কর, তোমার যিনি বিচার করিতে পারিবেন তিনি সেখানে বর্ত্তমান আছেন । তাহারা এই কথা বলিয়া আমাকে বিদায় করিয়া দিল । আমি পথি মধ্যে শ্মশ্রু ও ভ্রূ মুণ্ডন করিয়া ফকিরের বেশ ধারণ পূর্ব্বক অনেক দিবস ভ্রমণ করিতে২

পরে অন্য এই দুই ভ্রাতা ফকিরের সহিত পরিচয় হওয়াতে তিন জনে একত্র হইয়া আপনারদের দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিলাম আপনারা আমাদিগকে স্থানদান করিয়াছেন, হে ঠাকুরাণী আমার এই বিবরণ সমস্ত কহিলাম।

তৃতীয় ফকিরের এই সকল কথা শুনিয়া জোবেদী তিন জন ফকিরকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন যে তোমারদিগকে ক্ষমা করিলাম তোমরা এখনি এস্থান হইতে প্রস্থান কর। ফকিরেরা কহিল হে ঠাকুরাণী এই তিন জন ভদ্র ব্যক্তি আপনারদের যে বিবরণ বলিবেন তাহা শুনিতে আমাদের নিতান্ত বাসনা হইতেছে অতএব যদ্যপি অনুমতি হয় কিঞ্চিৎ কাল থাকিয়া ইহাদের বৃত্তান্ত শ্রবণ করি। ইহাতে জোবেদী আর আপত্তি না করিয়া রাজা ও তাহার মন্ত্রি ও খোজাকে সম্বোধন করিয়া বলিল যে তোমরা এইক্ষণে আপন২ বিবরণ কহ। এই কথা শুনিয়া মন্ত্রী বাটী প্রবেশ কালীন সাফিকে যে বিবরণ কহিয়াছিল সেই বিবরণ বিস্তার পূর্ব্বক পুনর্ব্বার কহিল। তাহা শুনিয়া জোবেদী মনে২ ভাবিতে লাগিলেন যে ইহারদিগকে কি করিব। এমন সময়ে ফকিরেরা কহিল হে ঠাকুরাণী আমারদিগকে যেমন মার্জ্জনা করিয়াছেন মসনবাসী সদাগরদিগকে সেই রূপ ক্ষমা করিতে আজ্ঞা হউক। জোবেদী বলিলেন ভাল তবে তোমারদের সকলকেই মার্জ্জনা করিলাম, কিন্তু তোমারা এই দণ্ডে এস্থান হইতে প্রস্থান কর। এই আজ্ঞা হইবামাত্র হারূন আলরসিদ ভূপতি এবং তাঁহার মন্ত্রী ও খোজা আর তিন জন ফকির ও মুটিয়া তখনি সেই বাটী হইতে বাহির হইলেন, এবং তাঁহারা বাটী ত্যাগ করিলে পরেই বাটীর দ্বার রুদ্ধ হইল।

রাজা বাহিরে আসিয়া ফকিরদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন তোমরা কোন পথে যাইবে। তাহারা উত্তর করিল যে আমরা বিদেশী পথ ঘাট চিনি না, কোথায় যাইব স্থির করিতে পারিতেছি না ইহাতে নরপতি বলিলেন তবে আমাদের সঙ্গে আইস, আমরা তোমারদিগকে এমন স্থানে লইয়া রাখিব যে

সেখানে শঙ্কা থাকিবেক না। রাজা ফকিরদিগকে এইকথা কলিয়া মন্ত্রিকে কাণে২ বলিলেন যে ইহারদিগকে অদ্য রাত্রিতে তোমার বাটীতে লইয়া রাখ, কল্য আমার সভায় লইয়া আসিও ইহারদের বিবরণ অতি আশ্চর্য্য, আমি লেখাইয়া রাখি। মন্ত্রী এই আজ্ঞা পাইয়া ফকিরদিগকে আপন গৃহে লইয়া গেলেন মুটিয়া আপনার বাসাতে প্রস্থান করিল এবং রাজা খোজা সমভিব্যাহারে রাজ বাটীতে গমন করিলেন। পর দিবস নরেন্দ্র সিংহাসনোপবিষ্ট হইয়া মন্ত্রিকে বলিলেন যে অদ্য রাজকর্ম্ম অধিক নাই অতএব তুমি সেই তিন জন স্ত্রীলোক আর সেই তিন ফকিরকে লইয়া আইস নারী দিগের কর্ম্ম কাণ্ড দেখিয়া আমি অত্যন্ত চমৎকৃত হইয়াছি, তাহারদের বিবরণ শুনিতে হইবেক। মন্ত্রী আজ্ঞা হইবামাত্র ঐ তিন রমণীর গৃহে যাইয়া গত রজনির বিবরণ প্রকাশ না করিয়া নারী গণকে রাজ বাটীগমনার্থ রাজাজ্ঞা বিজ্ঞাপন করাইলেন তাহাতে তাহারা মুখে আবরণ দিয়া মন্ত্রির সহিত চলিল। মন্ত্রী গমন কালীন আপন বাটী হইতে ফকির দিগকে সঙ্গে করিয়া লইলেন। পরে রাজ সভায় উপস্থিত হইলে পর নরপতি নারীদিগকে পরদার মধ্যে বসাইতে আজ্ঞা দিয়া ফকির দিগকে আপনার নিকট বসাইয়া নারী দিগকে সম্বোধন করত বলিলেন হে রমণীগণ আমি কল্য রজনী যোগে ছদ্মবেশে তোমারদিগের গৃহে গিয়াছিলাম তোমারা একথা শুনিয়া আশ্চর্য্য বোধ করিতে পার এবং তোমারদের মনে এমন সন্দেহ হইতে পারে যে বুঝি তোমারদের দণ্ডার্থে আমি তোমারদিগকে এখানে আনয়ন করিলাম কিন্তু তোমরা সে চিন্তা করিও না, আমি তোমারদিগের আচরণ দেখিয়া বড়ই সন্তুষ্ট হইয়াছি তোমারদের কোন অনিষ্ট করিব এমন মানস নাই, কেবল তোমারদের মধ্যে এক জন দুইটা কাল কুক্কুরকে প্রহার করিয়া তাহার পর তাহার মুখ চুম্বন পূর্ব্বক যে রোদন করিয়াছিল ইহার কারণ জানিতে আর তোমাদের মধ্যে এক জনের বক্ষঃ-

বাসনা হইয়াছে অতএব তোমরা তাহার বিবরণ আমাকে বল। রাজা এই সকল কথা সুস্পষ্ট করিয়া বলিলেন তথায় মন্ত্রী রাজসভার নিয়মানুসারে সেই সকল কথা পঞ্চনার নারী-গণকে শুনাইল তাহা শুনিয়া জোবেদী বিস্তার এইরূপ ব-লিতে আরম্ভ করিল।

জোবেদীর বিবরণ।

জোবেদী বলিল হে ধর্ম্মাবতার আমি যে গল্প বলিব তাহা অত্যন্ত চমৎকার, আমার ভবনে যে দুই কৃষ্ণবর্ণ কুক্কুরী দেখি-য়াছেন তাহারা আমার জ্যেষ্ঠা ও মধ্যমা সহোদরা তাহারদের রূপান্তর হওনের বৃত্তান্ত বলিতেছি, আর যে দুই রমণীর সঙ্গে আমি একত্র বাস করি এবং যাহারা আমার সমভি-ব্যাহারে এখানে আসিয়াছে তাহারা আমার বৈমাত্র ভগ্নী, তন্মধ্যে যাহার বক্ষঃস্থলে কাল চিহ্ন তাহার নাম আমিনী দ্বিতীয় জনের নাম সাফী, এবং আমার নাম জোবেদী।

আমারদিগের পিতার পরলোক হইলে তাঁহার সম্পত্ত্যাদি তুল্যাংশে বিভাগ করিয়া লইলাম পরে আমার এই দুই বৈ-মাত্র ভগ্নী ভিন্ন হইয়া আপনারদিগের মাতার নিকট গিয়া রহিল এবং আমি ও আমার দুই সহোদরা আমারা আ-মারদিগের জননীর নিকটে একত্র থাকিলাম। জননীর মৃত্যু হইলে পর আমরা তাঁহার স্ত্রীধন বিভাগ করিয়া এক২ সহস্র মুদ্রা পাইলাম। অনন্তর আমার জ্যেষ্ঠা ও মধ্যমা ভগ্নী বিবাহ করিয়া স্ব২ পতির গৃহে গমন করিল, আমি একাকিনী গৃহে রহিলাম। কিছু দিন পরে আমার জ্যেষ্ঠা ভগ্নীর স্বামী আপনার যথা সর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়া ভার্য্যাকে লইয়া আফ্রিকা দেশে গমন করিল তথায় অপরিমিত ব্যয় ও লম্পটাচরণ দ্বারা সকল ধন নষ্ট করিয়া দৈন্য দশা প্রযুক্ত পত্নী পালনেও অসমর্থ হইয়া তাহাকে ত্যাগ করিল তাহাতে ভগ্নী, নিরুপায় হইয়া অতি দরিদ্র বেশে আমার নিকট আসিয়াছে আমি তাহাকে স্নেহ

করিয়া বাটীতে রাখিলাম। কয়েক মাস পর্য্যন্ত আমাদের স্বচ্ছন্দে গেল, মধ্যে২ আমরা দুই জনে মধ্যম ভগ্নীর কথা কহিতাম কেননা তাহার কোন সংবাদ পাইতাম না। এক দিবস ঐ ভগ্নীও মলিন বেশে আমারদিগের বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হইল তাহার মুখে শুনিলাম যে তাহার পতি তাহার প্রতি অত্যাচার করিয়া তাহাকে দূর করিয়া দিয়াছে সুতরাং তাহাকেও স্নেহ করিয়া বাটীতে স্থান দিলাম।

কিয়ৎকাল গত হইলে ঐ দুই সহোদরা আমাকে বলিল যে হে ভগ্নি আমরা কি চিরকাল তোমার অন্ন ধ্বংস করিব আমারদিগের বাসনা এই যে পুনর্ব্বার বিবাহ করিয়া সংসার ধর্ম্ম করি। আমি নানামতে বুঝাইলাম যে তাহা করিও না কেননা এক বার তাহার ফল পাইয়াছ কিন্তু তাহারা আমার পরামর্শ অবহেলা করিয়া পুনর্ব্বার বিবাহ করিল। কয়েক মাস পরে সেইরূপ দীনবেশে আমার নিকট আসিয়া বলিল যে ভগ্নি তোমার পরামর্শ না শুনিয়া আমারদিগের পুনর্ব্বার এই দুর্গতি হইয়াছে তুমি আমারদের কনিষ্ঠা বট কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা বুদ্ধিমতী যাহা হউক, তুমি আমারদিগের অপরাধ মার্জ্জনা করিয়া যদ্যপি আমারদিগকে দয়া কর তবে দাসী হইয়া আমরা তোমার নিকটে চিরকাল থাকি। আমি তাহারদিগকে আলিঙ্গন করিয়া বলিলাম হে ভগ্নীরা এই ঘর দ্বার সকলি তোমারদিগের, তোমরা এখানে থাক আমি যে রূপ এক মুষ্টি আহার করি তোমারদিগকেও সেইরূপ দিব ইহা বলিয়া তাহারদিগকে পুনর্ব্বার গৃহে স্থান দিলাম এবং পূর্ব্বে যে ভাবে ছিলাম সেই ভাবে থাকিলাম।

এই প্রকারে এক বৎসর অতীত হইল তৎপরে পৈত্রিক যে ধন পাইয়াছিলাম তাহা ক্রমশ বৃদ্ধি হওয়াতে বাণিজ্যকরণাভিপ্রায়ে উক্ত দুই ভগ্নী সমভিব্যাহারে বাসরা দেশে গিয়া বাণিজ্য দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া জাহাজারোহণ পূর্ব্বক সমুদ্র পথে যাত্রা করিলাম, ১৯ দিবস পর্য্যন্ত উত্তম বায়ু ছিল তাহাতে পারস্য দেশ উত্তীর্ণ হইয়া মহা সমুদ্রে পড়িলাম, ২০ দিবসের

দিনে ভারতবর্ষীয় পর্ব্বত দৃষ্ট হইল ঐ পর্ব্বতের নিম্ন ভাগে এক মহা নগর ছিল তথায় জাহাজ নঙ্গর করিয়া নগর দেখিতে উঠিলাম নগরের নিকট যাইয়া দেখিলাম যে তথায় অনেক দ্বারপাল কেহ বসিয়া কেহ দাণ্ডাইয়া কেহ অস্ত্র হস্তে করিয়া পাহারা দিতেছে কিন্তু সকলে গতিশক্তি রহিত এবং কাহারো চক্ষের পলক পড়ে না ইহাতে বিস্ময় যুক্ত হইয়া নিকটে গিয়া দেখিলাম যে সকল মনুষ্য পাষাণ হইয়া রহিয়াছে। তৎপরে নগর প্রবেশ করিয়া পথে ঘাটে যে স্থানে যাই সেই স্থানেই দেখি যে লোকেরা নানা অবস্থায় পাষাণ হইয়া রহিয়াছে। অনন্তর বাজারে গিয়া দেখিলাম কতক দোকান রুদ্ধ ও কতক দ্বার মুক্ত এবং দোকানিরা অচল পাষাণ হইয়া আছে। পরে নগরের মধ্যস্থলে চতুর্দ্দিকে প্রাচীরে বেষ্টিত এক স্থানের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম যে স্বর্ণ পত্রে মণ্ডিত এক বৃহৎ ফাটক রহিয়াছে তাহার দুই বাহির কপাট মুক্ত তাহার সম্মুখেই এক রেশমের পরদা ঝুলিতেছে, আর দ্বারের উপরে একটা লণ্ঠন ঝোলান আছে। দ্বারে প্রবেশ করিলে দৃষ্ট হইল যে তথাতেও জন প্রাণী নাই কেবল রক্ষকেরা আপনং স্থানে কেহ দাণ্ডাইয়া কেহবা বসিয়া কেহবা শয়ন করিয়া আছে, সকলেই অচল পাষাণ। তৎপরে এক বৃহৎ প্রাঙ্গন পার হইয়া উত্তম অট্টালিকার সম্মুখে গেলাম এবং তাহার ঝরকাতে সো-ণার কপাট দেখিয়া বিবেচনা করিলাম তাহা রাজ অন্তঃপুর হইবে। অনন্তর ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখিলাম দালানে কতক গুলিন কঞ্চুকগণ নপুংসক দণ্ডায়মান আছে কিন্তু তাহারও পাষাণ কলেবর। পরে তথা হইতে বহু সুসজ্জিত এক ঘরে গিয়া দৃষ্টি করিলাম যে এক স্ত্রীলোক সেই অবস্থায় আছে তাহাতে বোধ হইল তিনি রাণী ছিলেন যে হেতুক তাঁহার মস্তকে সোণার মুকুট ও গলায় গজমুক্তার হার ছিল। সেই ঘর হইতে বাহির হইয়া আর একটা উত্তম ঘরে গিয়া দেখিলাম তথায় নিরেট স্বর্ণের একখান সিংহাসন উচ্চ স্থানে পাতা আছে তাহা মণি মুক্তাতে পরিপূর্ণ এবং তাহার ভিতরে ছত্রযুক্ত উত্তম

মহলন্দ পাতা আছে। ঐ মহলন্দের উপর হইতে একটা আ-
লোক আসিতেছিল তাহা দেখিয়া আমি বড়ই আশ্চর্য্যান্বিত
হইলাম এবং ঐ আলোক কোথা হইতে আসিতেছে তাহা জা-
নিবার জন্য সিংহাসনের উপর উঠিয়া মুখ বাড়াইয়া দেখিলাম
যে ময়ূরের ডিম্বের ন্যায় একখানা হীরা তথায় রহিয়াছে.
তাহা অতি নির্ম্মল এবং এত উজ্জ্বল যে দিবসে তাহার প্রতি
দৃষ্টি করা যায় না। এই সকল দৃষ্ট করণানন্তর অন্যং ঘরে
প্রবেশ করিলাম তাহাতে যে সকল আশ্চর্য্য সামগ্রী দেখিলাম
তাহাতে প্রায় আত্ম বিস্মৃত হইয়া জাহাজ ও ভগ্নী দিগকে
ভুলিয়া থাকিলাম ক্রমে যখন রাত্রি হইল তখন মনে পড়িল
যে জাহাজে যাইতে হইবেক কিন্তু বাহির হইবার পথ অন্বে-
ষণ করিয়া না পাইয়া যে ঘরে সিংহাসন ছিল ঘুরিয়া ফিরিয়া
সেই ঘরে আসিয়া পড়িলাম তখন কি করি বিবেচনা করি-
লাম অদ্য এই খানে শয়ন করিয়া থাকি, কল্য জাহাজে যাইব।
এই ভাবিয়া স্বর্ণ সিংহাসনে শয়ন করিয়া থাকিলাম, কিন্তু
কোন প্রকারে নিদ্রা হইল না প্রায় অর্দ্ধ রাত্রির সময় বোধ
হইল যেন কোন মনুষ্য কোরাণ পাঠ করিতেছে তাহাতে
আহ্লাদিত হইয়া সিংহাসন হইতে উঠিয়া একটা আলোক
হস্তে করিয়া ঐ শব্দ লক্ষ্যে গমন করিলাম, পরে যে ঘরে
কোরাণ পাঠ হইতেছিল তাহার দ্বারে আসিয়া আলোক অ-
ন্তরে রাখিয়া অর্দ্ধমুক্ত দ্বার দিয়া দেখিলাম যে এক রূপবান
যুবা পুরুষ একখান গালিচার উপর বসিয়া ভক্তি পূর্ব্বক ধর্ম্ম
শাস্ত্র পাঠ করিতেছে, ইহা দেখিয়া আমার বড় আশ্চর্য্য বোধ
হইল কেন না যে স্থানে সকল মনুষ্য পাষাণ দেহ প্রাপ্ত সে
স্থানে জীবৎ মনুষ্য থাকা অসম্ভব সুতরাং মনে করিলাম
ইহাতে কোন চমৎকার আছে। এই ভাবিয়া গৃহ মধ্যে প্র-
বেশ করিয়া উচ্চ স্বরে পরমেশ্বরের এইরূপ স্তব করিলাম
যে হে পরমেশ্বর তোমার কৃপাতে আমরা নির্ব্বিঘ্নে পৌঁছি-
য়াছি এবং যে পর্য্যন্ত আমরা স্বদেশে পুনরাগমন না করি সে
পর্য্যন্ত তুমি আমার দিগকে নিয়ত রক্ষা কর। এই কথা শু-

নিয়া যুবা ব্যক্তি আমার প্রতি দৃষ্টি করিয়া বলিল হে সুন্দরি তুমি কে, এবং কি প্রয়োজনে এই নির্জ্জন নগরে আগমন করিয়াছ। এই কথাতে আমি সংক্ষেপে আগমনের বৃত্তান্ত কহিয়া ঐ স্থানে উপস্থিত হইয়া যে সকল ভয়ানক ব্যাপার দেখিয়াছিলাম তাহাও বলিলাম।—যুবা উত্তর করিল হে ব্যক্তি সম্প্রতি তুমি যে স্তব করিলে তাহাতে বোধ হইতেছে যে পরমেশ্বর কি পদার্থ তাহা তুমি জান, ঐ পরমেশ্বরের কি আশ্চর্য্য ক্ষমতা তাহা তোমাকে সংক্ষেপে বলিতেছি এই স্থান পূর্ব্বে এক মহা রাজধানী ছিল এবং এইখানে আমার পিতা রাজ্য করিতেন। ঐ রাজা এবং তাঁহার সভাসদ গণ এবং তাঁহার অধিকারস্থ তাবৎ প্রজা সূর্য্যোপাসক ছিলেন অধিকন্তু পরমেশ্বরের বিদ্রোহী নারদূল নামক এক দৈত্যের আরাধনা করিতেন কিন্তু আমার পিতা মাতা যদ্যপিও পৌত্তলিকোপাসক ছিলেন তথাচ আমি মহম্মদীয় ধর্ম্ম পরায়ণ হইয়াছিলাম, তাহার কারণ এই যে আমার এক রক্ষিকা ছিলেন তিনি বাল্য কালে আমাকে কোরাণ পাঠ করাইয়া পরমার্থ বিষয়ে উপদেশ দিতেন। ঐ রক্ষিকা আমাকে সর্ব্বদা বলিতেন হে যুবরাজ পরমেশ্বর এক ব্যতীত দুই নহেন, তুমি সেই পরমেশ্বরের উপাসনা কর অন্য কাহারো আরাধনা করিও না। কিয়ৎকাল পরে ঐ রক্ষিকার মৃত্যু হইল, কিন্তু তখন আমার ধর্ম্মজ্ঞান উত্তম রূপ হইয়াছে, অতএব তাহার মরণের পরেও আমি ঐ মতাবলম্বী থাকিলাম। পরে প্রায় তিন বৎসর কয়েক মাস অতীত হইলে এই নগরে দৈববাণী হইল যে তাবৎ প্রজা গণ নারদূল ও অগ্নি পূজা ত্যাগ করিয়া যথার্থ পরমেশ্বরের ভজনা করুক, এই দৈববাণী ক্রমিক তিন বৎসর হইল, তাহাতেও কেহ ঐ ধর্ম্ম ত্যাগ করিল না অতএব তৃতীয় বৎসরের শেষ দিবসের শেষ রাত্রিতে নগরস্থ সমস্ত লোক যিনি যেমন অবস্থায় ছিলেন তিনি সেই অবস্থায় একেবারে পাষাণ দেহ প্রাপ্ত হইলেন সুতরাং আমার পিতা ও মাতা কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তর হইয়া

তার প্রতি পরমেশ্বরের কোপ দৃষ্টি হয় নাই এবং সেই অবধি আমি তাঁহার আরাধনায় আরো মনোনিবেশ করিয়াছি, অতএব হে সুন্দরি তোমার আগমনে এই বোধ হইতেছে যে তিনিই আমার শোক নিবারণের নিমিত্তে তোমাকে এখানে প্রেরণ করিয়াছেন। আমি উত্তর করিলাম হে যুবরাজ তোমাকে এই ভয়ানক স্থান হইতে উদ্ধার করিবার নিমিত্তে পরমেশ্বর আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন তাহার কোন সন্দেহ নাই, ফলত তুমি এই স্থানে অত্যন্ত অসুখে বাস করিতেছ, অতএব আমার অর্ণবযানে আইস যে স্থানে গমন করিতে ইচ্ছা হয় সেই স্থানে যাইবে। রাজকুমার এই কথায় সম্মত হইলেন। পরে যে রূপে যাইতে হইবেক রজনীযোগে তাহা স্থির করিয়া পর দিবস ঐ স্থান হইতে দুই জনে জাহাজে গমন করিলাম। তথায় আমার দুই ভগ্নী ও জাহাজস্থ অন্যান্য তাবৎ লোক পর্ব্ব রাত্রি যাবৎ আমাকে না দেখিয়া অত্যন্ত উৎকণ্ঠিত হইয়াছিল, আমি তাহারদিগকে ঐ স্থানের বিবরণ কহিয়া যুবরাজের সঙ্গে যে প্রকারে সাক্ষাৎ হয় ও তাঁহার প্রমুখাৎ যে সকল বিবরণ শুনিয়া ছিলাম তাহা অবগত করাইলাম। তদনন্তর জাহাজে যে সকল বাণিজ্য দ্রব্য বোঝাই করা ছিল তাহা সমুদ্রে নিক্ষেপ করিয়া বহু মূল্য রত্নাদিতে জাহাজ পরিপূর্ণ করিয়া সুবায়ু যোগে জাহাজ খুলিয়া দিলাম। জাহাজে গমন কালে অতি আনন্দে আমাদের কাল ক্ষেপ হইল, কিন্তু সে আনন্দ বিস্তর কাল রহিল না কেন না রাজপুত্রের সহিত আমার সম্প্রীতি দেখিয়া আমার ভগ্নীদিগের ঈর্ষা জন্মিল। এক দিন তাহারা আমাকে জিজ্ঞাসা করিল যে বোগদাদে গমনানন্তর এই রাজপুত্রকে লইয়া তুমি কি করিবে। আমি উত্তর করিলাম ইহাকে বিবাহ করিব তাহাদিগকে এই কথা বলিয়া রাজপুত্রকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে ইহাতে আপনার কি মত যদ্যপি আপনি কৃপা করিয়া আমার পাণি গ্রহণ করেন তবে আমি আপনার পত্নী হইয়া যাবজ্জীবন পাদ সেবায় নিযুক্ত থাকব। নৃপ-

মার ভগ্নীদিগের সাক্ষাতে বলিতেছি যে তাঁহারা যদ্যপি তোমাকে দাসী জ্ঞান না করিয়া আপন শরীরের অর্দ্ধাঙ্গ জ্ঞান করিবে এবং তোমার আজ্ঞাকারী হইয়া চিরকাল থাকিবে । এই কথা শুনিয়া আমার দুই সহোদরা একেবারে দুঃখ মুখী হইল এবং সেই অবধি আমার সঙ্গে তাঁহারদের সম্প্রীতির স্পষ্ট বৈলক্ষণ্য জন্মিল । যাহা হউক এই ভাবে আমারদের জাহাজ পারস্য হইতে আসিয়া পৌঁছিবে বিবেচনা করিলাম যে পর দিবসে বাসসরা নগরে পৌঁছিব, কিন্তু রাত্রিতে আমরা নিদ্রাবস্থায় আছি এমন সময়ে ঐ দুই ভগ্নী আমাকে ও ঐ রাজপুত্রকে সমুদ্র মধ্যে ফেলিয়া দিল তাহাতে আমি প্রাপ্ত চৈতন্য হইয়া ভাগ্য ক্রমে সন্তরণ দ্বারা একটা দ্বীপে গিয়া উঠিলাম, কিন্তু রাজপুত্র জলমগ্ন হইয়া প্রাণ ত্যাগ করিলেন । আমি যে দ্বীপে উঠিলাম সে দ্বীপ বাসসরা নগর হইতে ১০ ক্রোশ অন্তরিত হইবে আমি ঐ স্থানে বৃক্ষের ছায়াতে বসিয়া আছি ইত্যবসরে অকস্মাৎ দেখিলাম যে একটা বড় পক্ষ যুক্ত সর্প কিলবিল করিয়া আমার নিকটে দৌড়িয়া আসিতেছে, তাহার জিহ্বা টা মুখের বাহিরে পড়িয়াছে । ঐ সর্প দর্শনে আমি উঠিলাম পরে দাঁড়াইয়া দেখিলাম যে তাহার পশ্চাৎ আর একটা বড় সর্প আসিতেছে ও অগ্রবর্ত্তি সর্পের লাঙ্গুল ধরিয়া তাহাকে গ্রাস করিবার চেষ্টা করিতেছে ইহা দেখিয়া আমার অন্তঃকরণে দয়া জন্মিল অতএব নিকট হইতে একখান প্রস্তর তুলিয়া বড় সর্পটার মস্তক লক্ষ্য করিয়া এমত মারিলাম যে তদাঘাতে ঐ সর্প একেবারে প্রাণ ত্যাগ করিল । ইহাতে ক্ষুদ্র সর্পটা পক্ষ বিস্তার পূর্ব্বক উড়িয়া গেল, আমি এই আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিয়া কিছুই নির্ণয় করিতে পারিলাম না তৎপরে পুনর্ব্বার সেই স্থানে শয়ন করিয়া নিদ্রা গেলাম । নিদ্রা ভঙ্গের পর উঠিয়া দেখি যে কৃষ্ণাঙ্গী পরম সুন্দরী এক নারী দুইটা কৃষ্ণবর্ণ কুক্কুরীকে এক গাছা রজ্জুতে বন্ধন করিয়া আমার নিকট বসিয়া আছে । ইহা

বিবেচনা করিয়া দেখুন । ঐ রমণীর পরিচয় জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বলিলেন যে সে সর্পের তুমি প্রাণ দান করিয়াছ আমি সেই সর্প রূপধরা পরিজাতি, তোমার সৌজন্যে বশীভূত হইয়া আমি যাহা করিয়াছি তাহা শ্রবণ কর । আমি জানিয়াছিলাম যে তোমার দুই সহোদরা বিশ্বাসঘাতকতা পূর্ব্বক তোমাকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করিয়াছিল অতএব তুমি আমার প্রাণ রক্ষা করিলে পর আমি এখান হইতে যাইয়া আপন আত্মীয় পরীগণকে একত্র করিয়া তোমার জাহাজে যে সকল বহুমূল্য দ্রব্য ছিল তাহা বোগদাদে তোমার বাটীতে পৌঁছিয়া দিয়া জাহাজ ডুবাইয়া দিয়াছি, আর এই যে দুই কুক্কুরী দেখিতেছ ইহারা তোমার সেই দুই সহোদরা এ প্রযুক্ত ইহারদের দুষ্কর্ম্মের প্রতিফলের জন্য এই প্রকার রূপান্তর করিয়া আনিয়াছি, কিন্তু ইহাতেও ইহারদের সমুচিত দণ্ড হয় নাই, ইহারদিগকে আরো শাস্তি দিতে হইবে তাহা পশ্চাৎ বলিব । এই কথা বলিয়া এক হস্তে আমার কটিদেশ ও অন্য হস্তে দুই কুক্কুরীকে ধারণ করিয়া শূন্যে উড়িয়া নিমেষের মধ্যে আমাকে বোগদাদ নগরে লইয়া আমার বাটীতে উপস্থিত করিল । আমি দেখিলাম জাহাজ বোঝাই করিয়া যে সকল উপাদেয় দ্রব্য আনিয়াছিলাম তাহা সকল গুদামে তুলিয়া রাখিয়াছে । পরে পরী বিদায় হইয়া যাইবার কালে উক্ত দুই কুক্কুরীকে আমার হস্তে সমর্পণ করিয়া বলিলেন যে এই দুই কুক্কুরী অত্যন্ত গুরুতর পাপ করিয়াছে, অতএব প্রত্যহ রাত্রিতে তুমি ইহারদিগকে এক২ শত করিয়া লৌহ দণ্ড আঘাত করিবে, তাহার অন্যথা করিবে না অন্যথা হইলে তোমাকেও এইরূপ কুক্কুরী হইতে হইবেক । আমি নিরুপায় হইয়া স্বীকার করিলাম, এবং সেই পর্য্যন্ত তাহারদিগকে যে রূপ প্রহার করিয়া থাকি মহারাজ তাহা সাক্ষাতে দেখিয়াছেন, এই আমার সমস্ত বিবরণ কহিলাম, ইহার অধিক আর যাহা শুনিতে বাঞ্ছা করেন তাহা আমিনীর বিবরণে প্রকাশ হইবেক ।

বোগদাদাধিপতি এতাবৎ বিবরণ শ্রবণ করিয়া মন্ত্রি দ্বারা জিজ্ঞাসা করিলেন যে আমিনীর বক্ষস্থলে কাল চিহ্ন কি প্রকারে হইয়াছে তাহার বিস্তারিত বৃত্তান্ত কহিতে বল, তাহাতে আমিনী আপনার বৃত্তান্ত বলিতে আরম্ভ করিল।

আমিনীর বিবরণ।

আমিনী বলিল হে রাজেন্দ্র আমার ভগ্নীর প্রমুখাৎ আমার পরিচয় শুনিয়াছেন অতএব তাহা পুনরুক্তি না করিয়া পরে যাহা হইয়াছে তাহাই বলি শ্রবণ করুন। আমার পিতার মরণান্তে আমার মাতা স্বতন্ত্র হইয়া এক ভদ্র ধনবন্ত ব্যক্তির সহিত আমার বিবাহ দিয়াছিলেন. কিন্তু এক বৎসর অতীত না হইতেং আমি বিধবা হইলাম, আমার পতির প্রায় লক্ষ স্বর্ণ মুদ্রা ছিল আমি তাহা পাইলাম এবং ঐ টাকার উপস্বত্ব হইতে আমার স্বচ্ছন্দ রূপে দিনপাত হইতে লাগিল।

এক দিবস এক বৃদ্ধা স্ত্রী আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়া অনেক দরিদ্রতা জানাইয়া আমাকে বলিল যে আমার একটী দুহিতা আছে সে পিতৃহীনা, অদ্য তাহার বিবাহ দিবার উদ্যোগ করিতেছি, কিন্তু এদেশে আমারদের আত্মীয় কুটুম্ব কেহ নাই, অতএব দুঃখিনীর প্রতি কৃপা করিয়া যদি বিবাহের সময় একবার আপনি অধিষ্ঠান করেন তবে ঐ শুভকর্ম্ম সম্পন্ন হয়। বৃদ্ধার এই কথা শুনিয়া আমার দয়া হইল তাহাতে কহিলাম যে তাহাতে বাধা কি, তুমি কোন্ স্থানে থাক আমাকে বলিয়া যাও, আমি বস্ত্রালঙ্কার পরিধান করিয়া তথায় যাইতেছি। বৃদ্ধা কহিল এখনি যাইবার প্রয়োজন নাই, সন্ধ্যার সময়ে আমি আসিয়া আপনাকে লইয়া যাইব, এই কথা বলিয়া বৃদ্ধা বিদায় হইয়া গেল। পরে সন্ধ্যার সময়ে ব্যস্ত সমস্ত হইয়া আসিয়া আমার কর চুম্বন পূর্ব্বক বলিল হে মা তবে আসিতে আজ্ঞা হউক নগরস্থ সমস্ত সম্ভ্রান্ত লোকের কন্যারা আসিয়াছেন। ইহাতে আমি বস্ত্রাভরণ

পরিয়া বৃদ্ধাকে অগ্রে করিয়া তাহার পশ্চাৎ২ চলিলাম এবং আমার বন্দিনী গণও উত্তম বেশ ভূষাতে ভূষিত হইয়া আমার সঙ্গে২ চলিল। বৃদ্ধা কতক দূর যাইয়া একটা বড় বাটীর দ্বারে দাঁড়াইল। ঐ দ্বারের সম্মুখ পরিষ্কার এবং জলার্দ্র ছিল। আর উপরে স্বর্ণাক্ষরে এই কথা লেখা ছিল যে এই বাটী অনন্ত সুখ ও সন্তোষের আধার। বৃদ্ধা দ্বারাঘাত করাতে তখনি ভৃত্যেরা কপাট খুলিয়া দিল, এবং বুড়ী আমাকে সঙ্গে করিয়া প্রাঙ্গন দিয়া একটা দালানে লইয়া গেল, সেখানে ত্রিভুবন-মোহিনী পরম লাবণ্যবতী এক যুবতী পালঙ্গে বসিয়া ছিলেন তিনি আমাকে দেখিয়া অগ্রসর হইয়া আলিঙ্গন পূর্ব্বক হীরাতে খচিত এক অপূর্ব্ব সিংহাসনের উপর উপবেশন করাইয়া সহাস্য বদনে কহিলেন হে সুন্দরি আপনাকে বিবাহের অধ্যক্ষতা করিতে হইবে এ জন্য আনয়ন করা গিয়াছে, কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে, তোমাকে আনিবার যথার্থ কারণ এই যে আমার এক সহোদর আছেন পৃথিবীতে তত্তুল্য রূপবান পুরুষ প্রায় নাই তিনি তোমার রূপের গৌরব শুনিয়া এমন চঞ্চল চিত্ত হইয়াছেন যে তুমি তাহার প্রতি করুণা না করিলে তাঁহার প্রাণ বিয়োগের সম্ভাবনা, অতএব তোমাকে বিনতি করিয়া বলি তাহাকে রক্ষা কর। আমার পতির মরণের পর অবধি আমার এমন মানস ছিল না যে পুনর্ব্বার বিবাহ করি, কিন্তু ঐ পরম রূপবতী নারী আমাকে যথেষ্ট অনুরোধ করাতে তাহার বাক্য লঙ্ঘন করিতে না পারিয়া ঈষৎ হাস্য পূর্ব্বক মৌনী হইয়া থাকিলাম তাহাতে সম্মতি বুঝিয়া সেই যুবতী করতালি দিলেন পরে কুটরীর ভিতর হইতে এক যুবা পুরুষ বাহির হইয়া আসিলেন তাহাকে দেখিয়া আমি পুলকিত হইলাম কেননা তাহার সহোদরা তাহার রূপের যেমন বর্ণনা করিয়াছিলেন তদপেক্ষা অনেক গুণে উত্তম দেখিলাম। পরে যখন তিনি আমার সঙ্গে একত্র বসিয়া আলাপ করিতে লাগিলেন তখন তাহার রূপ দেখিয়া যেমত তুষ্ট হইয়াছিলাম তাহার গুণে ততোধিক বশীভূতা হইলাম। অনন্তর যখন ঐ

কামিনী দেখিলেন যে আমারদের পরস্পর মধ্যে মিলন হইয়াছে তখন পুনর্ব্বার সেই রূপ করতালি দিলেন, তাহাতে কাজী আসিয়া বিবাহের পত্র লিখিলেন এবং তাহার সমভিব্যাহারী চারি জন ভৃত্য বিবাহের সাক্ষী হইল পরে যাহার সঙ্গে আমার বিবাহ হইবেক তাহার নিকটে আমাকে এই অঙ্গীকার করিতে হইল যে তদ্ভিন্ন অন্য পুরুষের সহিত আলাপ বা কাহার মুখাবলোকন করিব না, এবং তিনিও অঙ্গীকার করিলেন যে তাহা হইলে আমিও কোন বিষয়ে ত্রুটি পাইব না। এই প্রকার সকল বিষয় স্থির হইলে আমারদের বিবাহ হইল, এবং আমি কন্যা কর্ত্তা হইতে গিয়া আপনিই কন্যা হইলাম।

বিবাহের প্রায় এক মাসের পর এক দিবস রেসমি বস্ত্র ক্রয় করিবার আবশ্যক হওয়াতে আমি স্বামির অনুমতি লইয়া সেই প্রাচীনা ও অন্য দুই জন দাসীকে সমভিব্যাহারে লইয়া বাজারে গমন করিলাম। পথিমধ্যে বুড়ী আমাকে বলিল ঠাকুরাণি তুমি দ্বারে২ কত বেড়াইবে, আমি তোমাকে একেবারে এক দোকানে লইয়া যাইতেছি সেখানে বিবিধ প্রকার রেসমী বস্ত্রাদি আছে পরে যাহা মনোনীত হয় তাহা লইও। ইহাতে আমি আপত্তি করিলাম না। তাহার পর বুড়ী আমাকে এক যুবা সওদাগরের দোকানে লইয়া গেল, সেখানে বসাইয়া আমাকে বলিল কি বস্ত্র লইবে তাহা সওদাগরকে বল,। আমি উত্তর করিলাম তুমি জান আমি অন্য পুরুষের সহিত বাক্যালাপ করি না এখন কি রূপে বলিব। সওদাগর ইহা শুনিয়া আপনার যে সকল উত্তম২ বস্ত্র ছিল তাহা বাহির করিয়া দেখাইতে লাগিল. তাহার একখানা বস্ত্র আমার মনোনীত হওয়াতে আমি বুড়ীকে কহিলাম ইহার কি মূল্য দিতে হইবে জিজ্ঞাসা কর। সওদাগর প্রাচীনাকে সম্বোধন করিয়া বলিল আমি টাকা লইয়া বস্ত্র বিক্রয় করি না যদ্যপি এই যুবতী আমাকে একবার মুখ চুম্বন করিতে দেন তবে আমি তাহাকে এই বস্ত্র বিনা মূল্যে প্রদান করি। আমি প্রাচীনাকে

কহিলাম যে সওদাগর অতি অসভোর ন্যায় কথা বলিতেছে তাহাকে বল যে এমন কথা পুনরুক্তি না করে. কিন্তু বুড়ী তাহাকে কিছু না বলিয়া আমাকে বলিল যে ইহাতে আপনার আপত্তি কি, আপনি উহার সঙ্গে কথাই না কহিলেন গালের বস্ত্র উঠাইয়া দিলে চুম্বন করিবে তাহাতে ক্ষতি কি। ফলত ঐ বস্ত্র দেখিয়া আমি এমন তুষ্ট হইয়াছিলাম যে ঐ কথা আমাকে বারম্বার বলিতে হইল না, আমি চুম্বন দানে সম্মত হইলাম,। পরে বুড়ী ও অন্য দুই জন দাসী আমাকে আড়াল করিয়া দাঁড়াইলে আমি মুখের ঘোমটা তুলিয়া গণ্ডদেশ বাহির করিয়া দিলাম, কিন্তু সওদাগর চুম্বন না করিয়া গালে এমন কামড় দিল যে যেপর্য্যন্ত রক্ত নির্গত না হইল সে পর্য্যন্ত ছাড়িল না। সওদাগরের এই আচরণ দেখিয়া এবং গালের বেদনাতে কাতর হইয়া আমি প্রায় মূর্চ্ছাপন্না হইলাম। ইত্যবসরে সওদাগর দোকান তুলিয়া সেই স্থান হইতে পলায়ন করিল। পরে যখন আমার চৈতন্য হইল তখন দেখিলাম যে তাবৎ গালে রক্তারক্তি হইয়াছে। তখন বুড়ী আমাকে বিবিধমতে শান্তনা করিতে লাগিল, এবং বাটীতে লইয়া গেল, ও সেখানে ঔষধ দিয়া গণ্ডদেশ বন্ধন করিয়া দিল তাহাতে কিঞ্চিৎ আরাম বোধ হওয়াতে আমি শয়ন করিয়া থাকিলাম। রজনীযোগে স্বামী শয়ন করিতে আসিয়া গণ্ডদেশে বস্ত্র বন্ধন দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন যে গালে কি হইয়াছে। আমি বলিলাম, যে শিরঃপীড়া হইয়াছে, আর মনে করিলাম একথা বলিলে আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিবেন না, কিন্তু স্বামী ঐ কথায় ক্ষান্ত না হইয়া একটা আলোক আনিয়া গণ্ডদেশে আঘাত দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন এই আঘাত কি প্রকারে হইল। আমি উত্তর করিলাম যে তোমার অনুমতি ক্রমে অদ্য বাজারে গিয়াছিলাম তাহাতে একটা ক্ষুদ্র গলি দিয়া যাইতেছিলাম দৈবাৎ এক জন মুটিয়া এক বোঝা কাষ্ঠ লইয়া যাইতেছিল তাহার এক খানা কাষ্ঠ হঠাৎ গালে লাগিয়া গাল কাটিয়া গিয়াছে, কিন্তু অধিক আঘাত হয় নাই। এই কথা বলাতে

স্বামী অত্যন্ত ক্রোধাবিষ্ট হইয়া বলিলেন কল্য আমি কোটালকে বলিতেছি যে শহরের তাবৎ মুটিয়াদিগকে ধরিয়া আনিয়া সকল বেটাকে ফাঁসি দেয়। আমি দেখিলাম বিনা-অপরাধে তাবৎ মুটিয়ারা মারা যায়, অতএব স্বামিকে বলিলাম প্রভু এমন করিবেন না ইহাতে নিতান্ত অবিচার হইবেক। পতি জিজ্ঞাসা করিলেন তবে সত্য করিয়া বল গালে কি হইয়াছে। আমি বলিলাম একটা ক্ষুদ্র গলি দিয়া গমন করিতেছিলাম আমার পাশ্চাৎ এক জন ঝাঁটা ওয়ালা একটা গাধার পৃষ্ঠে কতগুলা ঝাঁটা দিয়া অন্য মনস্ক হইয়া যেমন আসিতেছিল তেমনি ঐ গাধা আমার দিকে হঠাৎ দৌড়িয়া আসিবাতে আমি পড়িয়া গেলাম সেই স্থানে একখানা পরকলাতে গালে দরজ লাগিয়াছে। স্বামী কহিলেন তবে থাক রাজাকে এই বৃত্তান্ত কহিয়া অদ্য রাত্রিতেই নগরের সমস্ত ঝাঁটওয়ালাকে নষ্ট করিতেছি। আমি কহিলাম মহাশয় তাহা করিবেন না তাহারা নিরপরাধী। পতি বলিলেন তবে তোমার কোন্ কথা সত্য মানিব, আমাকে যথার্থ করিয়া বল, তোমার গণ্ডদেশে কি প্রকারে আঘাত হইয়াছে। আমি কহিলাম প্রভু অদ্য মদ্যপানে আমার বিহ্বলতা হইয়াছিল তাহাতে আছাড় খাইয়া গাল কাটিয়া ফেলিয়াছি এই কথাতে স্বামী একেবারে অগ্নি প্রায় হইয়া বলিলেন ওরে ব্যভিচারিণি আমি তোর কথায় আর কর্ণ পাত করি না। ইহা বলিয়া করতালি দিলেন তাহাতে তিন জন অনুচর তৎক্ষণাৎ তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। স্বামী তাহারদিগকে বলিলেন এই ব্যভিচারিণীকে শয্যা হইতে টানিয়া মেঝার মধ্য স্থলে আন। দাসেরা আজ্ঞামাত্র আমাকে শয্যা হইতে নীচে আনিয়া এক জন মস্তক ও আর এক জন দুইটা পা ধরিয়া রহিল, তৃতীয় জনকে স্বামী বলিলেন যে একখানা খড়্গ আন, আজ্ঞা মাত্র কিঙ্কর খড়্গ আনয়ন করিলে স্বামী তাহাকে বলিলেন এই খড়্গ দ্বারা ইহাকে একেবারে দুই খণ্ড করিয়া তিগ্রিশ নদীতে ভাসাইয়া দেও, যে স্ত্রী সত্য করিয়া সত্য পালন না করে তাহার এই প্রকার

শাস্তি দেওয়া কর্ত্তব্য। ভৃত্য আজ্ঞা পাইয়াও তাঁহার মুখের দিকে দৃষ্টি করিয়া থাকিল, তাহাতে স্বামী রুষ্ট হইয়া কহিলেন ওরে হারামজাদ কেন তুই বিলম্ব করিতেছিস, এখনি কাটিয়া দুই খণ্ড কর। ভৃত্য আমাকে কহিল ঠাকুরাণি তোমার পরমায়ু শেষ হইয়াছে, যদি কোন কথা বলিতে থাকে তাহা এখনও বল। আমি কহিলাম যে আমার একটী কথা আছে তাহা বলিতে প্রার্থনা করি, পতি জিজ্ঞাসা করিলেন তাহা কি বল। আমি বলিলাম যে আমার ভাগ্যে কি এই ছিল যে এই নবযৌবন কালে নিরপরাধে মারা যাব হে কান্ত আমাকে নষ্ট করিও না, আমি অবলা সরলা কিছু জানি না, কিন্তু ইহাতেও আমার প্রতি স্বামির কিছুমাত্র দয়া হইল না, তিনি ভৃত্য দিগকে পুনঃ২ বলিতে লাগিলেন ইহাকে এখনি কাটিয়া দুই খণ্ড কর। তাহারা কাটিতে উদ্যত হয় এমত সময় সেই বুড়ী আসিল সে স্বামিকে বাল্যকালে প্রতিপালন করিয়াছিল, আমার নিমিত্ত কৃতাঞ্জলি হইয়া বলিল হে সন্তান আমার একটা কথা রাখ এই নারীকে হত্যা করিও না, ইহাতে জগন্ময় অপযশ হইবেক। এই কথা বুড়ী এমন ভঙ্গি করিয়া বলিল যে স্বামী তাহাতে নিরস্ত হইয়া বলিলেন ভাল তবে তোমার অনুরোধে ইহাকে প্রাণে নষ্ট করিব না, কিন্তু দুষ্কর্ম্মের শাস্তি জন্য ইহার শরীরে এক চিহ্ন করিয়া দিব যে ঐ দুষ্কর্ম্ম চিরকাল স্মরণ থাকিবে। ইহা বলিয়া এক জন ভৃত্যকে সঙ্কেত করাতে সে এক গাছা চাবুক লইয়া আমার বক্ষঃস্থলে ও পৃষ্ঠদেশে এমত নির্দয় রূপে প্রহার করিল যে তাহাতে মাংস কাটিয়া উঠিতে লাগিল এবং আমি অচৈতন্য হইয়া ভূমিতে পড়িয়া থাকিলাম, ঐ অবস্থায় ভৃত্য গণ আমাকে অন্য একটা বাটীতে রাখিয়া আসিল সেখানে আমি চারি মাস শয্যাগত থাকিয়া বহু কষ্টে আরোগ্য হইলাম, কিন্তু আঘাতের চিহ্ন বক্ষস্থল ও পৃষ্ঠদেশে অদ্য পর্য্যন্ত আছে তাহা গত নিশা যোগে আপনি স্বচক্ষে দেখিয়াছেন, পরে যখন চলনশক্তি হইল তখন ভাবিলাম যে আমার পূর্ব্ব স্বামির ভবনে গমন করি, কিন্তু দ্বিতীয় স্বামির

এমত আশ্চর্য্য রাগ যে ঐ বাটী সেই সময়ে একেবারে সম-ভূমি করিয়াছিলেন তাহার কোন চিহ্ন রাখেন নাই।

আমি এই প্রকারে সকল আশয়ে নিরাশ হইয়া জোবেদীর নিকটে গিয়া তাহার শরণাগত হইলাম, জোবেদীর স্নেহ পূর্ব্বাবধি আমার প্রতি ছিল তাহাতে আমার দুর্গতির কথা শুনিয়া আমাকে বাটীতে রাখিলেন, এবং আমি গৃহের কায কর্ম্ম করিতে লাগিলাম। গত কল্য বাজারে যাইয়া এক জন মুটিয়াকে দিয়া কতক দ্রব্য আনিয়াছিলাম, ঐ মুটিয়া বুদ্ধিমান ও রসিক, তজ্জন্য তাহাকে লইয়া আমোদে ছিলাম ইতিমধ্যে তিন জন ফকীর আসিয়া অতিথি হইল ঐ ফকিরদিগকে আমরা গৃহে স্থান দিলাম কিন্তু বলিলাম যে আমারদিগের কর্ম্ম কাণ্ড দেখিয়া তোমরা কোন কথা কহিতে পারিবে না তাহাতে তাহারা স্বীকৃত হইয়া রহিল, পরে আহারাদির পর গান বাদ্য করিতেছিলাম এমন সময় আপনারা গিয়া উপস্থিত হইলেন তৎপরে যাহা২ হইয়াছে তাহা নিবেদনের প্রয়োজন নাই আপনি স্বচক্ষে দেখিয়াছেন।

বোগদাদাধিপতি এই সকল বিবরণ শ্রবণে সন্তুষ্ট হইয়া জোবেদীকে বলিলেন হে রূপবতি সর্পবেশে যে পরী তোমাকে দর্শন দিয়াছিল তাহার কোথায় বাস তাহা তুমি জান এবং সে তোমাকে এমত কিছু বলিয়াছে কি না যে তোমার সহিত তাহার পুনর্ব্বার সাক্ষাৎ হইবেক ও তোমার সহোদরা গণকে পশু দশা হইতে মুক্ত করিবেক।

জোবিদী বলিল ধর্ম্মাবতার আমি আপনাকে বলিতে বিস্মৃত হইয়াছি ঐ পরী আমাকে এক আটি কেশ দিয়া এই কথা বলিয়া গিয়াছে যদি কখন আমাকে দেখিতে চাহ তবে এই আটি হইতে দুইটী কেশ বাহির করিয়া লইয়া দগ্ধ করিবে। ভূপাল জিজ্ঞাসা করিলেন সে কেশের আটি কোথায়। জোবেদী বলিল তাহা আমার সঙ্গেই আছে আমি তাহা সর্ব্বদাই নিকটে রাখিয়া থাকি। ইহা বলিয়া বস্ত্রের মধ্য হইতে কেশগুলি নিঃসরণ করিয়া রাজার গোচর করিল। তাহাতে পরী

সন্দর্শনার্থ নিতান্তাভিলাষী মহীপতি কেশ গুণ পরীক্ষা করণোদ্যত হইলে জোবেদী সম্মতি দিলেন। পরে অগ্নি আনয়ন করাইয়া তন্মধ্যে কেশ নিক্ষেপ করাতে রাজপুরী একেবারে কম্পমান হইল, অনন্তর অপূর্ব্ব বেশ ভূষাতে ভূষিত সেই পরী রাজ সম্মুখে আসিয়া কহিল হে মহারাজ আমাকে কি করিতে হইবে আজ্ঞা করুন, যে রমণী আমাকে আহ্বান করিলেন তাঁহার দ্বারা আমার বিশেষ উপকার হইয়াছিল অতএব তাঁহার অপকারী ভগ্নী দ্বয়ের শাস্তি নিমিত্ত তাহারদিগকে কুক্কুরী করিয়া দিয়াছি। মহারাজ যদ্যপি আজ্ঞা করেন তবে তাহারদিগের পূর্ব্ববৎ মানবাকার করিয়া দিই। মহীপাল বলিলেন যদি তাহা কর তবে আমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হই, অপিচ এই রমণীর স্বামী যে ইহার প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার ও যথাসর্ব্বস্বাপহরণ পূর্ব্বক দূর করিয়া দিয়াছে, তাহার নাম ধাম বলিলে বিশেষ আনন্দিত হইব। পরী বলিল হে নরপতে ঐ দুই কুক্কুরীর পশুদেহ এখনি ঘুচাইয়া দিতেছি পরে অন্য রমণীর শরীরে যে আঘাতের চিহ্ন আছে তাহাও ভাল করিয়া দিব আর যিনি তাহার প্রতি নির্দয় ব্যবহার করিয়াছেন তাহার নাম কহিব। এই কথা বলিয়া জোবেদীর আলয় হইতে দুইটা কুক্কুরী আনাইয়া একটা পাত্রে করিয়া জল লইয়া পরী মন্ত্র পাঠ করিতে লাগিল, ঐ মন্ত্রের অর্থ কেহ বুঝিতে পারিল না, পরে মন্ত্রপূত কিঞ্চিৎ জল আমিনীর অঙ্গে দিয়া অবশিষ্ট বারি দুইটা কুক্কুরীর গাত্রে ক্ষেপণ করিল তাহাতে তাহারা কুক্কুরী রূপ ত্যাগ পূর্ব্বক পরম সুন্দর রূপবতী যুবতী হইল, এবং আমিনীর অঙ্গে যে সকল চিহ্ন ছিল তাহা রহিল না। অনন্তর পরী মহীপালকে বলিল হে রাজেন্দ্র এই যুবতীর স্বামী কে তাহার অনুসন্ধান হয় নাই বোধহয় আপনার অতি আত্মীয় অর্থাৎ আপনার পুত্র যুবরাজ এই যুবতীর প্রতি আসক্ত হইয়া কোন কৌশল দ্বারা ইহাকে আপন বাটীতে আনিয়া বিবাহ করিয়াছিলেন পরে ঐ নারীর প্রতি যে নিষ্ঠুর ব্যবহার করেন তাহাতে তাঁহার সম্যক্ অপরাধ নাই কেননা ঐ নারী যে সকল মিথ্যা ছল

করিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ জন্মিতে পারে যাহা হউক আপনাকে সকল বিবরণ কহিলাম। এই কথা বলিয়া পরী রাজাকে প্রণাম করিয়া অন্তর্দ্ধান হইল। রাজা এই সকল অদ্ভুত বিবরণ শুনিয়া অতিশয় চমৎকৃত হইলেন. পরে আপন পুত্র আমিনকে ডাকাইয়া বলিলেন তুমি গোপনভাবে বিবাহ করিয়া সামান্য অপরাধের নিমিত্ত ভার্য্যার প্রতি যে নিষ্ঠুর আচরণ করিয়াছ তাহা আমি শুনিয়াছি। রাজা এই পর্য্যন্ত বলাতে তাঁহার আজ্ঞার আর অপেক্ষা না করিয়া যুবরাজ তৎক্ষণাৎ আমিনীকে পুনর্ব্বার বিবাহ করিলেন। তদনন্তর রাজা স্বয়ং জোবেদীকে আপন মন প্রাণ অর্পণ করিয়া পরিণয় করিলেন, এবং তাহার আর তিন ভগ্নীকে ফকির বেশ ধারি তিন রাজপুত্রের সহিত বিবাহ দিলেন এবং তাহারদিগের বাসের নিমিত্ত এক২ উত্তম অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন আর তাহারদিগকে আপন রাজ্যের অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত কর্ম্মে নিযুক্ত করিলেন তাহাতে সকলে পরমানন্দে কালযাপন করিতে লাগিল এবং তাহাতে রাজার যশ দেশ দেশান্তরে ব্যাপ্ত হইল।

সিন্ধবাদ নাবিকের কথা।

কালেফ হারুণ অলরসিদের রাজ্য শাসন কালে বোগদাদ নগরে হিন্দবাদ নামে এক মুটিয়া ছিল সে এক দিবস গ্রীষ্মকালে নগরের এক দিগ হইতে আর এক দিগে এক মোট লইয়া যাইতে২ রৌদ্রে অতিশয় ক্লান্ত হইয়া এক গলির মধ্যে প্রবেশ করিল, সেই গলিতে মন্দ২ বাতাস এবং তাহা গোলাব জলে আর্দ্র, ও সুগন্ধি প্রযুক্ত সে মস্তক হইতে মোট নামাইয়া শ্রান্তি শান্তির জন্য এক বৃহৎ অট্টালিকার সম্মুখে বসিল। ঐ অট্টালিকা হইতেই নানা জাতীয় সুগন্ধি দ্রব্যের ও গোলাপের সৌরভ বাহির হইয়া তাবৎ গলি সুগন্ধি করিয়াছিল, মুটিয়া তদাঘ্রাণে পরমানন্দিত হইল. কিন্তু ঐ পথে গমনাগমন না থাকাতে ঐ অট্টালিকা কাহার জানিতে পারিল না, পরে

দ্বারস্থ ভৃত্য গণের নিকট যাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, যে ভাই এই বাটী কাহার । তাহাতে উত্তর পাইল, যে তুমি বোগদাদ বাসী হইয়া মহা খ্যাতাপন্ন ভ্রমণ কারি সিন্ধবাদ নাবিক যিনি কতবার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করিয়াছেন তাঁহার এই বাটী জান না, একি চমৎকার । মুটিয়া পূর্ব্বে সিন্ধবাদের ঐশ্বর্য্যের কথা শুনিয়াছিল, তাহাতে তাঁহার এইরূপ সুখ ও সম্পত্তি দেখিয়া স্বীয় দারিদ্র্যাবস্থা স্মরণে ঊর্দ্ধ দৃষ্টি করিয়া উচ্চৈস্বরে কহিল হে পরমেশ্বর আমি সমস্ত দিন পরিশ্রম করিয়া আপন ও আপন পরিজনের জীবন ধারণার্থ যৎকিঞ্চিৎ যবের রোটিকার সঙ্গতি করিতে পারি না, কিন্তু এই সিন্ধবাদ প্রচুর ধন পাইয়া পরমানন্দে কাল যাপন করিতেছে, ইহার কারণ কি, সিন্ধবাদ এমত কি করিয়াছিল যে তুমি তাহাকে এত ধন দিয়াছ এবং আমি কি করিয়াছিলাম যে আমাকে এমত দরিদ্র করিয়াছ । মুটিয়া এবম্প্রকারে খেদোক্তি করিতেছে এমত কালে এক জন ভৃত্য আসিয়া তাহার হস্ত ধারণ পূর্ব্বক বলিল, আইস প্রভু সিন্ধবাদ তোমাকে ডাকিতেছেন । ইহা বলিয়া ভৃত্য তাহাকে বাটীর মধ্যে এক উত্তম ঘরে লইয়া গেল, সেখানে নানা বিধ খাদ্য দ্রব্য পরিবেশন হইতেছিল এবং চতুর্দিগে বহু সংখক লোক আহার করিতে বসিয়াছিল, আর মধ্যস্থলে প্রবীণ পরম সুন্দর শুক্ল দাড়ি বিশিষ্ট এক ব্যক্তি অধ্যাসীন ও তৎপশ্চাতে কৃতাঞ্জলি পুটে ভৃত্য ও অমাত্য গণ আজ্ঞা পালনার্থ দণ্ডায়মান ছিল । ঐ ব্যক্তিরই নাম সিন্ধবাদ । মুটিয়া আসিলেই তিনি তাহাকে সমাদর পূর্ব্বক আপনার দক্ষিণ পার্শ্বে বসাইয়া উত্তম মদ্য পান করিতে দিলেন. মুটিয়া তাহা পান করিল । পরে সিন্ধবাদ তাহাকে ভ্রাতৃ সম্বোধন করিয়া কহিল হে ভ্রাতঃ তোমার নাম কি, এবং তুমি কি ব্যবসায় করিয়া থাক । বাহক কহিল আমার নাম হিন্দবাদ, আমি মস্তকে মোট বহন করিয়া দিনপাত করি । সিন্ধবাদ কহিলেন তোমার দর্শনে আমি পরমাপ্যায়িত হইলাম, কিন্তু কিঞ্চিৎ কাল হইল পথে থাকিয়া তুমি যে কথা

বলিতেছিলে তাহা আমাকে পুনর্ব্বার বল। এই প্রশ্নেতে লজ্জিত হইয়া হিন্দবাদ অধোবদন হইয়া বলিল যে আমি অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়াছিলাম তাহাতে আমার মুখ হইতে যে অযুক্তি উক্তি নির্গত হইয়াছে তজ্জন্য আমাকে মার্জ্জনা করুন। সিন্ধবাদ কহিলেন তুমি এমত জ্ঞান করিও না যে সে কথার জন্য আমি তোমার প্রতিহিংসা করিব, তোমার যে অবস্থা তাহাতে সে উক্তি অযুক্তি নহে, তজ্জন্য কেন ভৎসনা করিব, বরং তোমার দুঃখ শুনিয়া অতিশয় দুঃখিত হইয়াছি, কিন্তু এবিষয়ে আমি তোমার ভ্রম দূর করিতেছি, তুমি নিঃসন্দেহ ভাবিয়া থাকিবে যে আমি এই ঐশ্বর্য্য ও সুখ অনায়াসে পাইয়াছি. ফলে তাহা নহে, আমি অনেক যত্ন ও ক্লেশে এ সুখাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছি ইহা বলিয়া সভাস্থ গণকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে মহাশয় গণ আমি অর্থোপার্জ্জন জন্য যেং সাহস করিয়াছিলাম তাহাতে অত্যন্ত লোভি ব্যক্তিরও ভয় জন্মিতে পারে, আমি যে সপ্তবার বাণিজ্যে গমন করি বুঝি আপনারা তাহার বিশেষ বিবরণ শুনেন নাই অতএব সেই বৃত্তান্ত কহিতেছি, শ্রবণ করুন। ইহা বলিয়া মুটিয়ার মোট বাটীর ভিতরে উত্তম স্থানে রাখাইয়া সিন্ধবাদ এই রূপে বলিতে লাগিলেন।

সিন্ধবাদের প্রথম বাণিজ্য যাত্রার কথা। তিনি বলিলেন আমার পিতার পরোলোকান্তে আমি প্রচুর ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইয়াছিলাম, কিন্তু সেই ধনের অধিকাংশ লাম্পট্য কর্ম্মে ক্ষয় করিয়া শেষে তাহা দুষ্কর্ম্ম বিবেচনা করিয়া চিন্তা করিলাম যে ধন চিরকাল এক স্থানে স্থায়ী নহে, এবং দরিদ্র হওয়া অপেক্ষা মরণ ভাল, সোলেমানের এই যে বচন পিতার নিকটে সর্ব্বদা শুনিতাম তাহাই বুঝি আমাতে ঘটিল। এই সকল চিন্তাতে চিন্তিত হইয়া অবশিষ্ট স্থাবর সমুদয় দ্রব্যাদি বিক্রয় করিয়া সৎপরামর্শ দায়ক ব্যক্তি দিগের পরামর্শানুসারে কয়েক জন সাগর বাণিজ্য কারি ব্যক্তির সহিত বাণিজ্য করিব এই স্থির করিয়া বাসরা নগরে গমন পূর্ব্বক কতিপয় মহাজনের

সহিত অর্ণব যানারোহণে পারস্য সমুদ্র দিয়া ভারতবর্ষীয় উপদ্বীপে যাত্রা করিলাম তাহাতে প্রথমত সমুদ্র পথে আমার মূর্চ্ছা পীড়া জন্মিল কিন্তু ত্বরায় আরোগ্য হইল তদবধি আর কখন হয় নাই।

তদনন্তর বহুতর উপদ্বীপে জাহাজ লাগাইয়া দ্রব্যাদি ক্রয় বিক্রয় ও বিনিময় করিয়া বায়ুভরে যাইতে২ হঠাৎ এক দিবস এক ক্ষুদ্র উপদ্বীপের তীরে উপস্থিত হইলাম, ঐ দ্বীপ জল হইতে অধিক উচ্চ ছিল না বরঞ্চ তাহার সমান ছিল এবং অপূর্ব্ব সবুজ বোধ হইল, তাহাতে নাবিক স্থলাবরোহণেচ্ছু ব্যক্তিরদিগকে তটে নামিতে অনুমতি দিল, এবং আমিও ঐ সকল ব্যক্তিদের সঙ্গে স্থলে উত্তীর্ণ হইলাম। পরে আমরা তথায় পান ভোজনাদিতে আনন্দ ও সমুদ্র গমনে ক্লান্ত প্রযুক্ত বিশ্রাম করিতেছি ইতিমধ্যে ঐ দ্বীপ কম্পমান হইল তাহাতে অর্ণব যানস্থ ব্যক্তিরা ভ্রমোপ লব্ধ দ্বীপকে সমুদ্রীয় মৎস্য জানিয়া আমারদিগকে ত্বরায় তরীতে আরোহণ করিতে কহিলেন। সাবধান ব্যক্তিরা ঐ কথা শ্রবণ মাত্রে তখনি জাহাজারোহণ করিল ও কেহ২ সন্তরণ দ্বারা তন্নিকটে গেল, কিন্তু আমি যাইতে পারিলাম না, এবং ঐ সমুদ্রীয় মৎস্য জল মগ্ন হইলে উপায়ান্তর না দেখিয়া অগ্নি প্রজ্জলন করণার্থে তটে যে কাষ্ঠ লইয়া গিয়াছিলাম কেবল তাহার এক খান কাষ্ঠ অবলম্বন করিয়া ভাসিতে লাগিলাম। স্থলস্থ ব্যক্তিরা জাহাজারোহণ করিলে এবং যাহারা সন্তরণ করিয়া নিকটে যাইতে পারিল তাহাদিগকে তুলিয়া লইলে জাহাজ সুবাতাস পাইয়া পাইল ভরে চলিল, আমি জাহাজের নিকটে গমন করিতে না পারিয়া তরঙ্গে জীবন রক্ষার্থে সমস্ত দিবস ও সমস্ত রাত্রি প্রাণ পণে সন্তরণ দিতে থাকিলাম, পর দিবস দুর্ব্বল হইয়া জীবনাশায় নিরাশ হইয়াছি এমন সময় একটা প্রবল তরঙ্গে আমাকে এক দ্বীপের নিকটে ফেলাইয়া দিল, সে দ্বীপের তীর অতিউচ্চ ও দুর্গম্য কিন্তু পরমেশ্বরের কি কৃপা একটা বৃক্ষ শাখা জল পর্য্যন্ত অবনত হইয়াছিল আমি তদবলম্বনে উপরে উঠিয়া

মৃতের ন্যায় ভূমিতে পড়িয়া থাকিলাম কিন্তু যদ্যপিও শ্রমে উত্থান শক্তি রহিত ছিলাম তথাপি ক্ষুধায় অত্যন্ত কাতরতা প্রযুক্ত হামাগুড়ি দিয়া ফল মূলান্বেষণে গমন করিলাম, তা-হাতে দ্বীপের মধ্যে নানা বিধ ফল ও অত্যুত্তম জলের ঝরনা পাইয়া ক্ষুধা পিপাসা নিবৃত্তি করিলাম, পরে কিঞ্চিৎ সুস্থ হইয়া উক্ত দ্বীপে ভ্রমণ করিতে২ এক অপূর্ব্ব প্রান্তরে উপ-স্থিত হইলাম তাহার প্রান্তভাগে এক অশ্ব দৃষ্ট হইল, তন্নিকটে যাইয়া দেখিলাম, যে এক মনোহর ঘোটকী কীলকে বদ্ধ আছে। ঐ ঘোটকীকে নিরীক্ষণ করিতেছি, ইতিমধ্যে হঠাৎ মৃত্তিকার নীচে হইতে মনুষ্যের স্বর কর্ণ কুহরে প্রবিষ্ট হইল তৎপরেই একটা গর্ত্তের ভিতর হইতে এক ব্যক্তি আমার নিকট আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল তুমি কে এবং এখানে কি জন্য। আমি আপন পরিচয় দিলাম, তাহাতে ঐ ব্যক্তি আ-মার হস্ত ধরিয়া আমাকে গর্ত্তের মধ্যে লইয়া গেল তথায় আর কয়েক জন লোক ছিল তাহারদিগকে দেখিয়া আমি যে রূপ চমৎকৃত হইলাম তাহারাও আমাকে দেখিয়া সেইরূপ বিস্ময়াপন্ন হইল। ঐ ব্যক্তিরা আমাকে আহার করাইল, তদ-নন্তর আমি তাহারদিগকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে তোমরা কে, আর এই নির্জ্জন অরণ্য মধ্যে থাকিয়া কি কর। তাহারা বলিল যে আমরা এই দ্বীপস্থ মেহরেজ নামক মহারাজের অশ্বপাল-প্রতিবৎসর এই সময়ে মহারাজের ঘোটকী আনিয়া যে রূপ দেখিলে সেইরূপ বন্ধন করিয়া রাখি, পরে সমুদ্র হইতে অর্ণব অশ্ব আসিয়া তাহাকে সম্ভোগ করে, কিন্তু যখন সঙ্গমানন্তর ঘোটকীকে নষ্ট করণোদ্যত হয়, তখন আমরা চীৎকার করিয়া তাহাকে সমুদ্রে তাড়াইয়া দিয়া ঘোটকীকে লইয়া প্রস্থান করি. ঐ ঘোটকীর গর্ভে যে শাবক জন্মে তাহাকে সমুদ্রীয় ঘোটক বলা যায়, এবং মহারাজ তাহাতে আপনি আরো-হণ করেন।

এইরূপ কথা হইতেছে ইতিমধ্যে সমুদ্র হইতে ঘোটক আ-সিয়া সেই ঘোটকীর সহিত রতি বিলাস করিল, তদনন্তর

তাহাকে ভক্ষণোদ্যত হওয়াতে অশ্ব পালকেরা ঘোরতর চীৎকার পূর্ব্বক শব্দ করিতে লাগিল, তাহাতে সমুদ্রীয় অশ্ব ঘোটকীকে পরিত্যাগ করিয়া সমুদ্রে পুনর্ব্বার গমন করিল। তাহার পরদিন অশ্ব পালেরা সেই ঘোটকীকে ও আমাকে লইয়া রাজধানীতে গমন করিল, পরে তাহারা মেহরেজ রাজার নিকট আমাকে উপস্থিত করিলে ভূপতি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে তুমি কে এবং কি রূপে তোমার এই রাজ্যে আগমন হইল। তাহাতে আমি সমস্ত পরিচয় কহিলে রাজা আমার দুঃখে অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া আমাকে যত্ন করিয়া রাখিলেন, সুতরাং আমি পরম সুখে রহিলাম।

মেহরেজ রাজার রাজধানী সমুদ্র তীরে ছিল, এবং সেখানে নানা দিগ্‌দেশীয় জাহাজ ও শওদাগর লোকের গমনাগমন হইত এজন্য আমি সর্ব্বদা সমুদ্র তীরে যাতায়াত করিতাম এবং মহাজন দিগের নিকটে বোগ্‌দাদ নগরের সম্বাদ ও তন্নগরীতে গমনের উপায় জিজ্ঞাসা করিতাম। এক দিবস তথায় যাইয়া দেখিলাম যে একখান জাহাজ ভাসিয়া ঘাটে লাগিল এবং জাহাজস্থ লোকেরা দ্রব্যাদি নামাইতে আরম্ভ করিলে আমি দেখিলাম যে যে সকল দ্রব্য আমি বানসোরা নগরে জাহাজ বাঝাই করি, সেই সকল দ্রব্য তন্মধ্যে রহিয়াছে এবং তাহাতে আমার নাম লেখা আছে, আর জাহাজাধ্যক্ষকেও দেখিয়া চিনিলাম। কিন্তু আমি জল মগ্ন হইয়াছি ইহা তাহার দৃঢ় বিশ্বাস আছে তজ্জন্য অগ্রে কোন কথা না বলিয়া তাহার নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম যে এসকল দ্রব্য কাহার। নাবিক কহিলেন যে বোগ্‌দাদ নগরস্থ সিন্ধাদ নামক এক শওদাগর আমার সঙ্গে বাণিজ্য করিতে আসিয়াছিল তাহাতে এক দিবস একটা বৃহৎ সাগরে একটা প্রকাণ্ড মৎস্য জলোপরি শয়নাবস্থায় ছিল তাহাকে দ্বীপ জ্ঞান করিয়া সেই সিন্ধাদ ও অন্যং লোকেরা তাহার উপরে নামিয়া কেহং পাকাদি করিতে লাগিল, তাহাতে অগ্নির উত্তাপে উত্তাপিত হইয়া ঐ মৎস্য জলে মগ্ন হইলে প্রায় তাবৎ লোক মারা পড়িল তন্মধ্যে

সিন্ধবাদও মরিয়াছে ঐ সিন্ধবাদের এই সকল বস্তু, ইহা বিক্রয় করিয়া যে লভ্য হইবে তাহা তাহার পরিজন গণকে প্রদান করিব। ইহা শুনিয়া আমি কহিলাম হে নাবিক আমি সেই সিন্ধবাদ, আমার এই সকল বস্তু, অতএব ইহা আমাকে দেও। নাবিক বিবেচনা করিল আমি যথার্থ সিন্ধবাদ নহি, প্রতারণা করিয়া পরের ধন লইতে আসিয়াছি। ইহাতে আমি অর্ণব হইতে যে রূপে রক্ষা পাই ও মেহরেজ রাজার অশ্বপালদিগের সহিত সমুদ্র তটে সাক্ষাৎ হইয়া তাঁহারা আমাকে যে প্রকারে রাজার নিকটে আনয়ন করে তাহার বিস্তার পূর্ব্বক সমুদয় বিবরণ তাহাকে কহিলাম। ইহাতেও নাবিকের সম্পূর্ণ বিশ্বাস জন্মিল না, কিন্তু জাহাজস্থ আর২ লোকেরা আমাকে জীবিত দেখিয়া যখন অত্যন্ত আহ্লাদ প্রকাশ করিল তখন তাহার মনের সন্দেহ দূর হইয়া আমাকে আলিঙ্গন করিল এবং আমার জীবন রক্ষাহেতু পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ করিয়া আমার তাবৎ দ্রব্যাদি আমাকে পুনঃ প্রদান করিল। আমি ঐ দ্রব্যের মধ্যে বহুমূল্য যে সকল বস্তু ছিল তাহা লইয়া মেহরেজ রাজাকে উপঢৌকন দিলাম, রাজা ঐ সকল দ্রব্যাদি গ্রহণ করিয়া তৎপরিবর্ত্তে আমাকে আরো অধিক মূল্যের সামগ্রী উপঢৌকন দিলেন তৎপরে তাঁহার নিকটে বিদায় হইয়া আপন দ্রব্যাদি বিক্রয় করিয়া তন্মূল্যে তদ্দেশীয় উত্তম২ সামগ্রী অর্থাৎ চন্দন কাষ্ঠ ও কর্পূর ও জায়ফল ও লবঙ্গ ও গোলমরিচ ও আর্দ্রক ইত্যাদি নানা বিধ সামগ্রী ক্রয় করিয়া ঐ জাহাজারোহণ পূর্ব্বক নানা দ্বীপে বাণিজ্য করিয়া লক্ষ সিকুইন অর্থাৎ তুরকীয় স্বর্ণ মুদ্রা লইয়া বাটী আসিলাম, আমার পুনরাগমনে পরিবার গণ অত্যন্ত পুলকিত হইলেন এবং প্রচুর ধন পাইয়া স্বচ্ছন্দে থাকিবার বাসনাতে নানা প্রকার দাস দাসী রাখিলাম ও ভূমি ক্রয় করিলাম এবং এক মনোহর অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়া পরিজন গণ সমভিব্যাহারে কাল যাপন করিতে লাগিলাম।

এই বিবরণ সমাপ্ত করিয়া সিন্ধবাদ গায়ক গণকে গানারম্ভ করিতে কহিলেন। তৎপরে একশত স্বর্ণ মুদ্রার দুই তোড়া আনাইয়া হিন্দবাদকে দিয়া কহিলেন যে হে ভ্রাতঃ ইহা লইয়া তুমি অদ্য বিদায় হও, পুনর্ব্বার কল্য আসিয়া আমার অপরং বিবরণ শ্রবণ করিও। মুটিয়া এরূপ মর্য্যাদা ও দানে আশ্চর্য্য হইয়া পরমানন্দে স্বগৃহে গমন করিল। পর দিবস উত্তম পরিচ্ছদাদি পরিধান করিয়া ঐ দান শীল ভ্রমণ কারির নিকট আইলে তিনি তাহাকে পূর্ব্বরূপে অভ্যর্থনা করিয়া বসাইলেন। পরে আরং বন্ধুবর্গ সমাগত হইলে ভোজনান্তে সিন্ধবাদ তাহাদিগকে কহিলেন যে আমার দ্বিতীয় বাণিজ্য যাত্রার বিবরণ শ্রবণ করুণ, ইহা প্রথম যাত্রার বিবরণাপেক্ষা অধিক আশ্চর্য্য ইহা বলিয়া সেই গল্প কহিতে আরম্ভ করিলেন।

সিন্ধবাদের দ্বিতীয় বাণিজ্য যাত্রা।

সিন্ধবাদ বলিতেছেন কল্য আপনারদিগকে কহিয়াছি প্রথম বার বাণিজ্য হইতে আসিয়া স্বচ্ছন্দে কাল যাপন করিব এরূপ মনস্থ করিয়াছিলাম, কিন্তু তাহা করিতে পারিলাম না, গৃহে থাকিয়া বিরক্ত বোধ হইতে লাগিল, ইহাতে পুনর্ব্বার বাণিজ্য গমনে ইচ্ছা হইল, এবং বাণিজ্যের উপযুক্ত দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া জাহাজ বোঝাই করিয়া কতিপয় উত্তম সওদাগরের সহিত জাহাজারোহণ পূর্ব্বক নানা দ্বীপে ভ্রমণ করিয়া আপন দ্রব্য বিক্রয় ও তন্মূল্য দ্বারা দ্রব্যাদি ক্রয় এই প্রকার বাণিজ্য করিয়া এক দিবস বিবিধ ফলবান বৃক্ষ বিশিষ্ট এক দ্বীপে উপনীত হইলাম, তথায় পশুপক্ষি মনুষ্য কিছুই দেখা গেল না, তীরে উত্তীর্ণ হইয়া জাহাজস্থ মনুষ্যেরা কেহ ফল কেহ বা পুষ্প চয়নে আমোদ করিতে লাগিল। আমি এক নদী তীরে এক বৃক্ষের অপূর্ব্ব ছায়ায় বসিয়া অর্ণব যানারোহণ কালে যে মদ্য ও খাদ্যদ্রব্য লইয়া গিয়াছিলাম তাহা পরমানন্দে পান ও ভোজন করিয়া নিদ্রা গেলাম কতক্ষণ পর্য্যন্ত

যদবস্থায় ছিলাম তাহা কহিতে পারি না, কিন্তু জাগ্রৎ হইয়া দেখিলাম যে জাহাজ খুলিয়া গিয়াছে এবং আরোহি মনুষ্যদের মধ্যে এক প্রাণীও নাই, ইহাতে অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ হইয়া ইতস্তত গমন করিতে২ দেখিলাম যে জাহাজ পাইল উড়াইয়া অনেক দূরে গিয়াছে, এবং দেখিতে২ তাহা দৃষ্টির অগোচর হইল, ইহাতে ঐ সময় আমার চিত্ত কিরূপ ব্যাকুল হইয়াছিল আপনারা অনুমান করিতে পারেন। আমি সেই অরণ্য তুল্য দ্বীপে একাকী হওয়াতে মহাশোকে ধরায় লুণ্ঠিত হইয়া বক্ষে করাঘাত করত রোদন করিতে লাগিলাম এবং মনোমধ্যে নানা বিধ চিন্তার উদয় হওয়াতে আত্মাতে ধিক্কার দিয়া বলিতে লাগিলাম যে প্রথম বাণিজ্যোৎপাদিত অর্থে যাবজ্জীবন সুখে কাল যাপন করিতে পারিতাম তাহা না করিয়া ধন লোভে প্রাণ ধন হারাইতে আসিলাম কিন্তু আমার রোদন ও বিলাপে কি ফলোদয় হইবে, পরে কি করি কোথায় যাই ইহা ভাবিতে২ কিছুই স্থির করিতে না পারিয়া পরমেশ্বরের প্রতি আত্মা সমর্পণ করিয়া অত্যুচ্চ এক বৃক্ষারোহণ পূর্ব্বক ইতস্তত দৃষ্টি করিতে লাগিলাম, তাহাতে সমুদ্র প্রতি দৃষ্টি করিয়া দেখিলাম যে জল ও আকাশ ব্যতীত অন্য কিছুই চক্ষু গোচর হয় না পরে স্থলের দিকে দৃষ্টি করাতে কিয়দ্দূরে ধবল বর্ণ এক বস্তু দেখিলাম কিন্তু তাহা কি, অবধারণ করিতে না পারিয়া বৃক্ষ হইতে অবরোহণ করত অবশিষ্ট যে খাদ্য দ্রব্য সঙ্গে ছিল তাহা লইয়া ঐ ধবল বর্ণ বস্তু লক্ষ্যে গমন করিলাম, তাহার নিকটে গিয়া দেখিলাম যে সেটা বৃহৎ একটা জালার ন্যায় আকৃতি এবং অতি উচ্চ আর তাহার পরিধি নান সংখ্যায় ৫০ হাত কিন্তু কি জানি যদি তাহার মধ্যে প্রবেশ করিবার কোন দ্বার থাকে এই ভাবিয়া তাহার চতুর্দ্দিকে ভ্রমণ করিলাম কোন দিগেই দ্বার পাইলাম না, আর তাহা এমন পিচ্ছল ছিল যে কোন প্রকারে তাহার উপরেও আরোহণ করিতে পারিলাম না। পরে ঐ দ্রব্য নিরীক্ষণ করিতে২ সূর্য্য মেঘের দ্বারা আচ্ছাদিত হইলে যেমন হয় অকস্মাৎ সেই প্রকার হইল, তাহাতে

বিস্ময়াপন্ন হইয়া উদ্ধ্বে দৃষ্টি করাতে দৃষ্ট হইল যে বৃহদাকার এক পক্ষী তথায় আসিয়াছে তাহারই পক্ষের ছায়াতে সূর্য্যকে আচ্ছন্ন করিয়া অন্ধকার করিয়াছিল। আমি পূর্ব্বে নাবিক-দিগের প্রমুখাৎ শুনিয়াছিলাম যে রোক নামে এক বৃহৎ পক্ষী আছে, অতএব ঐ পক্ষি দেখিয়া মনে হইল, যে বুঝি সেই রোকপক্ষী এই হইবে আর বিবেচনা করিলাম এই জালাকার বস্তু ইহারই অণ্ড হইবে। আমি এই অনুমানে সেই বস্তুর নিম্ন-ভাগে থাকিলাম, শীঘ্র ঐ পক্ষী আসিয়া ডিম্বোপরি বসিল। আমি দেখিলাম ঐ পক্ষির দুইটা পা বৃহৎ বৃক্ষের গুঁড়ির ন্যায় অতএব মনেং আশা করিতে লাগিলাম যে ঐ পক্ষিকে অবলম্বন করিলে আমার লোকালয়ে গমন ঘটিলেও ঘটিতে পারে এবং এই আশায় আপন পাগের বস্ত্র খুলিয়া আপ-নাকে ঐ পক্ষির পদের সঙ্গে দৃঢ় রূপে বন্ধন করিয়া রাখিলাম মনের মানস এই যে যখন ঐ পক্ষী উড়িয়া যাইবে তখন আমিও তাহার সঙ্গে যাইব এবং ফলেও তাহাই ঘটিল কেননা রাত্রি প্রভাত হইলে পর ঐ খেচর আমাকে লইয়া উড্ডীয়মান হইল এবং একং বার এমন উচ্চে উঠিল যে তথা হইতে আমি পৃথিবী দেখিতেও পাইলাম না এইরূপে অনেক দূর গিয়া এমন বেগে নীচে নামিল যে তাহাতে আমি অজ্ঞান হইলাম তদনন্তর ঐ পক্ষী যখন ভূমিতে বসিল তখন আমার জ্ঞানোদয় হইলে আমি আপন বন্ধন মোচন করিলাম, তা-হার কিঞ্চিৎ পরে পক্ষি বৃহৎ একটা সর্পকে মুখে করিয়া উড়িয়া গেল। আমি সেইস্থানে পড়িয়া থাকিলাম কিন্তু পক্ষী আমাকে যে স্থানে রাখিয়া গেল সেটা এক গহ্বর, তাহার চতুর্দ্দিগের পর্ব্বত এমত উচ্চ যেন আকাশ ভেদ করিয়া উঠি-য়াছে এবং আরং স্থান এমন অসমান যে তাহা দিয়া অন্য স্থানে গমন করা অথবা আরোহণ অসাধ্য। অতএব আমি অরণ্য দ্বীপ হইতে এস্থানে আনীত হইলেও আমার কোন আশ্বাস হইল না। কিন্তু এস্থানে দেখিলাম যে নানা জাতির হীরা রহিয়াছে তাহার একং খান হীরা এমত অসম্বাকার

যে মনুষ্যেতে সে রূপ হীরক কুত্রাপি দেখে নাই আমি দেখিয়া আহ্লাদে পুলকিত হইলাম। কিন্তু পরে ইতস্তত ভ্রমণ করিতে২ বৃহদাকার বড়২ অজাগর সর্প দেখাতে সে আহ্লাদ দূর হইল ঐ সর্পের মধ্যে যে গুলা অতি ক্ষুদ্র সে গুলাও এমত লম্বা ও বড় যে একেবারে একটা হস্তিকে গ্রাস করিতে পারে। ঐ সকল সর্প দিবসে রাক পক্ষির ভয়ে বিবরে লুকাইয়া থাকে রাত্রি হইলে বাহির হয়। যাহা হউক। আমি পর্ব্বতে ভ্রমণ করিতেং শ্রান্ত হইয়া শ্রান্তি শান্তি হেতু এক স্থানে বসিলাম তাহাতে নিদ্রা কর্ষণ হইতেছে, এমত সময়ে একটা ডেলা আমার নিকটে আসিয়া পড়িল এবং তাহার বিজাতীয় শব্দে নিদ্রা ভঙ্গ হওয়াতে দেখিলাম যে এক খান মাংসের পিণ্ড পড়িয়াছে, তৎপরে অন্য স্থানে ঐ প্রকার মাংস পিণ্ড পড়িতে লাগিল। আমি পূর্ব্বে নাবিকদের স্থানে শুনিতাম যে হীরকের এক পর্ব্বত আছে তদ্ব্যবসায়ি লোকেরা যত্ন আয়াস ও কৌশলে তথা হইতে রত্নাদি আনয়ন করে, তখন সে কথা শুনিয়া উপন্যাসের ন্যায় মিথ্যা বোধ করিতাম, কিন্তু এখন তাহা প্রত্যক্ষ সিদ্ধ হইল, কেন না যৎকালে বাজ পক্ষি গণের ছানা হয় তৎকালে সওদাগরেরা ঐ গহ্বরের নিকটস্থ পর্ব্বতের শৃঙ্গোপরি আসিয়া গহ্বরে নামিতে না পারিয়া বড়২ মাংস পিণ্ড উপর হইতে গহ্বরে নিঃক্ষেপ করে তাহাতে হীরকাদি মাংসে লাগিয়া যায়, পরে যখন পর্ব্বতীয় বাজ পক্ষি গণ শাবকদের আহারার্থ ঐ সকল মাংস তুলিয়া পর্ব্বতোপরি স্বং নীড়ে লইয়া যায় তখন রত্ন ব্যাপারিরা অত্যন্ত চীৎকার শব্দ করিয়া পক্ষি গণকে তাড়াইয়া দিয়া মাংসে সংলগ্ন রত্ন সকল গ্রহণ করে।

ইতিপূর্ব্বে আমার ভরসা ছিল না যে ঐ গহ্বর হইতে উপরে উঠিতে পারিব সুতরাং তৎস্থানকে আপন গোর স্থান জ্ঞান করিয়াছিলাম, কিন্তু মাংস পতনে জীবন আশা হইল তাহাতে খাদ্যদ্রব্য রাখিবার যে চর্ম্ম থলিয়া সঙ্গে ছিল তাহাতে বড়২ কতক গুলা হীরক পরিপূর্ণ করিয়া বৃহৎ একখণ্ড মাংস পাগের

বস্ত্র দ্বারা আপন পৃষ্ঠদেশে বন্ধন করিয়া মৃত্তিকার উপর উপড় হইয়া পড়িয়া থাকিলাম। কিয়ৎকাল পরে উৎক্রোশ পক্ষিগণ আসিয়া মাংস খণ্ড তুলিয়া লইয়া যাইতে লাগিল, এবং একটা অতি বলবান পক্ষী আমার পৃষ্ঠদেশে বদ্ধ পিশিত খণ্ড সহিত আমাকে মুখে করিয়া পর্বতোপরি আপন বাসায় লইয়া গেল। তৎকালে ব্যাপারিরা অত্যন্ত চীৎকার শব্দ করিয়া পক্ষি দিগকে তাড়াইয়া দিয়া হীরক হরণ করিতে ছিল আমি যে নীড়ে নীত হইলাম তথায় এক ব্যক্তি আসিয়া আমাকে দেখিয়া অত্যন্ত চমৎকৃত হইল কিন্তু আমি কে এবং তথায় কি রূপে আসিলাম তাহা জিজ্ঞাসা না করিয়া আমি তাহার হীরক অপহরণ করিয়াছি এইকথা বলিয়া আমার সঙ্গে বিবাদ আরম্ভ করিল। আমি তাহাকে সান্ত্বনা করিয়া কহিলাম যে ভাল, তুমি ব্যস্ত হইতেছ কেন, আমি গহ্বর হইতে যে সকল অপূর্ব্ব হীরক আনিয়াছি তদ্রূপ হীরক তোমরা কখন প্রাপ্ত হও নাই আমি তোমাকে তাহার কিয়দংশ দিতেছি, স্থির হও। আমি তাহাকে এই কথা বলিতেছি এমন সময় অন্যং ব্যবসারিরা আসিয়া আমাকে পক্ষির বাসায় দেখিয়া অত্যন্ত আশ্চর্য্যান্বিত হইল ও আমার বিবরণ শ্রবণে আরো চমৎকৃত হইয়া প্রাণ বাঁচাইবার কৌশল অপেক্ষা আমার সাহসের অত্যন্ত প্রশংসা করিতে লাগিল। পরে তাহারা আমাকে আপনারদিগের আবাসে লইয়া গেল, সেখানে আমি আপন চর্ম্ম থলিয়া খুলিয়া তাহারদিগকে আপন হীরকাদি দেখাইলাম তদ্দৃষ্টে তাহারা অত্যন্ত চমৎকৃত হইয়া বলিল এ সকল হীরা অতি দুর্লভ এবং তদ্রূপ বৃহৎ হীরা তাহারা কখন কোন রাজার ভাণ্ডারেও দেখে নাই। পরে যে ব্যক্তির সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎ হইয়াছিল সে আমার প্রতি কোন অত্যাচার না করে এজন্য আমি তাহাকে একখান বড় হীরা দিতে চাহিলাম কিন্তু সে ব্যক্তি একখান মধ্যমাকার হীরা গ্রহণ করিল এবং তাহাতেই কৃতার্থ হইয়া কহিল এই একখান হীরকে আমি যাবজ্জীবন সুখে থাকিয়া যথেচ্ছা পূর্ব্বক ঐশ্বর্য্য ভোগ করিব। অনন্তর সওদাগরদিগের ইচ্ছা-

নরূপ রত্ন সংগ্রহ হইলে পর দিবা প্রাতঃকালে তাহারা স্বদেশ যাত্রা করিল আমিও তাহারদের সঙ্গে আসিলাম। আসিবার সময় অনেক উচ্চতর পর্ব্বত পার হইতে হইল ঐ সকল পর্ব্বত অজাগর সর্পে পরিপূর্ণ ছিল, কিন্তু আমারদের শুভাদৃষ্ট ক্রমে তাহাতে কোন বিঘ্ন জন্মিল না, পরে এক বন্দরে আসিয়া জাহাজারোহণ পূর্ব্বক উপদ্বীপে উপনীত হইয়া কর্পূরের বৃক্ষ দেখিলাম. ঐ বৃক্ষ অতি বৃহৎ, এবং তাহার শাখা এরূপ ঘন যে তাহার ছায়াতে একশত লোক স্বচ্ছন্দে বসিতে পারে। কর্পূর ব্যবসায়ি লোকেরা বৃক্ষোপরিস্থ শাখায় ছিদ্র করিয়া নীচে এক পাত্র রাখে তাহাতে রস পড়িয়া জমিলে কর্পূর হয় কিন্তু রস নির্গত হইলেই বৃক্ষ শুষ্ক হইয়া যায়।

এইরূপে প্রত্যাগমন কালে অনেকানেক আশ্চর্য্য বস্তু ও জন্তু দেখিলাম, তদ্বর্ণনে প্রয়োজন নাই। পরে উপর্য্যুক্ত উপদ্বীপে কয়েক খান হীরক বিক্রয় করিয়া তদ্দ্বীপস্থ উত্তমং দ্রব্যাদি ক্রয় পূর্ব্বক নানা নগর ও উপদ্বীপে ভ্রমণ করিয়া শেষে বান-সোরা নগরে আসিয়া পৌঁছিলাম, তথা হইতে বোগ্‌দাদে বাটীতে আসিয়া দীন দুঃখি গণকে অনেক ধন বিতরণ করিয়া বহু ক্লেশে উপার্জ্জিত ধন লইয়া পরমানন্দে বাস করিতে লাগিলাম। এইরূপে দ্বিতীয় বাণিজ্য যাত্রার বিবরণ সমাপ্ত করিয়া সিন্ধবাদ হিন্দবাদকে আর এক শত স্বর্ণ মুদ্রা দিয়া পর দিন তাঁহার তৃতীয় বার ভ্রমণের বৃত্তান্ত শ্রবণ করণের নিমিত্ত আসিতে কহিলেন। পর দিন নিরূপিত কালে হিন্দ-বাদ ও অন্যান্য বান্ধব গণ আসিয়া উপস্থিত হইলে সিন্ধ-বাদ আপনার তৃতীয় বাণিজ্য যাত্রার বিবরণ বর্ণনা করিতে আরম্ভ করিলেন।

সিন্ধবাদ নাবিকের তৃতীয় ভ্রমণ।

সিন্ধবাদ বলিতেছেন দ্বিতীয় বার বাণিজ্য করিয়া বাটী আসিয়া যে সুখ সম্পত্তি ভোগ করিতে লাগিলাম তাহাতে

পূর্ব্ব ভ্রমণের ক্লেশ বিস্মরণ হইল বটে কিন্তু তখন আমার যৌবনাবস্থা এবং ধন অকর্ম্মণ্য হইয়া নিরবচ্ছিন্ন গৃহে বসিয়া থাকিতে বিরক্ত বোধ হইতে লাগিল তাহাতে আর কোন বিপদকে ভয় করিব না এই প্রতিজ্ঞা করিয়া স্বদেশোৎপন্ন বাণিজ্য দ্রব্যাদি লইয়া বাগদাদ নগর হইতে বানসোরা নগরে গিয়া অন্যান্য বাণিজ্য ব্যবসায়ি লোকের সহিত একত্র হইয়া সাগর যানে যাত্রা করিলাম ও নানা উপদ্বীপে বাণিজ্য করিয়া বেড়াইতে লাগিলাম । এক দিবস সমুদ্র মধ্যে প্রবল বায়ু উঠিয়া জাহাজকে কুপথে লইয়া চলিল, এবং ঐ বায়ু অষ্টাহ পর্য্যন্ত সমভাবে থাকাতে তদ্‌যোগে জাহাজ এক কদর্য্য দ্বীপে গিয়া পড়িল, সেখানে জাহাজ নঙ্গর করা যায় মাঝির এমত ইচ্ছা ছিল না. কিন্তু বিপাকে পড়িয়া জাহাজ লাগাইতে হইল, নাবিক বলিল যে এই দ্বীপে এবং ইহার নিকটবর্ত্তি উপদ্বীপে লোম যুক্ত বন্য অসভ্য লোক বাস করে, তাহারা যদিও খর্ব্বাকৃতি বটে কিন্তু এখনি আসিয়া আমারদিগকে আক্রমণ করিবে আর দুঃখের বিষয় এই যে আমরা তাহার-দিগকে কিছু বলিতে পারিব না, কেন না তাহারদের কোন ব্যক্তিকে প্রতিষেধ অথবা নষ্ট করিলে তাহারা পতঙ্গের ঝাঁকের ন্যায় সকলে আসিয়া আমারদের সকলকে বিনাশ করিবে ।

নাবিকের এই কথা শুনিয়া জাহাজস্থ সমুদয় লোকই অতি-শয় ভীত হইল । বস্তুত সে যাহা বলিল তাহাই ঘটিল কেন না ক্ষণেক কালের মধ্যে রক্ত বর্ণ লোম যুক্ত দেড় হস্ত পরি-মাণ অসংখ্য বন্য মনুষ্য দলবদ্ধ হইয়া আসিয়া সন্তরণ দিয়া মহাবেগে জাহাজে উঠিল আমরা ত্রাস প্রযুক্ত তাহারদিগকে কোন কথা বলিতে পারিলাম না । তাহারা আমারদের জাহা-জের পাইল কাড়িয়া লইল এবং কাছি কাটিয়া দিল পরে আমারদিগকে তটে নামাইয়া দিয়া আপনারদিগের উপদ্বীপে জাহাজ লইয়া গেল । আমরা এইরূপে বিপদ গ্রস্ত হইয়া ঐ দ্বীপে থাকিলাম পরে উপরে উঠিয়া দেখিলাম যে তথায় অ-নেক ফল মূলাদি আছে তাহাতে প্রাণ ধারণ হইতে পারে এবং

ভ্রমণ করিতেং অনেক দূরে এক খানি শুক্ল বর্ণ অট্টালিকাও দৃষ্ট হইল তাহাতে তন্নিকটে গিয়া দেখিলাম যে, সে এক উত্তম রাজ বাটী ও তাহার দ্বারের চৌকাট গজদন্ত নির্ম্মিত কিন্তু দ্বার খুলিয়া মধ্যে প্রবেশ করিয়া প্রাঙ্গনের সম্মুখে এক বারন্দার এক পার্শ্বে কতগুলা কাবাব করিবার বড়২ লৌহ শলাকা ও অন্য দিগে মনুষ্যের অস্থির স্তূপ দেখিতে পাইলাম তাহাতে মহা শঙ্কিত হইলাম। ক্ষণেক পরেই বাটীর ভিতরের কপাট মুক্ত করিয়া কৃষ্ণবর্ণ বিকটাকার এক রাক্ষস বাহির হইল, সে তাল বৃক্ষের সমান উচ্চ ও তাহার কপালে জ্বলন্ত অঙ্গারের ন্যায় এক চক্ষু জ্বলিতেছে তাহার কর্ণ দ্বয় হস্তির কর্ণের ন্যায় স্কন্ধ দেশে ঝুলিয়া পড়িয়াছে এবং মুখ অতিশয় বিস্তৃত আর সুদীর্ঘ দশন ও মুখ হইতে যেন বহ্নি নির্গত হইতেছে এবং ওষ্ঠ লম্বায়মান হইয়া বক্ষঃস্থল পর্য্যন্ত ঝুলিয়া পড়িয়াছে ও নখ গুলা প্রকাণ্ড পক্ষির নখের ন্যায় বক্র হইয়া আছে। আমরা ঐ রাক্ষসকে দেখিয়া ভয়ে মৃত মনুষ্যের ন্যায় ভূমিতে পড়িলাম ঐ মনুষ্য হিংসক আমারদের প্রতি কতক্ষণ পর্য্যন্ত স্থির দৃষ্টি করিয়া রহিল, পরে ক্রমেং নিকটে আসিয়া আমার গ্রীবা ধরিয়া তুলিয়া যে রূপ কসাই লোক ছিন্ন মেষের মুণ্ড দেখে তদ্রূপ অবলোকন করত আমাকে অস্থি চর্ম্মসার জানিয়া দূরে নিক্ষেপ করিল, পরে অন্য২ সকলের গাত্র স্পর্শ পূর্ব্বক নাবিককে হৃষ্ট পুষ্ট দেখিয়া আমরা যেমন চড়াই পক্ষি ধরি সেই রূপ তাহাকে এক হস্তে ধারণ করত অন্য হস্ত দ্বারা তাহার শরীরে একটা লৌহ শলাকা পুরিয়া অগ্নিতে দগ্ধ করত তম্মাংস ভোজন করিল, তৎপরে মেঘের শব্দের ন্যায় নাক ডাকাইয়া সেই স্থানে শয়ন করিয়া নিদ্রা গেল। আমরা কম্পিত কলেবরে ঐ রাত্রি অনিদ্রাতে যাপন করিলাম ভয়ে কেহ কাহার সঙ্গে বাক্যালাপ করিতেও পারিলাম না। মনুষ্য ভক্ষক প্রভাতে উঠিয়া আমারদিগকে ঐ বাটীতে রাখিয়া স্থানান্তরে গমন করিল। তখন আমরা মৌন ব্রত ভঙ্গ করিয়া পরস্পর খেদ ও হাহাকার করিতে লাগিলাম, আর রাক্ষসের হস্ত হইতে উদ্ধ-

রের উপায় চিন্তা করিতে লাগিলাম, কিন্তু কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না। দিবাবসানে ঐ রাক্ষস পুনরাগত হইয়া আমারদের আর এক জন সঙ্গিকে সেই রূপ দগ্ধ করিয়া ভোজন করিল, এবং সমস্ত রাত্রি নিদ্রাতে যাপন করিয়া প্রভাতে চলিয়া গেল। তখন আমরা কেহ২ এই রূপ পরামর্শ করিলাম যে রাক্ষসের উদরে না গিয়া বরঞ্চ সমুদ্রে ঝাঁপ দিয়া প্রাণ ত্যাগ করি সেও ভাল। ইহাতে এক জন কহিল যে আত্মঘাত নিষিদ্ধ, তাহা না করিয়া নিশাচরের হস্ত হইতে যাহাতে উদ্ধার হওয়া যায় তাহার উপায় চিন্তা করা যাউক তাহাতে আমি সঙ্গি গণকে কহিলাম যে হে ভাই আমরা সমুদ্র তীরে অনেক বাহাদুরী কাষ্ঠ দেখিয়াছি আইস ঐ সকল কাষ্ঠে ভেলা প্রস্তুত করিয়া রাখি, পরে এই শত্রুকে বিনাশ করিবার চেষ্টা করিব, তাহাতে যদ্যপি সিদ্ধ হইতে পারি তবে সম্প্রতি এই দ্বীপে থাকিব পরে কোন সওদাগরের জাহাজ আসিলে এই প্রাণ নাশক স্থান হইতে প্রস্থান করিব আর যদি কোন প্রকারে তাহাকে বিনাশ করিতে না পারি তবে ঐ ভেলা আরোহণে পলায়ন করিব তাহাতে প্রাণ নাশের ভয় আছে বটে কিন্তু এইরূপে মৃত্যু অপেক্ষা সমুদ্রে মগ্ন হওয়া ভাল। এই পরামর্শ সকলের মনোনীত হইল, এবং আমরা সমুদ্র তটে গিয়া কতক গুলা ভেলা প্রস্তুত করিলাম তদনন্তর সেই বাটীতে আসিলাম তাহার কিছুকাল পরে ঐ পিশিতাশন তথায় আসিয়া আমারদিগের আর এক জন সঙ্গিকে পূর্ব্বরূপ আহার করিয়া নিদ্রাগত হইল। তৎকালে আমি ও আমারদের আর নয় জন সাহসী পুরুষ পূর্ব্বোক্ত লৌহ শলাকা সকল অগ্নিতে উত্তপ্ত করিয়া একেবারে সকলে তাহার চক্ষে বিদ্ধ করিয়া দিলাম, তাহাতে রাক্ষস অন্ধ হইয়া চক্ষের বেদনায় চীৎকার করত আমারদিগকে ধরিবার নিমিত্ত হস্ত প্রসারণ করিল, কিন্তু ধরিতে না পারিয়া দ্বার অন্বেষণ করিয়া আর্ত্ত ধ্বনি করিতে২ চলিয়া গেল। আমরাও তাহার পশ্চাতে২ বাটী হইতে বাহির হইয়া সমুদ্র তীরে যাইয়া সমুদয় ভেলা জলে ভাসাইয়া এই প্রতি-

ন্যায় থাকিলাম যে রাত্রির মধ্যে যদি ঐ জিঘাংসক স্বজাতীয় অন্য কাহাকেও সঙ্গে করিয়া না আইসে আর যদি তাহার এইরূপ চীৎকার শুনিতে না পাই তবে সে মরিয়াছে এই জ্ঞান করিয়া ঐ দ্বীপে বাস করিব। কিন্তু রাত্রি অবসান না হইতেই দেখিলাম যে ঐ রূপ আর দুইটা রাক্ষস তাহাকে ধরিয়া আনিতেছে ও আরং অনেক রাক্ষস তাহার অগ্রেং দৌড়িয়া আসিতেছে। ইহা দেখিয়া আমরা একং ভেলাতে তিনং জন লোক চড়িয়া তখনি ভেলা ভাসাইয়া সমুদ্রে পড়িলাম, কিন্তু তদ্দৃষ্টে রাক্ষসগণ ক্ষান্ত না হইয়া প্রচণ্ড কোপে বড়ং প্রস্তর লইয়া সকলে জলে দাঁড়াইয়া আমারদিগের ভেলার উপর নিক্ষেপ করিতে লাগিল, তাহাতে সমুদয় ভেলা জলে মগ্ন হইল এবং তদুপরি যে সকল লোক ছিল তাহারাও মরিল কেবল পরমেশ্বরের কৃপাতে রাক্ষসদের ডেলা আমার ভেলাতে লাগিল না তাহাতে আমি ও আমার সঙ্গীদ্বয় অত্যন্ত প্রবল স্রোতে পড়িয়া বাহিয়া চলিলাম, রাক্ষসেরা কিছু করিতে পারিল না।

আমরা এইরূপে পরিত্রাণ পাইয়া এক দিবস ও এক রাত্রি প্রাণ পণে ভেলা বাহিয়া পরদিন প্রাতে প্রবল তরঙ্গ প্রযুক্ত আর এক উপদ্বীপের তীরে গিয়া পড়িলাম, তাহাতে পরমানন্দিত হইয়া তটে উঠিয়া তদ্দ্বীপস্থ উত্তমং ফল মূলাদি ভোজন করিয়া স্বাভাবিক বল প্রাপ্ত হইলাম। কিন্তু সন্ধ্যাকালে সমুদ্র তটে শয়ন করিয়া আছি ইতিমধ্যে তাল বৃক্ষ তুল্য এক সর্প তর্জ্জন গর্জ্জন পূর্ব্বক তথায় আসিয়া আমার এক জন সঙ্গিকে ধরিল, সে ব্যক্তি আত্ম রক্ষার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করিল, পরন্তু সর্প তাহাকে দুই তিনবার মৃত্তিকায় আছাড়িয়া অস্থি শুদ্ধ গ্রাস করিয়া ফেলিল। তাহা দেখিয়া আমারদিগের অত্যন্ত ত্রাস জন্মিল এবং তখনি তথা হইতে পলায়ন করিলাম। পরদিবস এক বৃক্ষ দেখিয়া সর্পভয়ে তদুপরি আরোহণ করিয়া থাকিলাম, কিন্তু রজনীযোগে এক কাল সর্প তর্জ্জন গর্জ্জন করিয়া তথায় আসিয়া ঐ মহীরুহ মূল বাহিয়া দণ্ডায় মান হইয়া আমার সঙ্গিকে গ্রাস করিল। আমি উপরের শাখাতে

ছিলাম এজন্য আমাকে ধরিতে পারিল না। আমি সমস্ত রাত্রি ঐ বৃক্ষে থাকিয়া প্রভাতে মৃত প্রায় হইয়া বৃক্ষ হইতে নামিয়া আমার সঙ্গী দ্বয় যে রূপে মরিল সেইরূপে মরিতে হইবে ইহা নিশ্চয় করিয়া জীবনাশা পরিত্যাগ পূর্ব্বক সমুদ্রে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিতে উদ্যত হইলাম, কিন্তু মনুষ্য সাধ্যানুসারে আত্ম বিনাশ করিবেক না ইহা ভাবিয়া জন্ম মরণ যাহাঁর স্বেচ্ছাধীন তাঁহাতেই আত্ম সমর্পণ করিয়া শুষ্ককাষ্ঠ ও তৃণ ও কণ্টক সংগ্রহ করিয়া বৃক্ষের চতুর্দ্দিগে মণ্ডলীকৃত স্তূপ করিলাম, ও কতক কণ্টক মস্তকোপরিস্থ শাখায় বন্ধন করিয়া সন্ধ্যাকালে অগ্নি জ্বালিয়া অগ্নি মণ্ডলীর মধ্যে হর্ষ বিষাদে বৃক্ষোপরি থাকিলাম। রাত্রিতে সর্প আসিয়া আমাকে গ্রাস করণার্থ চতুর্দ্দিগে ভ্রমণ করিতে লাগিল, কিন্তু অগ্নি দুর্গ লঙ্ঘন করিতে না পারিয়া মূষিক কোন নিরাপদ স্থানে পলাইয়া থাকিলে মার্জ্জার ভক্ষণাশায় যে রূপ বসিয়া থাকে, তদ্রূপ সমস্ত রাত্রি তথায় থাকিয়া প্রভাতে চলিয়া গেল।

সূর্য্যোদয় হইলে পর আমি বৃক্ষ হইতে অবরোহণ করিলাম কিন্তু সমস্ত রাত্রির কেশে ও সর্পের বিষাক্ত নিশ্বাসে মৃতবৎ হইয়া মৃত্যু নিকট বোধ করিয়া তদবস্থায় জীবন ধারণ অপেক্ষা শীঘ্র প্রাণত্যাগ ভাল এই বিবেচনায় পূর্ব্ব দিবসের ন্যায় সে দিবসও জলে ঝাঁপ দিয়া প্রাণত্যাগ করিবার জন্য সমুদ্র তীরে গেলাম: পরমেশ্বরের কি কৃপা, তথায় যাইতেই দেখিলাম যে সমুদ্র দিয়া এক অর্ণবযান গমন করিতেছে। তদ্দৃষ্টে অত্যুচ্চ স্বরে নাবিক গণকে ডাকিতে লাগিলাম, এবং জাহাজস্থ লোক আমাকে দেখিতে পায় এজন্য পাগড়ির কাপড় খুলিয়া নাড়িতে লাগিলাম। তাহাতে জাহাজাধ্যক্ষ আমাকে দেখিতে পাইয়া আমাকে তুলিয়া লইবার কারণ নৌকা প্রেরণ করিলেন তদারোহণে আমি জাহাজে গমন করিলে জাহাজস্থ সওদাগর কাঁচা ও নাবিক সকলে আমার চতুর্দ্দিগে আসিয়া উক্ত অরণ্যময় দ্বীপে কিরূপে আসিয়াছিলাম তাহার বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা করিল। আমি আত্ম বৃত্তান্ত তাবৎ কহিলাম। জাহাজস্থ এক

প্রাচীন ব্যক্তি আমাকে কহিলেন যে তদ্দ্বীপস্থ রাক্ষসগণ নর ভূক ও কাঁচা ও দগ্ধ মনুষ্য মাংস ভক্ষণ করে, আর বলিলেন যে ঐ দ্বীপে সর্পও অনেক আছে তাহারা দিবসে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া রাত্রি যোগে আহারান্বেষণ করে। পরে তাঁহারা সকলে আমার ঐ রূপ আপদ হইতে উদ্ধারে পরমানন্দ প্রকাশ পূর্ব্বক আমাকে উত্তম দ্রব্য ভোজন করাইলেন, এবং জাহাজাধ্যক্ষ আমার পরিধেয় বস্ত্র ছিন্ন দেখিয়া স্বীয় বস্ত্র পরিধান করিতে দিলেন।

আমি এইরূপে স্বচ্ছন্দে জাহাজে থাকিলাম এবং কিছু দিবসের মধ্যে নানা দ্বীপ উপদ্বীপ ভ্রমণ করণানন্তর অবশেষে সলাবত উপদ্বীপে উপনীত হইলাম। তথায় মহাজনগণ আপনং দ্রব্যাদি জাহাজ হইতে নামাইতে আরম্ভ করিলেন জাহাজাধ্যক্ষ আমাকে কহিলেন যে হে ভাই আমার জাহাজে এক সওদাগর আসিয়া ছিলেন তিনি লোকান্তর গত হইয়াছেন, কিন্তু তাহার কতক গুলি দ্রব্য আমার নিকট আছে তাহা বিক্রয় করিয়া আমি তাহার উত্তরাধিকারি গণকে দিব, তুমি যদি ঐ সকল দ্রব্য বিক্রয় করিয়া দেও তবে উচিত দস্তুরি পাইবা। ইহা কহিয়া ঐ সকব দ্রব্য আমাকে অর্পণ করিলেন। নাবিকের এই কথা শুনিয়া জাহাজের যে মহরি সওদাগর দিগের দ্রব্যাদির জমা খরচ রাখিত সে জিজ্ঞাসা করিল যাহা প্রদত্ত হইল তাহা কাহার নামে লেখা যাইবে। জাহাজাধ্যক্ষ কহিলেন তাহা সিন্ধবাদ নাবিকের নামে লেখা যাইবে। আমার নামো ল্লেখ হওয়াতে আমি আশ্চর্য্য বোধ করিয়া মনোযোগ পূর্ব্বক তাহার মুখাবলোকন করিতে লাগিলাম, তাহাতে দেখিলাম যে যে ব্যক্তির জাহাজে আমি দ্বিতীয় বার বাণিজ্য যাত্রা করি এবং যিনি আমাকে এক উপদ্বীপে নিদ্রিতাবস্থায় ফেলিয়া যান তিনিই ঐ ব্যক্তি, তাঁহার বয়োধিক্য প্রযুক্ত প্রথমে তাঁহাকে চিনিতে পারি নাই, শেষে চিনিতে পারিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে যাহার এসকল দ্রব্য তাহার নাম কি সিন্ধবাদ ছিল। জাহাজাধ্যক্ষ কহিলেন যে হাঁ সিন্ধবাদ তাহার নাম ছিল, তিনি বোগদাদ নগর হইতে আসিয়া বালসোরাতে

আমার জাহাজারোহণ করেন, পরে পথে আসিতে২ এক দিবস এক দ্বীপে জল ও অন্যান্য খাদ্য দ্রব্য লইবার নিমিত্ত জাহাজ লাগান হইলে তিনি তথায় নামিয়াছিলেন কিন্তু পুনরারোহণ করিলেন কি না ইহা বিবেচনা না করিয়া আমি জাহাজ খুলিয়া দিয়াছিলাম, শেষে জানিতে পারিলাম যে তাঁহাকে ছাড়িয়া আসিয়াছি, কিন্তু বায়ুর বিগতি প্রযুক্ত জাহাজ ফিরাইতে পারিলাম না। ইহাতে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম যে সে ব্যক্তি মরিয়াছে ইহা কি তুমি নিশ্চয় করিয়াছ। জাহাজাধ্যক্ষ কহিলেন হাঁ তিনি মারা পড়িয়াছেন তাহাতে আর কি সন্দেহ আছে। আমি বলিলাম হে নাবিক আমি সেই সিন্ধবাদ, আমাকে নিরীক্ষণ করিয়া দেখ, তাহা হইলে চিনিতে পারিবে, আমি সেই অরণ্যময় উপদ্বীপে নামিয়া নদীতটে শয়ন করিয়াছিলাম, তুমি আমাকে তথায় ফেলিয়া আসিয়া ছিলে। এই কথায় জাহাজাধ্যক্ষ বিস্ময়যুক্ত হইয়া আমার মুখাবলোকন করিতে লাগিলেন। পরে অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত মনোযোগ পূর্ব্বক দৃষ্টি করিয়া শেষে চিনিতে পারিয়া কহিলেন পরমেশ্বর ধন্য আমার দোষ সম্বরণ করিলেন। এই কথা কহিয়া আমাকে বলিলেন যে সিন্ধবাদ তোমার দ্রব্যের জন্য আমার বড়ই ভাবনা ছিল আমি যে২ স্থানে গমন করিয়াছিলাম সেই খানেই তোমার দ্রব্যাদি উত্তম মূল্যে বিক্রয় করিয়া তোমার লভ্যের জন্য অন্য২ দ্রব্য ক্রয় করিয়া আনিয়াছি তুমি তাহা বুঝিয়া লও। ইহা বলিয়া লভ্য শুদ্ধ দ্রব্যাদি ও অনেক অর্থ আমাকে দিলেন, আমি কৃতার্থ হইয়া তাঁহার নিকট যথেষ্ট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করিলাম। পরে সলাবত উপদ্বীপ হইতে অন্য এক দ্বীপে গিয়া তথায় লবঙ্গ ও দারুচিনি ও অন্যান্য মসলা ক্রয় করিয়া তদ্দ্বারা আর২ অনেক দ্বীপে বাণিজ্য করিলাম। অবশেষে বালসোরা নগরে উপনীত হইয়া তথা হইতে বোগ্দাদে এত ধন লইয়া আসিলাম যে তাহার সংখ্যা করিতে পারি নাই। বাটীতে আসিয়া দীন দরিদ্র গণকে অনেক অর্থ

বিতরণ করিলাম, এবং অধিক ভূম্যাদি ক্রয় করিয়া সুখে কাল যাপন করিতে লাগিলাম।

এইরূপে তৃতীয় বাণিজ্যের বিবরণ সমাপ্ত করিয়া সিন্ধবাদ ঐ মুটিয়াকে আর একশত স্বর্ণ মুদ্রা দিয়া আগামি দিবসে তাঁহার চতুর্থ বাণিজ্য যাত্রার বৃত্তান্ত শ্রবণার্থ নিমন্ত্রণ করিয়া বিদায় করিলেন। পর দিবস হিন্দবাদ ও অন্যান্য বান্ধবগণ আসিয়া উপস্থিত হইলে ভোজনান্তে সিন্ধবাদ আপনার চতুর্থ বাণিজ্যের বিবরণ কহিতে লাগিলেন।

সিন্ধবাদের চতুর্থ বাণিজ্য যাত্রা।

সিন্ধবাদ বলিলেন আমি তৃতীয়বার বাণিজ্য হইতে বাটী আসিয়া সুখাভিলাষী হইলাম, কিন্তু আমার সে অভিলাষ বিস্তর কাল রহিল না। ভ্রমণেচ্ছা ও নূতন২ আশ্চর্য্য বস্তু দর্শনের আকাঙ্ক্ষা পুনর্ব্বার প্রবল হইয়া উঠিল তাহাতে আত্ম বিষয় কার্য্যের সুধারা করিয়া, বাণিজ্য দ্রব্যাদি গ্রহণ পূর্ব্বক পারস্য দেশীয় নানা প্রদেশে ভ্রমণানন্তর এক বন্দরে গেলাম, তথা হইতে জাহাজে আরোহণ করিয়া অনেকানেক বন্দরে ও পূর্ব্ব দেশস্থ নানা দ্বীপে ভ্রমণ করিলাম। তৎপরে সমুদ্রে পড়িলে, অকস্মাৎ এক দিবস ঝঞ্ঝা বায়ু উঠিল তাহাতে নাবিক পাইল নামাইয়া আপদ হইতে উদ্ধারের নানা চেষ্টা করিল, কিন্তু কোন প্রকারে জাহাজ রক্ষা করিতে পারিল না, বায়ুর বেগে পাইল ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গেল ও জাহাজ চড়ায় লাগিয়া খণ্ড২ হইয়া ভগ্ন হইল ইহাতে প্রায় তাবৎ নাবিক ও মহাজন এবং সকল বাণিজ্য দ্রব্যাদি জল মগ্ন হইল। আমি ও আর কএক জন সওদাগর দৈবাৎ এক খান তক্তা পাইয়াছিলাম আমরা তাহা অবলম্বন করিয়া ভাসিতে২ নিকটস্থ এক দ্বীপে গিয়া উঠিলাম। তথায় ঈশ্বরেচ্ছাতে ফল মূল ও জল যথেষ্ট ছিল তদ্দারা প্রাণ রক্ষা করিয়া নিশা আগত হইলে সমুদ্র

তটে গিয়া থাকিলাম প্রাতঃকালে দ্বীপের উপর উঠিয়া তথায় কতক গুলা গৃহ দৃষ্টে তন্নিকটে গমন করিলাম কিন্তু যাইবামাত্র কতক গুলা অসভ্য কাফরি বাহির হইয়া আমারদিগকে ধরিয়া আপনা২ মধ্যে অংশ করিয়া স্ব২ গৃহে লইয়া গেল।

আমাকে ও আমার পাঁচ জন সঙ্গিকে যাহারা লইয়া গিয়াছিল তাহারা আমারদিগকে আপনারদের বাটীতে আনিয়া এক প্রকার বৃক্ষমূল ভক্ষণ করিতে দিল। মদীয় সঙ্গিগণ অত্যন্ত ক্ষুধা প্রযুক্ত তাহা ভক্ষণ করিল, কিন্তু আমি খাইলাম না, তাহাতে আমার পক্ষে ভালই হইল, কেন না সঙ্গিগণ ঐ মূল ভক্ষণ করিয়া ক্ষিপ্তের ন্যায় হইল আমি তদ্রূপ হইলাম না। পরে ঐ অসভ্যেরা নারিকেল তৈলে অন্ন প্রস্তুত করিয়া আমারদিগকে ভোজন করিতে দিল, আমার সঙ্গি গণ হতজ্ঞান প্রযুক্ত তাহা অধিক করিয়া আহার করিল, আমিও আহার করিলাম বটে কিন্তু অধিক নহে। তাহারদিগের ঐ তৈলাক্ত অন্ন আহার করাইবার তাৎপর্য্য এই যে আমারদিগের শরীর পুষ্টি হইলে আমারদিগকে আহার করিবে, কেন না তাহারা নর মাংসাশী। ফলতঃ মদীয় সঙ্গিগন ঐ অন্ন ভক্ষণে ক্রমে২ স্থূল কায় হইলে অসভ্যেরা একে২ তাহারদিগকে আহার করিল। আমি ঐ বৃক্ষ মূল ভক্ষণ করি নাই এবং তৈলাক্ত অন্নও অধিক খাইতাম না এজন্য স্থূলাঙ্গ হই নাই, বরঞ্চ চিন্তাতে অতি ক্ষীণ হইয়াছিলাম, সুতরাং তাহারা আমাকে ক্ষীণ জীবি দেখিয়া তখন নষ্ট করিল না। ইহাতে আমি জীবিত রহিলাম, এবং কি করি কোথায় যাই কেহ তাহা জিজ্ঞাসা করিত না, অতএব পলায়নের বিশেষ অবকাশ পাইয়া এক দিবস ঐ বাটী হইতে বাহির হইয়া বহু দূরে চলিয়া গেলাম, সন্ধ্যার সময় কাতরতাপ্রযুক্ত এক স্থানে বসিয়া সঙ্গে আনীত আহারীয় দ্রব্য ভক্ষণ করিলাম, পরে পুনর্ব্বার গমন করিতে লাগিলাম। এই প্রকারে সপ্ত দিবস গমন করিয়া অষ্টম দিবসে সমুদ্র কূলে আসিয়া পৌঁছিলাম, পথিমধ্যে কেবল নারি

কেল ও নারিকেলের জলে প্রাণ ধারণ হইয়াছিল। সমুদ্র তটে আসিয়া দেখিলাম যে আমার তুল্য গৌর বর্ণ কতক গুলি লোক গোল মরিচ সংগ্রহ করিতে তথায় আসিয়াছে। অতএব নির্ভয়ে তাহারদিগের নিকট উপস্থিত হইলে তাহারা আরবীয় ভাষায় আমাকে জিজ্ঞাসা করিল যে তুমি কে এবং কোথা হইতে আসিয়াছ। আমি তাহারদিগর মুখে স্বজাতীয় ভাষা শ্রবণ করিয়া পরমাহ্লাদিত হইলাম, আর যে রূপে জাহাজভগ্ন হইয়া মনুষ্যভক্ষকদিগের হস্তে পতিত হইয়াছিলাম এবং তাহারদিগের হস্ত হইতে যে কৌশলে পরিত্রাণ পাইয়াছিলাম তাহা বিশেষ করিয়া কহিলাম, তাহা শুনিয়া তাহারা সকলেই চমৎকৃত হইল। পরে তাহারদের স্বকর্ম্ম সাধন অর্থাৎ গোল মরিচ সংগ্রহ হইলে পর তাহারা আমাকে সমভিব্যাহারে লইয়া আপনারদের উপদ্বীপস্থ রাজার নিকট উপস্থিত করিল। রাজা আমার তাবৎ বৃত্তান্ত শ্রবণানন্তর আমার প্রতি অনুকূল হইয়া আমায় পরিধেয় বস্ত্রাদি দিলেন এবং আমাকে অত্যন্ত স্নেহ করিয়া আপন সভাতে রাখিলেন।

ঐ উপদ্বীপে অনেক লোকের বসতি ছিল এবং রাজধানীতে নানা প্রকার বাণিজ্য হইত। আমি তাদৃশ বিপদের পর এই স্থানে আসিয়া বিশেষতঃ রাজানুগ্রহ প্রাপ্ত হইয়া আপনাকে পরম ভাগ্যবান জ্ঞান করিলাম, এবং ফলেও ক্রমেং রাজার অত্যন্ত প্রিয় হইলাম ও প্রায় তাবৎ লোকেই আমাকে তুষ্ট করিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। এক দিবস দেখিলাম যে রাজা প্রভৃতি তদ্দ্বীপস্থ সম্ভ্রান্ত মনুষ্যেরা যে অশ্বারোহণ করেন তাহাতে জিন রেকাব অথবা লাগাম কিছুই নাই, ইহাতে আশ্চর্য্য বোধ করিয়া রাজাকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে জিন লাগাম ব্যতীত কি রূপে অশ্বারোহণ করেন। ভূপতি কহিলেন যে তাঁহার রাজ্যস্থ লোক ঐ সকল দ্রব্যের ব্যবহার জ্ঞাত নহে সুতরাং ঐ রূপে অশ্বারোহণ করিয়া থাকে। ইহাতে আমি এক জন কারিগরকে জিনের আদর্শ দিয়া তদনুরূপ জিন প্রস্তুত করিতে কহিলাম, এবং স্বয়ং উদ্যোগী হইয়া চর্ম্ম

ও মকমলে মণ্ডিত এবং তাহার উপর স্বর্ণের কর্ম্ম করাইয়া কর্ম্মকারের দ্বারা লাগাম ও রেকাব প্রস্তুত করাইয়া রাজাকে উপঢৌকন দিলাম। রাজা ঐ অশ্ব সজ্জা আপন ঘোটকের উপর দিয়া তদারোহণে অত্যন্ত তুষ্ট হইয়া আমাকে যথোচিত পুরস্কার করিলেন। পরে আমি রাজ মন্ত্রী ও অন্যান্য প্রধান কর্ম্মকারক গণকেও সেই প্রকার জিন লাগাম প্রস্তুত করিয়া দিয়া অনেক ধন প্রাপ্ত হইলাম, এবং তাহাতে রাজা প্রজা উভয়ের অত্যন্ত প্রিয় হইলাম।

এক দিবস রাজা আমাকে কহিলেন যে সিন্ধবাদ আমি তোমাকে যথেষ্ট অনুগ্রহ করি এবং প্রজারাও তোমাকে মান্য করিয়া থাকে, অতএব তুমি এখান হইতে আর কোথায় যাইবা, এখানে বিবাহাদি করিয়া থাক, স্বদেশের চিন্তা করিও না। আমি রাজাজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে না পারিয়া এক সদ্বংশোদ্ভবা পরম সুন্দরী যুবতীকে বিবাহ করিয়া পরম সুখে কাল যাপন করিতে লাগিলাম। কিয়ৎকাল পরে এক প্রিয়তম প্রতিবাসির পত্নী বিয়োগ হইলে আমি তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়া দেখিলাম যে তিনি অত্যন্ত কাতর হইয়াছেন তাহাতে সান্ত্বনা করিয়া কহিলাম পরমেশ্বর তোমাকে চিরজীবি করুণ স্ত্রীর জন্য কি চিন্তা কত স্ত্রী পাইবা। প্রতিবাসী উত্তর করিলেন আমি চিরজীবি কি প্রকারে হইব আমার আর এক ঘণ্টা কালও বাঁচিবার ভরসা নাই কেন না আমারদের পূর্ব্ব পুরুষ দিগের ব্যবস্থানুসারে জীবিত স্বামী মৃত পত্নীর সহিত ও জীবিতা পত্নী মৃত পতির সহিত গোরে প্রবেশ করে, এতন্নিয়মাতিক্রম কখন হয় নাই ও কোন প্রকারে হইবারও সম্ভাবনা নাই, অতএব আমার নিশ্চয় মরণ উপস্থিত বাঁচিবার উপায় নাই। এই অসভ্য ব্যবহারের কথা শুনিয়া আমার হৃৎকম্প হইতে লাগিল, ইতিমধ্যে ঐ ব্যক্তির বন্ধুবান্ধব প্রতিবাসি গণ আসিয়া তাহার মৃতা স্ত্রীর শবকে উত্তম বস্ত্রালঙ্কারে বিবাহের রাত্রিতে যে রূপ ভূষিতা করিয়া থাকে সেই রূপ করিল, পরে ঐ শব একটা সিন্দুকে পুরিয়া গোরস্থানে লইয়া গেল আর ঐ

স্ত্রীর স্বামী শবের পশ্চাৎ২ ও আর২ সকলে অগ্রে২ চলিল। এই রূপে তাহারা এক উচ্চ পর্ব্বতের উপর গিয়া প্রস্তরাচ্ছাদিত যে একটা অত্যন্ত গভীর গহ্বর ছিল তাহার মুখস্থ প্রস্তর উঠাইয়া শবের সিন্দুকে রজ্জু দ্বারা বন্ধন করিয়া গহ্বরের মধ্যে নামাইয়া দিল, তৎপরে ঐ ব্যক্তি আত্ম বন্ধু গণের সহিত আলিঙ্গনাদি করিয়া আর এক মুক্ত সিন্দুকে প্রবেশ করিলে তন্মধ্যে এক পাত্রে কিঞ্চিৎ জল ও আর এক পাত্রে ক্ষুদ্র২ সাত খানা রুটী দিয়া তাহাকেও ঐ প্রকারে ঐ গহ্বরে নিক্ষেপ করিল, তদনন্তর গহ্বরের মুখ প্রস্তরের দ্বারা পুনর্ব্বার আবদ্ধ করিয়া সকলে স্ব২ গৃহে প্রত্যাগমন করিল।

এই অত্যাচার দেখিয়া আমার মনে যে দুঃখোদয় হইল আমি তাহা অপ্রকাশ রাখিতে না পারিয়া এক দিবস রাজাকে কহিলাম মহারাজ আপনকার রাজ্যে এ কি আশ্চর্য্য রীতি যে মৃতের সহিত জীবিতের গোর হয়। আমি অনেক দেশ ভ্রমণ করিয়াছি, কিন্তু এরূপ রীতি কুত্রাপি দেখি নাই। রাজা কহিলেন সিন্ধবাদ ইহাতে আশ্চর্য্য কি, সাধারণ ব্যবস্থাই এইরূপ, যদি আমার রাজ্ঞী অগ্রে মরেন তবে আমাকেও তাহার সঙ্গে ঐ রূপে মরিতে হইবে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম মহারাজ বিদেশীয় লোক দিগকেও কি এই ব্যবস্থা পালন করিতে হয়। রাজা ঈষদ্ধাস্য পূর্ব্বক কহিলেন তাহাতে সন্দেহ কি, যদি ভিন্ন দেশীয় লোকেরা এই দ্বীপে বিবাহ করে তবে তাহারদিগকেও এই ব্যবস্থার অধীন হইতে হয়। রাজার এই কথায় আমি কি পর্য্যন্ত চিন্তিত হইলাম তাহা বাক্‌পথাতীত। আমার ভাবনা হইল যদি আমার বনিতা অগ্রে মরে তবে আমার দশা কি হইবে, কি করি ধৈর্য্যাবলম্বন করিয়া থাকিলাম। কিন্তু কি পরমেশ্বরের ইচ্ছা কিয়ৎকাল পরে আমার ভার্য্যার পরলোক প্রাপ্তি হইল তাহাতে আমি একেবারে শোক সাগরে নিমগ্ন হইলাম। নরভুক দ্বারা ভক্ষিত হওয়া ও জীবনসত্বে প্রোথিত হওয়া আমার পক্ষে তুল্য জ্ঞান হইল, কিন্তু মরণোদ্ধারের কোন উপায় দেখিলাম না। পরে রাজা ও তৎসভাস্থ ও তন্নগরস্থ প্রনী

যানী সকলে আসিয়া শবের সজ্জা করিতে লাগিলেন। শবের সজ্জা হইলে সিন্দুকে শব পুরিয়া অশ্বারোহণে সকলে পর্ব্বতে গমন করিলেন। আমি শবের পশ্চাতে আত্ম মরণের শোকে বিহ্বল হইয়া রোদন করিতে২ চলিলাম। গমন কালে রাজা ও তৎসঙ্গী গণের প্রত্যেকের পদ ধারণ পূর্ব্বক বিবিমত বিনতি করিয়া কহিলাম যে আমি বিদেশী আমার স্ত্রী পুত্রাদি সকল স্বদেশে আছে এবং আমাভিন্ন তাহারদের অন্নের উপায় নাই, অতএব আমার প্রতি দয়া করিয়া আমাকে প্রাণ দান কর। কিন্তু আমার কথায় কেহ কর্ণপাত করিল না, আমার স্ত্রীর শবকে গহ্বর মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া আমাকে নিয়মিত জল ও রোটিকা দিয়া আর এক সিন্দুকে পুরিয়া তৎক্ষণাৎ গর্ত্তে ফেলিয়া দিল পরে গর্ত্তের মুখ বন্ধ করিয়া সকলে চলিয়া গেল।

আমি গহ্বর মধ্যে পতিত হইয়া দ্বারের ছিদ্র দ্বারা যে কিঞ্চিৎ আলোক আসিতে ছিল তদ্যোগে দেখিলাম যে ঐ স্থান এক বৃহৎ গহ্বর; অনুমানে ২৫০ হস্ত গভীর ও তাহার ভিতর শবে পরিপূর্ণ এবং তাহার গন্ধে থাকা অসাধ্য পরন্ত এমত বোধ হইল যে তন্মধ্যে কেহ২ বাঁচিয়া আছে ও কাহার২ কণ্ঠ শ্বাস হইয়াছে। যাহা হউক। নীচে গিয়া সিন্দুক হইতে বাহির হইয়া হস্ত দ্বয়ে নাসিকা দ্বার রুদ্ধ করিয়া কিঞ্চিৎ অন্তরে গিয়া ভূমীতে পতিত হইয়া রোদন করিতে লাগিলাম, আর কহিলাম পরমেশ্বর যে অদৃষ্টানুসারে শুভাশুভের ফল প্রদান করেন তাহা যথার্থ বটে, কিন্তু আমি স্বয়ং আমার এই অদ্ভুত মরণের মূল হইয়াছি, আমি যে সকল ঝঞ্ঝা বায়ুতে সমুদ্রে পতিত হইয়াছিলাম তাহাতে যদি প্রাণত্যাগ হইত তবে এরূপ মৃত্যু ঘটিত না, আমি ধনের লোভে কতবার বিপদে পড়িয়াছি, হায়২ কেন গৃহে থাকিয়া পরিশ্রমোপার্জ্জিত ধন ভোগে তৃপ্ত হইলাম না। এইরূপে পশ্চাত্তাপ করত চিন্তায় আত্মাকে মগ্ন করিয়া রাগ ও শোকে মস্তকে ও বক্ষে করাঘাত করিতে২ উচ্চৈস্বরে রোদন দ্বারা গহ্বর বিদীর্ণ করিতে লাগিলাম কিন্তু অত্যন্ত দুঃখেও মনুষ্যের জীবনাশা যায় না, অতএব

যত ক্ষণ বাঁচি ঐ আশাতে নাসিকা দ্বার রুদ্ধ করিয়া ধীরে২ সিন্দুকের নিকট গিয়া রোটিকা বাহির করিয়া কিঞ্চিৎ আহার করিলাম, ঐ রোটিকা ও জল ক্রমে শেষ হইলে মরিতে হইবে এই নিশ্চয় করিয়া থাকিলাম, ইতিমধ্যে এক দিবস ঐ গহ্বরের দ্বারাচ্ছাদক প্রস্তর উত্তোলিত হইলে এক পুরুষের শব নিক্ষিপ্ত হইল, এবং তৎপরেই একটা জীবিতা স্ত্রী নীচে আসিয়া পড়িল। বিপদে পড়িলে মনুষ্যের বিপরীত বুদ্ধি হয় অতএব ঐ স্ত্রীর রুটী জল হরণার্থে আমি এক খান বৃহৎ অস্থির দ্বারা তাহার মস্তক চূর্ণ করিয়া তাহার রুটি জল লইলাম, তাহাতে কিছু দিবসের আহার চলিল, তাহা শেষ না হইতে২ আর এক মৃত স্ত্রী ও জীবিত পুরুষ নিক্ষিপ্ত হইল, তাহাকেও তদ্রূপে বধ করিয়া তাহার খাদ্য দ্রব্যাদি হরণ করিলাম।

এই প্রকারে আর এক দিবস আর একটা স্ত্রী হত্যা করিলাম, তৎপরে ঐ গর্ত্তে থাকি এক দিবস বোধ হইল যে তথায় কোন জন্তু দৌড়িয়া বেড়াইতেছে, ইহাতে শব্দ লক্ষ্যে আমি তন্নিকটে গমন করিলাম। কিন্তু আমি যাইতেই সে পলায়ন করিল, এবং আমি যেমন তাহার পশ্চাতে২ চলিলাম সেও সেইমত দৌড়িতে লাগিল কখন বা একস্থানে স্থির হইয়া থাকিল এই প্রকারে তাহার পশ্চাৎ২ অনেক দূর গেলে পর নক্ষত্রের ন্যায় এক জ্যোতি দৃষ্ট হইল এবং তাহা ক্ষণে দৃষ্ট ও ক্ষণে অদৃষ্ট হইতে লাগিল, ক্রমে তাহার নিকটে গিয়া দেখিলাম যে পর্ব্বতের ছিদ্র দিয়া ঐ আলোক আসিতেছে ঐ ছিদ্র দিয়া একটি মনুষ্য মাত্র বাহির হইতে পারে। ইহাতে অতিশয় আনন্দিত হইয়া আমি তখনি ঐ ছিদ্র দিয়া গহ্বর হইতে বাহির হইয়া দেখিলাম যে যে জন্তুর শব্দ শ্রবণে আমি তৎপশ্চাৎ২ গমন করিয়াছিলাম সে সমুদ্র জন্তু বিশেষ শবাহারের নিমিত্ত সমুদ্র হইতে উঠিয়া ঐ ছিদ্র দিয়া গহ্বরে প্রবেশ করিয়াছিল। অনন্তর দেখিলাম যে ঐ পর্ব্বত সমুদ্র ও নগরের মধ্যস্থ কিন্তু পর্ব্বতের উচ্চতা প্রযুক্ত সাগরের কূলে

নগরস্থ লোকের গমনাগমন হয় না। আমি পর্ব্বতোপরি উঠিয়া পুনর্জীবন প্রাপ্তে পরমেশ্বরের অনেক ধন্যবাদ করিলাম তৎপরে গহ্বরে গিয়া রোটিকা ও জল আহার করিলাম তদনন্তর মৃতব্যক্তি গণের সিন্দুক হইতে যথেচ্ছা ক্রমে হীরক মণি মুক্তা স্বর্ণালঙ্কার ও উত্তমং বস্ত্রাদি বাহির করিয়া মোট বান্ধিয়া সমুদ্রের কূলে জাহাজ আগমনের প্রতীক্ষায় থাকিলাম।

দুই তিন দিবস পরে দৈবাৎ তৎস্থান দিয়া একখান জাহাজ যাইতেছিল তাহা দেখিয়া আমি উচ্চৈঃস্বরে ডাকিতে লাগিলাম, তাহাতে জাহাজস্থ লোকেরা আমাকে দেখিতে পাইয়া এক নৌকা পাঠাইয়া দিল আমি রত্নাদির মোট লইয়া তদারোহণ পূর্ব্বক জাহাজে গমন করিলাম। নাবিকগণ জিজ্ঞাসা করিল কি প্রকারে তথায় গিয়া ছিলা। আমি কহিলাম যে দুই দিবস হইল আমার জাহাজ জল মগ্ন হইয়াছে তাহাতে এই সকল দ্রব্যাদি লইয়া কোন রূপে আমি কূলে আসিয়াছিলাম। তাহারা এই কথা সত্য জ্ঞানে আর কোন কথা জিজ্ঞাসা করিল না। আমি ঐ জাহাজারোহণে নানা স্থান ভ্রমণ করিয়া বহুতর ধন লইয়া শেষে বোগদাদ নগরে উপনীত হইলাম। এই যাত্রায় আমি যে ধন লইয়া আসিয়াছিলাম তাহা অসংখ্য। বাটী আসিয়া পরমেশ্বরের দয়ার ধন্যবাদ সূচনার্থ অনেক বিতরণ ও মসজিদ স্থাপন ও দীন দরিদ্র লোকের প্রতিপালনার্থ অনেক ধন দান করিয়া বন্ধু আমাত্য কুটুম্ব গণের সহিত নানা রূপে আমোদ প্রমোদে স্বচ্ছন্দে কাল ক্ষেপণ করিতে লাগিলাম।

এইরূপে চতুর্থ বাণিজ্য যাত্রার বিবরণ সমাপন করিয়া সিন্ধবাদ হিন্দবাদকে পুনরায় আর এক শত স্বর্ণ মুদ্রা দিয়া বলিলেন যে কল্য আমার পঞ্চম যাত্রার বৃত্তান্ত শ্রবণ করিও। পর দিবস হিন্দবাদ ও অন্যান্য নিমন্ত্রিত আমাত্য গণ আসিয়া ভোজনাদি করিলে পর সিন্ধবাদ তাঁহার পঞ্চম বাণিজ্য যাত্রার বিবরণ কহিতে আরম্ভ করিলেন।

সিন্ধবাদের পঞ্চম বাণিজ্য যাত্রা।

সিন্ধবাদ বলিতেছেন পুনরায় বাটীতে আসিয়া মহানন্দে মগ্ন হইলে পূর্ব্ব ক্লেশ বিস্মৃত হইল, সুতরাং বাণিজ্য গমনেচ্ছা অন্তর হইতে অন্তর হইল না বরঞ্চ বাটীতে থাকা ক্লেশকর বোধ হইতে লাগিল, অতএব পুনর্ব্বার বাণিজ্যোপযুক্ত দ্রব্যাদি ক্রয় পূর্ব্বক বস্তাবন্দি করিয়া এক উত্তম বন্দরে গিয়া অন্যের জাহাজে আরোহণ না করিয়া স্বয়ং জাহাজ নির্ম্মাণ করাইলাম কিন্তু আমার যে দ্রব্যাদি ছিল তাহাতে জাহাজ সম্পূর্ণ বোঝাই না হওয়াতে, অন্যান্য কএক জন সওদাগরকে সমভিব্যাহারে লইয়া যাত্রা করিলাম। তদনন্তর অনেক দ্বীপ উপদ্বীপ ভ্রমণ করিয়া একদিন অরণ্যবৎ উপদ্বীপে নামিয়া এক রাক পক্ষীর অণ্ড দর্শন করিলাম। সে ডিম্ব পূর্ব্ব দৃষ্ট অণ্ডের ন্যায় বৃহদাকার, কিন্তু ফুটিবার উপক্রম হইয়াছে এবং শাবকের চঞ্চু নির্গত হইতেছিল। আমার সঙ্গে যে সকল মহাজন গণ গমন করিয়াছিল তাহারা ঐ অণ্ড নাশে প্রমত্তচিত্ত হইল যদিও আমি তাহারদিগকে ভূয়ঃ২ নিষেধ করিলাম তথাপি আমার বাক্য অবহেলন পূর্ব্বক তাহারা ঐ অণ্ড দগ্ধ করিয়া আহার করিল। তাহাদের আহার সমাপন না হইতে২ আকাশ বিমানে দুই খণ্ড মেঘ দৃষ্ট হইল। ঐ মেঘ দৃষ্টে বহুদর্শী নাবিক আমারদিগকে বলিল আপনারা যে দুই খণ্ড মেঘের ন্যায় দর্শন করিতেছেন তাহা বস্তুত মেঘ নয় ভগ্ন অণ্ডের মাতা পিতা রাকপক্ষী হইবেক, তাহারা এই স্থানে আসিতেছে কিন্তু আসিয়া অণ্ড ভগ্ন দেখিলে আমারদিগের প্রাণ রক্ষা সঙ্কট হইবে। এইকথা শুনিয়া আমরা ব্যস্ত সমস্ত হইয়া জাহাজ আরোহণ করিয়া জাহাজ খুলিয়া দিলাম। ইতিমধ্যে ঐ দুই পক্ষী পাখার বিপর্য্যয় শব্দ করিয়া আসিতে লাগিল, আর অণ্ডের যত নিকটস্থ হইল ততই বিকট চীৎকার আরম্ভ করিল, পরে অণ্ডের অতি নিকটে আসিয়া যখন দেখিল যে শাবক নষ্ট হইয়াছে, তখন প্রতিহিংসা মানসে আমারদিগকে কিছু না বলিয়া যে দিক্ হইতে আসিয়াছিল সেই দিকে উড়িয়া গেল।

ইত্যবসরে আমরা দ্বিপদ শঙ্কায় অতি ত্বরায় পাইল উঠাইয়া জাহাজ সমুদ্রে লইয়া গেলাম কিন্তু কিঞ্চিৎ কাল পরেই ঐ দুই পক্ষী প্রত্যেকে এক২ বৃহৎ প্রস্তর অর্থাৎ পর্ব্বত নখপুটে আনিয়া আমাদের জাহাজের চতুর্দিগে ঘুরিতে লাগিল, ঘুরিতে২ একটা পক্ষী জাহাজ লক্ষ্য করিয়া নখস্থ পর্ব্বত তাহার উপরে ফেলিয়াদিল, কিন্তু নাবিক সতর্ক ছিল যেমন পর্ব্বত খান ছাড়িল তেমনি জাহাজের হাইল ফিরাইয়া তাহা জাহাজে লাগিতে দিল না, তত্রাপি পর্ব্বত খান এমত বেগে আসিয়া জলে পড়িল যে সমুদ্র তোলপাড় হইয়া যেন পাতাল পর্য্যন্ত দেখা গেল। পরে অন্য পক্ষীটা অনেকক্ষণ লক্ষ্য করিয়া এমত রূপে পর্ব্বত খান নিক্ষেপ করিল যে তাহা ঠিক জাহাজের উপর পড়িয়া জাহাজ খণ্ড২ হইয়া ভাঙ্গিয়া গেল, এবং মহাজন ও দ্রব্যাদি সকলই জল মগ্ন হইল। আমিও জলে পড়িলাম কিন্তু সৌভাগ্য ক্রমে ভগ্ন তরির একখান তক্তা পাইয়া কখন বাম হস্তে ধরিয়া দক্ষিণ হস্তে সন্তরণ কখন দক্ষিণ হস্তে ধরিয়া বাম হস্তে সন্তরণ এই প্রকারে ভাসিতে২ স্রোতে ও বাতাসের আনুকূল্যে এক দ্বীপের কূলে আসিয়া পড়িলাম। ঐ দ্বীপের তীর অতি উচ্চ এবং আমি অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়াছিলাম তথাপি কোন রূপে তাহার উপর উঠিয়া ঘাসের উপর বসিয়া কিঞ্চিৎ কাল বিশ্রাম করিলাম। তৎপরে দ্বীপাভিমুখে গমন করিয়া দেখিলাম যে পক্ব অপক্ব ফল বিশিষ্ট নানা বিধ বৃক্ষ ও উত্তম বারি পূর্ণ সরোবর রহিয়াছে তাহাতে ক্ষুধা তৃষ্ণা দুই নিবারণ করিলাম এবং রাত্রি হইলে তৃণ শয্যা করিয়া শয়ন করিয়া থাকিলাম, কিন্তু জন শূন্য স্থানে একাকী পড়িয়া থাকাতে ভয় প্রযুক্ত নিদ্রা হইল না, অধিক রাত্রি চিন্তাতেই গেল, এবং কখন২ উঠিয়া বনে ভ্রমণ করিতে লাগিলাম তাহাতেও নিঃশঙ্ক হইতে পারিলাম না, নিশাবসানে দ্বীপের ভিতরে গিয়া দেখিলাম যে এক ক্ষুদ্র নদীতটে এক মনুষ্য বসিয়া আছে, আমি অনুমান করিলাম ঐ ব্যক্তি বুঝি আমার ন্যায় জাহাজ ভগ্নে বিপন্ন অতএব তন্নিকটে গিয়া নমস্কার করিয়া জি-

জ্ঞাসা করিলাম তুমি কি নিমিত্ত এখানে আছ সে তাহাতে কোন উত্তর না দিয়া কিঞ্চিৎ মস্তক নত করিয়া ফল চয়নার্থে নদী পারে যাইতে চায় এইরূপ সঙ্কেত করিল। ইহাতে আমি ঐ ব্যক্তিকে চলৎ শক্তি হীন বিবেচনা করিয়া স্কন্ধদেশে আরোহণ করাইয়া পরপারে লইয়া গেলাম, কিন্তু তথায় স্কন্ধ হইতে নামিতে বলাতে নামা দূরে থাকুক আমার গলার দুই পার্শ্বে পদ দিয়া আরও দৃঢ় করিয়া ধরিল আর তখন তাহার লোল চর্ম্ম গোচর্ম্মের ন্যায় কঠিন বোধ হইল এবং ক্রমশ আমাকে এমত টিপিয়া ধরিল যে শ্বাস রুদ্ধ হওয়াতে আমি ভূমিতে মূর্চ্ছাপন্ন হইয়া পড়িলাম, ইহাতেও স্কন্ধ হইতে নামিল না, কেবল নিশ্বাস নিঃসরণ হেতু পা দুটা এক২ বার কিঞ্চিৎ শিথিল করিয়া ধরিল, কিন্তু নিশ্বাস ত্যাগ হইলে পরে পঞ্জরে পদাঘাত করিয়া উঠিতে বলিল কি করি না উঠিলে পদাঘাতে প্রাণ যায় এজন্য উঠিলাম, তৎপরে আমার স্কন্ধারোহণ করিয়া বনে২ ভ্রমণ ও স্থানে২ ফল চয়ন করিয়া আপনিও কতক খাইল এবং আমাকেও কতক খাইতে দিল রাত্রিতে শয়ন করিয়া সেইরূপ গলা জড়াইয়া থাকিল। দিবা রাত্রি মধ্যে একবার নামিল না, ইহাতে আমার কি পর্য্যন্ত যাতনা হইল আপনারা বিবেচনা করুন। এইরূপে কএক দিন আমার স্কন্ধারোহণ করিয়া রহিল। আমি ঐ আপদুদ্ধারের কোন উপায় দেখিলাম না। এক দিবস ঐ পাপিষ্ঠকে স্কন্ধে করিয়া যাইতে২ দেখিলাম যে অনেক গুলা অলাবু পড়িয়া আছে অতএব তাহার একটা পরিষ্কার করিয়া তাহাতে দ্রাক্ষা রস পূরিয়া এক স্থানে উত্তম রূপে রাখিলাম। কিয়দ্দিবস পরে ঐ স্থানে পুনর্ব্বার আসিয়া দেখিলাম যে তাহাতে উত্তম মদ্য হইয়া আছে, অতএব তাহা লইয়া পান করাতে আমার বলাধিক্য হইল আর আমি মনের আনন্দে নৃত্য করিতে২ তাহাকে স্কন্ধে করিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। ঐ বৃদ্ধ রস পানের প্রত্যক্ষ ফল দেখিয়া, তাহা খাইতে চাহিল। আমি তৎক্ষণাৎ অলাবু শুদ্ধ রস তাহার হস্তে দিলাম, বৃদ্ধ তাহা লইয়া প্রচুর রূপে

পান করিল, এবং ক্রমে তাহাতে উন্মত্ত হইয়া স্কন্ধোপরি মুণ্ড নাচাইয়া স্বদেশীয় রীত্যনুসারে গান করিতে লাগিল। ঐই রূপ হেলন দোলনে বমন করিয়া ফেলিল, আর দুইটা পদ ক্রমে আলগা হইতে লাগিল। তখন আমি তাহাকে ভূমিতে নিক্ষেপ করিয়া এক খান বৃহৎ প্রস্তর লইয়া এমন আঘাত করিলাম যে তাহার মস্তক চূর্ণ হইয়া সে তখনি পঞ্চত্ব পাইল। এইরূপে ঐ পাপিষ্ঠের হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া আমি পরমানন্দে সমুদ্র তীরে গেলাম। তথায় কতক গুলি লোক জল লওনার্থ জাহাজ লাগাইয়াছিল তাহারা আমাকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল যে তুমি কে এবং এখানে কি রূপে আসিয়াছ আমি তাহারদিগকে আপনার যাবৎ বৃত্তান্ত কহিলাম তাহাতে তাহারা চমৎকৃত হইয়া আমাকে বলিল বৃদ্ধের হস্তে পতিত হইয়া তুমি যে রক্ষা পাইয়াছ ইহা অত্যন্ত আশ্চর্য্য, কেন না তাহা হইতে এ পর্য্যন্ত কোন ব্যক্তিই রক্ষা পায় নাই। ঐ ব্যক্তি এবম্প্রকারে অনেক লোক নষ্ট করিয়াছে, এবং তজ্জন্য এই উপদ্বীপ ভয়ানকরূপে বিখ্যাত হইয়াছে, আর এই কারণ অনেক লোক একত্র না হইয়া কখন এস্থানে আইসে না। তাহারা এই বিবরণ কহিয়া আমাকে আপনারদের জাহাজে লইয়া গেল। জাহাজাধ্যক্ষ আমার আশ্চর্য্য বিবরণ শুনিয়া অত্যন্ত আহ্লাদ পূর্ব্বক আমাকে জাহাজে স্থান দিয়া লইয়া চলিল। আমি ঐ জাহাজারোহণে এক নগরে আসিয়া উপনীত হইলাম তথাকার সকল গৃহ প্রস্তর নির্ম্মিত।

জাহাজে যাইতেং জাহাজস্থ এক ব্যক্তির সহিত আমার প্রণয় হইয়াছিল, তিনি ঐ নগর মধ্যে আমাকে এক বিদেশীয় মহাজনের আলয়ে লইয়া গিয়া নারিকেল ব্যবসায়ি কতিপয় ব্যক্তির হস্তে আমাকে সমর্পণ করত তাহারদিগকে বলিয়া দিলেন যে এই ব্যক্তি তোমারদের সঙ্গে নারিকেল আনয়নার্থ গমন করিবে তোমরা ইহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাও। আর আমাকে বলিলেন ইহারদের সঙ্গ ছাড়া হইও না, তাহা হইলে প্রাণ বিয়োগের সম্ভাবনা আছে ইহা বলিয়া পাথেয়

খাদ্য দ্রব্যাদি দিয়া আমাকে তাঁহারদের সঙ্গে পাঠাইয়া দি-লেন। আমি তাহারদের সঙ্গে এক বনে গেলাম তথায় গিয়া যে সকল বৃক্ষ দেখিলাম তাহা অতিশয় দীর্ঘ অথচ সরল, সে সকলের গুঁড়ি এমত পিচ্ছল যে আরোহণ করিয়া ফল পাড়া অতি অসাধ্য। অপর ঐ বন বানরে পরিপূর্ণ, সেই মর্কটেরা আমারদিগকে দেখিয়া একেবারে বৃক্ষের অগ্রভাগে উঠিতে লাগিল। আমি যে সকল লোকের সঙ্গে গিয়াছিলাম, তাহারা প্রস্তর ইষ্টকাদি নিক্ষেপ করিয়া কপি গণকে মারিতে লাগিল, তাহাতে বানরেরা ক্ষিপ্তের ন্যায় হইয়া নারিকেল ফেলিয়া মা-রিতে আরম্ভ করিল। আমরা ঐ সকল নারিকেল কুড়াইয়া আপন২ থলিয়া পূর্ণ করিতে লাগিলাম আর মধ্যে২ ঢেলা মারিয়া তাহারদিগকে রাগাইতে থাকিলাম, কেন না তাহা না করিলে ঐ ফল প্রাপ্তির অন্য কোন উপায় ছিল না। আমরা এই প্রকারে যথেষ্ট নারিকেল আনিয়া ক্রমাগত বিক্রয় করিতে লাগিলাম, মদীয় বন্ধু মহাজন আমাকে কহিলেন যে পর্য্যন্ত বাটী গমনের ব্যয় উপযুক্ত অর্থোপার্জ্জন না হয় তাবৎ কাল পর্য্যন্ত এইরূপ নারিকেল আনয়ন করিতে হইবে আমি তাঁহার ঐ পরামর্শ ক্রমে কিয়ৎকালের মধ্যে অনেক অর্থ উপার্জ্জন করিলাম।

অন্যান্য যে২ মহাজনেরা ঐ জাহাজে আসিয়াছিল তাহারা অগ্রেই জাহাজে নারিকেল বোঝাই করিয়া প্রস্থান করিল, আমি তাহারদের সঙ্গে গমন করিতে সক্ষম না হইয়া ঐ স্থানে ব্যবসা করিতে লাগিলাম। তাহাতে বিলক্ষণ ধনোপার্জ্জন হইলে মদীয় প্রিয় বন্ধু ব্যাপারির নিকট বিদায় চাহিলাম তিনি আমাকে জাহাজ ভাড়া করিয়া দিয়া তাহাতে নারিকেল বো-ঝাই করিয়া দিয়া বিদায় করিলেন। আমি ঐ জাহাজারোহণে যে যে উপদ্বীপে গোলমরীচ উৎপন্ন হয় তথায়২ গমন করি-লাম, শেষে তথা হইতে কুমারী উপদ্বীপে গিয়া দেখিলাম যে সেখানে উত্তম আবলোশ কাষ্ঠ জন্মে, অতএব ঐ স্থানে নারি কেল বিক্রয় করিয়া তৎপরিবর্ত্তে গোলমরীচ ও আবলোশ কাষ্ঠ

লইলাম, তৎপরে অন্যান্য মহাজনের সমভিব্যাহারে সমুদ্র হইতে মুক্তা আনয়ন করিতে গিয়া এক জন পরিপক্ব ডুবারুকে ঐ কার্য্যে নিযুক্ত করিলাম তাহাতে সে জলের ভিতর হইতে অনেক২ নির্ম্মল ও উত্তম বড়২ মুক্তা আনিয়া দিল আমি তাহা লইয়া বানসোরায় গমন করিলাম, তথা হইতে বোগ্দাদ নগরে পুনরা গমন পূর্ব্বক গোলমরীচ ও আবলোস কাষ্ঠ বিক্রয় করিয়া প্রচুর ধন প্রাপ্ত হইয়া লভ্যের দশাংশের একাংশ দীন দরিদ্র গণকে বিতরণ করিয়া সুখে কাল যাপন করিতে লাগিলাম।

সিন্ধবাদ এই ইতিহাস সমাপন করিয়া হিন্দবাদকে আর এক শত স্বর্ণ মুদ্রা দিলেন হিন্দবাদ তাহা লইয়া সে দিবস বিদায় হইয়া পরদিন পুনরাগত হইলে আহার পানান্তে সিন্ধবাদ আপনার ষষ্ঠ বাণিজ্যোপাখ্যান কহিতে লাগিলেন।

সিন্ধবাদের ষষ্ঠ বাণিজ্য যাত্রা।

সিন্ধবাদ বলিতেছেন এক বৎসর সুখে কাল যাপন করিলে পুনরায় বাণিজ্য গমনের বাঞ্ছা হইল ইহাতে আপনারা জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে পাঁচবার জাহাজ ভঙ্গ হইয়া মহা সঙ্কটে প্রাণ রক্ষা পাইয়া পুনরায় যে বাণিজ্য যাত্রা করিলা ইহার কারণ কি। আমি এই কথার উত্তর দানে অক্ষম, কেবল এই মাত্র বলিতে পারি যে আমার অদৃষ্টে দুঃখ ছিল এই জন্যে গমন করিলাম। আমার এই যাত্রার উদ্যোগে বন্ধু বান্ধব গণ অনেক নিষেধ করিয়াছিলেন কিন্তু তাহা না শুনিয়া পুনর্ব্বার বাণিজ্য সজ্জা করিয়া প্রথমত পারশ্য ও ভারতবর্ষে গমন করিলাম। তৎপরে এক বন্দরে গিয়া অর্ণব যানারোহণ করিলাম। সেই পোতাধ্যক্ষ অনেক দূর পর্য্যন্ত ভ্রমণ করিবেন ইহা শুনিয়া আমার বড়ই আনন্দ হইল কিন্তু বহুদিবস সমুদ্র পথে গমনানন্তর অস্মদীয় গ্রহ বৈগুণ্য প্রযুক্ত দিগভ্রম হইয়া কোথায় জাহাজ চলিতে লাগিল তাহা জানা গেল না। পরে যদিও দিগ নিরূপণ হইল তথাচ তাহাতে হর্ষ জন্মিল না কেননা নাবিক

একেবারে হাইল ত্যাগ করিয়া উষ্ণীষ ফেলিয়া কেশোৎপাটন ও বক্ষে করাঘাত করত রোদন করিয়া উঠিল। আমরা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম যে তুমি এ প্রকার কেন করিতেছ কি হইয়াছে। নাবিক বলিল আর কি হইবে, সর্ব্বনাশ উপস্থিত, সমুদ্রের অতি ভয়ানক স্থানে আসিয়া পড়িয়াছি ক্রমে স্রোতে জাহাজ টানিয়া লইয়া যাইতেছে, এবং আর অর্দ্ধ দণ্ডের মধ্যে দেখিবে আমারদের প্রাণ বিয়োগ হইল অতএব সকলে পরমেশ্বরের নাম করিতে থাক, তিনি ব্যতীত এইক্ষণে প্রাণ রক্ষার আর উপায় নাই। ইহা কহিয়া পাইল ফিরাইয়া দিতে কহিল কিন্তু সমস্ত পাইলের রজ্জু ছিন্ন ভিন্ন হইয়া জাহাজ অতিবেগে এক অগম্য পর্ব্বতের উপর গিয়া পড়িল এবং তাহা একেবারে খণ্ড২ হইয়া গেল। যাহা হউক। পরমেশ্বরের কৃপাতে আমরা খাদ্য ও বহুমূল্য দ্রব্যাদি লইয়া প্রাণে২ রক্ষা পাইলাম কিন্তু যে স্থানে পড়িলাম সে এক পর্ব্বতের অধোভাগ, এক বৃহৎ দ্বীপের তীর। তথায় দেখিলাম যে চতুর্দিগে ভগ্ন জাহাজ ও মৃত মনুষ্যের অস্থি পড়িয়া আছে তাহাতে বোধ হইল যে সেই স্থানে অনেক জাহাজ ও অসংখ্য লোক মারা পড়িয়াছে, আরও দেখিলাম যে তথায় অনেক দ্রব্যাদি ও বহুমূল্য প্রস্তর অর্থাৎ মণি মাণিক্য হীরা পড়িয়া আছে, কিন্তু তাহাতে কেবল শোক বৃদ্ধি হইল। অপর অন্যান্য স্থানে নদী প্রণালী দ্বারা আসিয়া সমুদ্রে পড়ে, কিন্তু ঐ স্থানে দেখা গেল যে এক নদী সমুদ্র হইতে উঠিয়া পর্ব্বতস্থ এক গহ্বরে প্রবেশ করিতেছে এবং তাহার ভিতর ঘোর অন্ধকার। আরও চমৎকার দেখিলাম যে ঐ পর্ব্বতের প্রায় সমুদয় প্রস্তর স্ফাটিক মাণিক্য ও বহুমূল্য রত্নাদি, তাহা ভিন্ন আর এক অদ্ভুত ব্যাপার দৃষ্ট হইল তাহা এই যে এক আলকাতরার ঝরণা পর্ব্বত হইতে সমুদ্রে পড়িতেছে ঐ আলকাতরা ভক্ষণ করিয়া মৎস্যগণ যে উদ্গার করিতেছে তাহাতে প্রচুর অম্বর জন্মিতেছে এবং কুমারী দ্বীপেতে যেমন চন্দন বৃক্ষ ঐ স্থানেও সেই প্রকার বৃক্ষ অনেক আছে তাহার বর্ণন কি করিব।

আমরা ঐ স্থান হইতে অন্যত্র গমনের কোন উপায় না দেখিয়া আমারদের সঙ্গে যে আহারীয় দ্রব্য ছিল তাহা তুল্যাংশে বিভাগ করিয়া লইলাম, ঐ দ্রব্যাদিতে কিছু দিন সকলের প্রাণ ধারণ হইল, তাহার পর আহারাভাবে একে২ সকলে মরিতে লাগিল এবং মৃত গণের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়াদি জীবিত দিগের দ্বারা হইল। ক্রমে যখন সকলে মরিল তখন এক মাত্র আমিই বাঁচিয়া রহিলাম, আমার শেষ পর্য্যন্ত বাঁচিবার হেতু এই যে আমি অল্প২ করিয়া আহার করিতাম এবং বণ্টন করিয়া যে খাদ্যাদি পাইয়াছিলাম তদ্ভিন্ন আমার নিজের খাদ্য সকলি ছিল তাহা অন্য কাহাকেও দিই নাই, কিন্তু আহারাভাবে আমাকেও শীঘ্র তৎপথ গামী হইতে হইবে ইহা নিশ্চয় করিয়া জীবনাশা ত্যাগ পূর্ব্বক আপনার গোর আপনিই অগ্রে খনন করিয়া রাখিলাম যে হেতু গোর দিতে কেহ ছিল না। কিন্তু পরমেশ্বর আমার প্রতি পুনরায় দয়া করিলেন তাহাতে গহ্বরের মুখে যে প্রবাহ যাইতে ছিল তৎতীরে গমন পূর্ব্বক কিয়ৎকাল তাহার বেগ নীরিক্ষণ করিয়া চিন্তা করিলাম যে এই সরিৎ পর্ব্বত হইতে অবশ্যই কোন স্থানে বহির্গমন করিতেছে, যদি ভেলা নির্ম্মাণ করিয়া তাহাতে আরূঢ় হইয়া স্রোতে ভাসিয়া যাই তবে কোন লোকালয় পাইতে পারিব আর না পাইলেই বা ক্ষতি কি, এ খানেও অনাহারে নিশ্চয় মৃত্যু হইবে, এ রূপে না মরিয়া না হয় অন্য প্রকারে মরিব আর যদি স্থানান্তরে যাইতে পারি তবে সঙ্গিগণের ন্যায় মরণ হইতে রক্ষা পাইব এমত নহে অর্থোপার্জ্জনের উপায় হইলেও হইতে পারিবে। এই চিন্তা করিয়া তৎক্ষণাৎ বৃহৎ২ শাল কাষ্ঠের একটা ভেলা প্রস্তুত করিলাম। পরে তট হইতে মণি মাণিক্য হীরক স্ফাটিক ইত্যাদি বিবিধ উত্তম২ রত্ন সংগ্রহ করিয়া ভেলাতে বন্ধন পূর্ব্বক তদারোহণে দুই হস্তে দুইটা দাঁড় লইয়া পরমেশ্বরকে স্মরণ করতঃ স্রোতে ভেলা ভাসাইলাম। পূর্ব্বে কহিয়াছি যে এই স্রোত পর্ব্বতের নীচে দিয়া গমন করিতেছিল, অতএব গহ্বরে প্রবেশ করিয়া পর্ব্বতের নীচে দিয়া চলিলাম তাহাতে

সকলি অন্ধকার কোন্ দিগে চলিলাম ও কখন্ দিবা কখন্ রাত্রি হইল কিছুই জানিতে পারিলাম না, যাহা হউক এই রূপ কয়েক দিন গমন করিলে এক দিন এক স্থানে পর্ব্বত এমত নীচ দেখিলাম যে তাহাতে মস্তক ভাঙ্গিতেং রক্ষা পাইলাম, সেই অবধি নতশির হইয়া থাকিলাম, কিন্তু ক্রমে আহারীয় দ্রব্যাদি সকল ফুরাইল, পরে কি খাইব তাহার উপায় না দেখিয়া ক্ষুধাতে অত্যন্ত কাতর হইয়া নিদ্রা গেলাম ঐ নিদ্রা কতক্ষণ অথবা কতদিন রহিল তাহা কহিতে পারি না কিন্তু নিদ্রা ভঙ্গ হইলে দেখিলাম যে এক বৃহদ্দেশের মধ্যে আসিয়াছি এবং নদী তটে ভেলা বদ্ধ রহিয়াছে, আর সেই স্থানে কতক গুলি কাফ্রি কৃষি কর্ম্ম করিতেছে। ইহা দেখিয়া অত্যন্ত প্রফুল্ল চিত্তে ভেলা হইতে উঠিয়া ঐ কাফরি গণকে নমস্কার করিলাম। তাহারা স্বং ভাষায় আমাকে কি জিজ্ঞাসা করিল তাহা আমার বোধ গম্য হইল না ফলত তখন আমার মনে এমত আনন্দ জন্মিল যে আমি জাগ্রৎ কি নিদ্রিত তাহা বুঝিতে পারিলাম না পরে জাগ্রৎ অবস্থাই স্থির করিয়া আরব্য ভাষায় এক প্রসিদ্ধ কবিতা আবৃত্তি করিলাম তাহার অর্থ এই যে পরমেশ্বরকে চিন্তা কর তিনি তোমাকে আশ্রয় দিবেন আর কোন বিষয়ে চিন্তা করিও না কেবল চক্ষু মুদিত করিয়া তাঁহাকে ধ্যান কর তাহা হইলে তিনি দুর্দশা ঘুচাইয়া মহৈশ্বর্য্য দিবেন।

ঐ কৃষ্ণবর্ণ পুরুষ দিগের মধ্যে এক জন আরব্য ভাষাজ্ঞ ছিল সে ঐ ভাষাতে আমাকে কহিল হে ভ্রাতঃ আমারদিগকে দেখিয়া তুমি ভীত হইও না, আমরা এতদ্দেশ বাসী পর্ব্বত প্রবাহিত এই নদী হইতে স্বং ক্ষেত্রে জল সেচনার্থ অদ্য এখানে আসিয়াছি, আমরা দেখিলাম যে তোমার ভেলা স্রোতে ভাসিয়া যাইতেছে তাহাতে আমরা সন্তরণ পূর্ব্বক ভেলা ধরিয়া আনিয়া এই খানে বন্ধন করিয়া রাখিয়াছি, তুমি এ প্রকারে কোথা হইতে এই নদীতে ভাসিয়া আইলা আমারদিগকে কহ, বোধহয় ইহার বিবরণ অবশ্যই অদ্ভুত হইবে। আমি কহিলাম হে বাবুরা আমার অত্যন্ত ক্ষুধা হইয়াছে, আমাকে অগ্রে

কিছু আহার করিতে দেও; পরে সকল কথা কহিতেছি। ইহাতে তাহারা আমাকে আপনারদের খাদ্য সামগ্রী দিলে আমি তদ্দ্বারা জঠরানল নির্ব্বাণ করিয়া স্বীয় সমুদায় কাহিনী তাহারদিগকে কহিলাম, তাহা শুনিয়া আরব্য ভাষাজ্ঞ ব্যক্তি সেই সকল কথা স্বীয় ভাষাতে আর২ সকলকে বুঝাইয়া দিল তাহারা তৎশ্রবণে অত্যন্ত বিস্ময়াপন্ন হইয়া কহিল এই কাহিনী অতি চমৎকার ইহা রাজার নিকটে বলিতে হইবে তিনি ইহা শুনিয়া অতিশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইবেন, আমি ইহাতে কোন আপত্তি করিলাম না, পরে তাহারা এক অশ্ব আনয়ন করিয়া আমাকে তৎপৃষ্ঠে আরোহণ করাইয়া কেহ পথ প্রদর্শনার্থ অগ্রে২ কেহবা ভেলা ও অন্যান্য দ্রব্যাদি লইয়া আমার সঙ্গে২ গমন করিল।

রাজা সরন্দিপ নগরে থাকিতেন, কাফ্রি কৃষ্ণবর্ণ পুরুষেরা আমাকে রাজ সভাতে লইয়া গেলে, ভারতবর্ষীয় রাজ গণকে যে রূপে অভিবাদন করিতে হয় আমি সেইরূপে ধরাবনত হইয়া ভূপতিকে প্রণাম করিলাম। রাজা আমাকে সমাদর পূর্ব্বক স্বনিকটে উপবেশন করাইয়া আমার নাম ধাম জিজ্ঞাসা করিলেন। আমি বলিলাম যে আমার নাম সিন্ধবাদ এবং বোগদাদ নগরে নিবাস, আর কহিলাম যে আমি জাহাজে বাণিজ্য করিয়া থাকি এজন্য সকলে আমাকে নাবিক খ্যাতি দিয়াছেন। পরে কি রূপে কোথা হইতে আইলাম তাহা জিজ্ঞাসা করাতে আপনাদিগকে যে রূপ কহিলাম তদ্রূপে তাঁহার নিকটে অকপটে সকল বিবরণ কহিলাম। রাজা তাহা শুনিয়া এ রূপ চমৎকৃত হইলেন যে অস্মৎ ভ্রমণ বিবরণ স্বর্ণাক্ষরে তখনি লেখাইয়া আপন পুস্তকাগারে রাখিলেন। পরে আমার ভেলা ও দ্রব্যাদি তাঁহার সম্মুখে আনীত হইলে আমি তাঁহাকে একে২ সকল দ্রব্য দেখাইলাম, রাজা চন্দনাদি দ্রব্যের বিস্তর প্রশংসা করিলেন বিশেষতঃ নীলকান্ত মণি ও মাণিক্যের আরো গৌরব করিলেন ও তাঁহার ভাণ্ডারে তাদৃশ নাই ইহা জানাইয়া পুনঃ২ অবলোকন করিতে লাগিলেন তাহাতে আমি কৃতাঞ্জলি

হইয়া কহিলাম হে নরেন্দ্র আপনার সেবাতে আমি কেবল আত্ম শরীর সমর্পণ করিয়াছি এমৎ নহে আমার ভেলাতে যে সকল রত্ন আছে তাহাও আপনাকে অর্পণ করিলাম। ভূপতি ঈষদ্ধাস্য পূর্ব্বক কহিলেন সিন্ধবাদ পরমেশ্বর তোমাকে যাহা দিয়াছেন আমি কেন তাহা হইতে তোমাকে বঞ্চিত করিব, বরং ঐ ধন আমার দ্বারা যাহাতে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় তাহাই আমার কর্ত্তব্য, তুমি যৎকালে স্বদেশে গমন করিবে তৎকালে আমি তোমাকে এসকলের বৃদ্ধি সহিত দিয়া বিদায় করিব। এই সকল কথাতে আমি তাঁহার সৌজন্য ও দান শীলতার গৌরব এবং শ্রীবৃদ্ধির আকাংক্ষা প্রকাশ করিলাম। অনন্তর ভূপতি আমাকে অপূর্ব্ব বাস স্থান দিয়া আমার সেবার্থ আপন এক জন রাজ কর্ম্মকারকে নিযুক্ত করিয়া দিলেন সে ব্যক্তি আমার প্রতি যথোচিত যত্ন করিল আমি প্রতিদিন নিয়মিত কালে রাজ সভায় গমন করিতাম, এবং অবকাশ ক্রমে নগর ভ্রমণ ও তদ্দেশস্থ আশ্চর্য্য২ বস্তু দেখিয়া বেড়াইতাম। এই দ্বীপের পর্ব্বতে নানা বিধ ধাতুর আকর আছে আমারদিগের আদি পুরুষ আদম যখন স্বর্গ হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছিলেন তখন তিনি এই পর্ব্বতে আসিয়া বাস করিয়াছিলেন, এপ্রযুক্ত সেই পর্ব্বত তীর্থের মধ্যে গণ্য, অতএব আমি তদ্দর্শনার্থ গমন করিয়াছিলাম।

তথা হইতে প্রত্যাগমনানন্তর আমি স্বদেশ গমনেচ্ছায় রাজাজ্ঞা প্রার্থনা করিলে ভূপতি আমাকে বহুবিধ বহু মূল্য দ্রব্যাদি দিলেন, আর গমন কালে আমারদিগের ধর্ম্ম পালক বোগদাধিপতিকে বহু মূল্য রত্নাদির উপঢৌকন ও এক পত্র দিয়া আমাকে কহিলেন যে এই পত্র ও দ্রব্যাদি আমার প্রিয় বন্ধু হারুন অলরসিদকে প্রদান করিয়া আমার বন্ধুতা জানাইও আমি ঐ উপঢৌকন দ্রব্য ও পত্র অতি সম্ভ্রম পূর্ব্বক লইলাম, এবং ঐ আজ্ঞা প্রকৃত রূপেই পালন করিব ইহা অঙ্গীকার করিলাম। পরে রাজা আমার গমন জন্য অত্যুত্তম অর্ণবযান ও আর২ আয়োজন করাইয়া দিয়া আমাকে বিদায় করিলেন,

আর জাহাজাধ্যক্ষকে বলিয়া দিলেন যে আমাকে অত্যন্ত সম্মান পূর্ব্বক লইয়া যায় ঐ জাহাজ আরোহণ করিয়া অনেক দিবসান্তে নির্ব্বিঘ্নে আমি বালসোরায় পৌঁছিলাম, এবং তথা হইতে বোগদাদে আসিয়া প্রথমেই সরন্দিপাধিপতির পত্র ও উপঢৌকন লইয়া ধর্ম্ম পালক হারুন অলরসীদের নিকটে গমন করিলাম। রাজার স্থানে আমার গমনের সম্বাদ হইলে রাজা আমাকে সম্মুখে ডাকাইলেন। আমি তাঁহার সিংহাসনাগ্রে গিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিলাম, তৎপরে গাত্রোত্থান করিয়া রাজ গুণানুবাদ পূর্ব্বক সরন্দীপাধিপতির পত্র ও উপহার প্রদান করিলে রাজা পত্র পাঠানন্তর আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে সরন্দীপাধিপতি যে প্রকার লিখিয়াছেন তিনি সেই প্রকার ধনবান কি না, এই কথা শুনিয়া আমি পুনরায় সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিয়া কৃতাঞ্জলি পূর্ব্বক কহিলাম মহারাজ এ বিষয়ে তিনি বরঞ্চ অল্প করিয়া লিখিয়াছেন, আমি তাঁহার যে রূপ ঐশ্বর্য্য দেখিয়াছি তাহার তুল্য লেখা হয় নাই ইহা কহিয়া তাহার ঐশ্বর্য্য ও বিচারের বিস্তারিত বিবরণ কহিলাম। পরে বোগদাদেশ্বর কহিলেন রাজার বিচক্ষণতা এই পত্রেই প্রকাশ পাইতেছে, এবং তুমি যাহা কহিলা তাহাতে বোধ হইতেছে যে তিনি যেমন উত্তম রাজা প্রজাগণ সেই প্রকার তাঁহার যোগ্য। ইহা কহিয়া ভূপতি আমাকে বহুমূল্য পারিতোষিক দিয়া বিদায় করিলেন।

সিন্ধবাদ এইরূপে ভ্রমণ বার্ত্তা কহিয়া হিন্দবাদকে আর এক শত স্বর্ণ মুদ্রা দিলেন, পর দিন ঐ ব্যক্তি ও অন্যান্য বন্ধুগণ উপস্থিত হইলে সিন্ধবাদ সপ্তম বাণিজ্য যাত্রার বৃত্তান্ত এই রূপে কহিতে লাগিলেন।

সিন্ধবাদের সপ্তম বাণিজ্য যাত্রা।

সিন্ধবাদ কহিলেন যে আমি ষষ্ঠ বাণিজ্য যাত্রা হইতে প্রত্যাগমন করিয়া, ভ্রমণেচ্ছা একেবারে পরিত্যাগ করিলাম,

এবং বয়ঃক্রমও অধিক হইয়াছিল এজন্য প্রতিজ্ঞা করিলাম যে আর যে কএক দিন বাঁচিয়া থাকি সে কএক দিন সুখে কাল যাপন করিব, কিন্তু এক দিবস কতিপয় বন্ধু সহিত বসিয়া আহার করিতেছি ইতিমধ্যে আমার এক জন ভৃত্য আসিয়া আমাকে কহিল যে বোগদাদাধিপতির এক কর্ম্মচারী আসিয়া আপনাকে ডাকিতেছে, ইহাতে আমি তৎক্ষণাৎ উঠিয়া তাহার নিকট গেলাম। রাজ কর্ম্মকারী কহিলেন যে রাজা আপনাকে কোন কথা কহিবেন একারণ ডাকিয়া পাঠাইলেন। ইহা শুনিয়া আমি অবিলম্বে রাজ বাটীতে গমন করিলাম. তৎপরে রাজ সন্নিধানে উপস্থিত হইয়া প্রণাম করিলে রাজা কহিলেন সিন্ধবাদ, সরন্দিপের রাজার শিষ্টতার প্রতিদান করা আবশ্যক, অতএব তাঁহার নিমিত্ত উপঢৌকন প্রস্তুত করিয়াছি তাহা লইয়া তোমাকে গমন করিতে হইবে। রাজার এই বাক্য বজ্রের ন্যায় আমার কর্ণ কুহরে প্রবিষ্ট হইল আমি কহিলাম ধর্ম্মাবতার আপনার আজ্ঞা আমার শিরোধার্য্য. কিন্তু আমার একটি নিবেদন আছে আমি নানা দেশ ভ্রমণ করিয়া অনেক সঙ্কটে পড়িয়াছিলাম, সেই সকল সঙ্কট হইতে রক্ষা পাইয়া কোন প্রকারে বোগদাদে আসিয়া এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছি যে আর এইস্থান হইতে এক পদ কোথাও গমন করিব না, ইহাতে মহারাজের যেমন আজ্ঞা হয়. ইহা বলিয়া মদীয় ভ্রমণের সমস্ত বিবরণ কহিলাম তাহা মনোযোগ পূর্ব্বক শ্রবণ করিয়া বোগদাদাধিপতি কহিলেন সিন্ধবাদ তুমি যে সকল বিবরণ বলিলে সকলি আশ্চর্য্য কিন্তু আমার অনুরোধে তোমাকে আর একবার সরন্দীপে গমন করিতে হইবে, তথায় গিয়া আমার দত্ত দ্রব্যাদি রাজাকে দিয়া পুনরাগমন করিবে, তাহার পর আর কোথাও গমন করিতে হইবে না, আর তোমাভিন্ন একর্ম্ম অন্যের দ্বারা সম্পন্ন হওয়া কঠিন কেননা অন্য কোন ব্যক্তি ঐ স্থান কখন গমন করে নাই। ফলত রাজার নিকট আমি ঋণী আছি. ঋণী হইয়া থাকা অনুচিত, বিশেষতঃ তাহাতে অসভ্যতাও প্রকাশ হয়, অতএব তোমাকে আর একবার

গমন করিতে হইবে। আমি কি করি রাজা পুনঃ২ বলাতে স্বীকৃত হইলাম, পরে আমার ব্যয়ার্থ রাজা আমাকে সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা দিতে আজ্ঞা করিলেন, তাহাতে ভ্রমণের সজ্জা করিয়া আমি রাজার নিকট বিদায় হইয়া উপঢৌকন ও লিপি লইয়া বানসোরায় গিয়া অর্ণব যানারোহণে সরন্দ্বিপে যাত্রা করিলাম।

কিয়ৎদিবসের মধ্যে তৎ দ্বীপে উপনীত হইলাম পরে রাজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলে রাজা তৎক্ষণাৎ আমাকে চিনিয়া পরমাহ্লাদ পূর্ব্বক কহিলেন যে সিন্ধবাদ তুমি যদবধি এস্থান হইতে গিয়াছিলে তদবধি আমি তোমাকে সর্ব্বদা স্মরণ করিতাম, অদ্য আমার শুভ দিন যে তোমার সহিত পুনরায় সাক্ষাৎ হইল। এই কথায় আমি কৃতার্থ হইয়া বোগদাদাধিপের লিপি ও উপঢৌকন প্রদান করিলাম।

সরন্দ্বিপাধিপতি রাজপ্রেরিত পত্র ও দ্রব্যাদি পাইয়া বিশেষতঃ বন্ধুতার প্রতিদান বিবেচনায় পরমাহ্লাদিত হইলেন। কিয়ৎকাল পরে আমি স্বদেশ গমনের বাঞ্ছা প্রকাশ করাতে রাজা বহুমূল্য বহুতর দ্রব্য পুরস্কার দিয়া আমাকে বিদায় করিলেন। আমি অর্ণব যানারোহণে বোগ্দাদে যাত্রা করিলাম, কিন্তু গ্রহ বৈগুণ্য জন্য চারি দিবস পরে সমুদ্র মধ্যে বোম্বেটিয়ার হস্তে পতিত হইলাম। ঐ সকল দস্যুগণ জাহাজ আক্রমণ করিয়া যাহারা যুদ্ধ বিগ্রহ করিতে গিয়াছিল তাহারদিগকে নষ্ট করিল দৈবাৎ আমি ও আর কএক জন লোক তাহারদের প্রতি কোন বিরুদ্ধাচরণ করি নাই তাহাতে আমারদিগকে প্রাণে মারিল না, কিন্তু সর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়া ছিন্ন বস্ত্র পরাইয়া এক দূরস্থ দ্বীপে লইয়া গিয়া দাসত্বায় বিক্রয় করিল। আমি দৈববশত এক ধনী সওদাগরের হস্তে পড়িয়াছিলাম ঐ সদাগর আমাকে স্বভবনে লইয়া গিয়া উত্তম বস্ত্রাদি প্রদান করিয়া বিশিষ্ট রূপে রাখিলেন। কিয়দ্দিবস গত হইলে সওদাগর এক দিন আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি কোন প্রকার ব্যবসা জান কি না, আমি কহিলাম যে আমি বাণিজ্য ব্যবসায় করিতাম তাহাতে দস্যু হস্তে পড়াতে

তাহারা যথা সর্ব্বস্ব অপহরণ করিয়া আমাকে এখানকার স্থানে বিক্রয় করিয়া গিয়াছে। সদাগর জিজ্ঞাসা করিলেন তুমি তীর ক্ষেপণ করিতে পার কি না। আমি কহিলাম যে বাল্যাবস্থায় ধনুর্বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছিলাম এই ক্ষণেও কিছু২ মনে আছে। এই কথা শুনিয়া সওদাগর আমাকে ধনুর্শর দিয়া হস্তী পৃষ্ঠে আরোহণ করাইয়া নগরের প্রান্ত-ভাগে এক নিবিড় বনমধ্যে লইয়া গেলেন সেখানে এক অত্যুত্তম বৃক্ষে আরোহণ করাইয়া কহিলেন যে এবনে অনেক হস্তী আছে, তুমি এই বৃক্ষে থাক, হস্তীগণ যখন এই পথ দিয়া গমন করিবে তখন তীর নিক্ষেপ করিবে তাহাতে যদ্যপি কোন হস্তী মারা পড়ে তবে আমাকে গিয়া সম্বাদ দিবে। ঐ কথা বলিয়া সদাগর প্রস্থান করিল। আমি সমুদয় রাত্রি বৃক্ষোপরি থাকিলাম কোন হস্তী দৃষ্ট হইল না, কিন্তু পরু দিবস সূর্য্যোদয়কালে দেখিলাম যে অনেক হস্তী যূথ একত্র হইয়া গমন করিতেছে, তাহাতে শর নিক্ষেপ পূর্ব্বক একটা হস্তিকে বধ করিলাম, পরে অন্য২ হস্তীগণ বনে প্রবেশ করিলে আমি বৃক্ষ হইতে অবরোহণ করিয়া মদীয় প্রতিপালকে ঐ সমাচার কহিলাম, সদাগর আমার প্রতি অত্যন্ত তুষ্ট হইয়া উত্তমরূপে ভোজন করাইলেন ও নানা প্রকারে আমার বিদ্যার প্রশংসা করিয়া আমাকে আলিঙ্গন করিলেন। পরে আমার সঙ্গে বনে গিয়া এক গর্ত্ত খনন করিয়া তন্মধ্যে ঐ হস্তীকে পুঁতিলেন কেন না তন্মাংস গলিত হইলে তাহার দন্তাদি লইয়া বিক্রয় করিবেন। এইরূপে দুই মাস পর্য্যন্ত আমি ঐ বনে গিয়া গজ বধ করিতাম, এক দিবস প্রাতে অসংখ্য হস্তী দৃষ্ট হইল কিন্তু পূর্ব্বে তাহারা যে ভাবে গমন করিত সে দিবস সে ভাবে গমন না করিয়া আমার বৃক্ষের অন্বেষণে ভ্রমণ করিতে লাগিল, পরে আমি যে মহীরুহোপরি ছিলাম তাহার নিকটে আসিয়া এমন ভয়ানক গর্জ্জন করিতে লাগিল যে তাহাতে যেন ভূমিকম্প হইল। আমি বৃক্ষোপরে থাকিলাম, কিন্তু অত্যন্ত ভয় হইল, ভাবিলাম এইবার বুঝি প্রাণ গেল এবং ভয়ে

হস্ত হইতে ধনুর্ব্বাণ ভূমীতে পতিত হইল। হস্তী গুলা কতক্ষণ আমার প্রতি স্থির চক্ষে দৃষ্টি করিয়া রহিল, পরে একটা বৃহৎ বলবান হস্তী ঐ বৃক্ষ মূলে শুণ্ড জড়াইয়া এমন টানিল যে তাহাতে বৃক্ষ সমূলোৎপাটন হইল ও বৃক্ষ শুদ্ধ আমি ভূমিতে পড়িলাম, তখন ঐ হস্তীটা আমাকে শুণ্ডের দ্বারা পৃষ্ঠে তুলিয়া বেগে লইয়া চলিল এবং অন্য হস্তী সকল শ্রেণী বদ্ধ হইয়া তাহার পশ্চাৎ২ গমন করিল। আমি কাষ্ঠের ন্যায় তাহার পৃষ্ঠে থাকিলাম। কতক দূরে যাইয়া করিবর আমাকে একস্থানে ভূমিতে নামাইয়া রাখিয়া প্রস্থান করিল ও অন্যান্য হস্তীগণ তাহার সঙ্গে২ চলিয়া গেল। আমি তখন স্পন্দন রহিত কিঞ্চিৎ কাল পরে চেতনা পাইয়া দেখিলাম যে গজদন্ত ও গজঅস্থিতে পরিপূর্ণ এক পর্ব্বতে আমাকে রাখিয়া গিয়াছে। ইহাতে স্তাকারদের আশ্চর্য্য বুদ্ধি, দেখিলাম, তাহারা বুঝিয়াছিল যে দন্তের নিমিত্ত আমি তাহারদিগকে বধ করি তাহারা ঐ পর্ব্বতে সমস্ত মৃত হস্তী আনিয়া ফেলিত এবং তাহা দন্তে ও অস্থিতে পরিপূর্ণ ছিল অতএব ঐ স্থানে আমাকে রাখিবার তাৎপর্য্য এই যে আমি আর তাহারদিগকে নষ্ট না করিয়া তথা হইতেই যত ইচ্ছা দন্তাদি লই। করিদের এই বুদ্ধি দেখিয়া আমি অনেক প্রশংসা করিয়া পরে তথা হইতে অন্ন দাতার গৃহে গেলাম, তিনি আমাকে দেখিবামাত্র কহিলেন সিন্ধাবাদ তুমি কোথায় ছিলে, তোমাকে কএক দিন না দেখিয়া আমি অতিশয় ভাবিত ছিলাম, অরণ্য মধ্যে একটা বৃক্ষ উৎপাটিত এবং তোমার শরধনু নিক্ষিপ্ত দেখিয়া আমি অনুমান করিয়াছিলাম যে করিগণ তোমাকে নষ্ট করিয়া থাকিবে অতএব কহ দেখি তোমার কি দুর্ঘটনা ঘটিয়াছিল, এবং কি প্রকারে তুমি জীবদ্দশায় ফিরিয়া আইলে। আমি হস্তির দ্বারা পরিচালিত হওয়ার তাবৎ বৃত্তান্ত ও তথায় যে রূপ দন্তাস্থি পাওয়া যায় তাহা সমুদায় কহিলাম, সদাগর তৎসংবাদে মহা হৃষ্ট হইয়া আমাকে সমভিব্যাহারে লইয়া পর দিবস ঐ দন্ত ক্ষেত্রে গমন করিলেন আর আমি যাহা কহিয়াছিলাম তাহা প্র-

ত্যক্ষ দেখিয়া পরমাহ্লাদিত হইলেন, এবং যে হস্তী আরোহণে
তথায় গিয়াছিলাম তাহাতে যথেচ্ছা গজদন্ত বোঝাই করিয়া
আনিলেন। পরে আমার প্রতি তুষ্ট হইয়া কহিলেন যে ভ্রাতঃ
অদ্যাবধি তোমার সঙ্গে আমার দাস সম্বন্ধ ত্যাগ হইল এই
অবধি তোমাকে ভ্রাতৃ সম্বোধন করিব, পরমেশ্বর তোমার মঙ্গল
করুন, তুমি আমার যে উপকার করিলে তাহা কহিয়া জানা-
ইতে পারি না; গজদন্ত আনয়নার্থ আমরা প্রতি বৎসর অনে-
কানেক দাস প্রেরণ করিয়া থাকি তাহারা প্রায় সকলে দুষ্ট
জন্তু কর্তৃক হত হয় কিন্তু পরমেশ্বর কেবল তোমাকেই তাহার
দের কোপ হইতে রক্ষা করিয়াছেন অতএব তুমি সামান্য ম-
নুষ্য নহ তোমার দ্বারা আমি ধনোপার্জ্জনের পথ দেখিলাম,
এবং তোমা হইতে অস্মদ্দেশেও ধনোৎপত্তির উপায় হইল,
অতএব এমত বিবেচনা করিও না যে তোমাকে স্বাধীনতা
দিয়াই আমি ক্ষান্ত থাকিব, প্রচুর ঐশ্বর্য্য দ্বারাও তোমাকে সন্তুষ্ট
করিব। আমি কহিলাম হে প্রতিপালক পরম দেবতা আপ-
নাকে রক্ষা করুন আমা কর্তৃক যে উপকার হইল তাহার প্রতি-
দান স্বাধীনতা দানেই হইয়াছে বিশেষ পুরস্কারের প্রয়োজন
নাই, তবে এই প্রার্থনা করি যে যাহাতে আমার স্বদেশ গ-
মন হয় আপনি তাহার উপায় করিয়া দেউন। সদাগর কহি-
লেন তাহা অবশ্যই করিব, আগামি ঋতুতে গজদন্ত ক্রয়ার্থে অ-
নেক জাহাজ আসিবে ঐ সময় তোমাকে স্বদেশে প্রেরণ করিব
আমি এইকথা শুনিয়া তাহাকে নমস্কার করিলাম।

পরে আগামি ঋতু উপস্থিত হইলে জাহাজের আমদানি হইল
তাহাতে সদাগর আমার নিমিত্ত একখান জাহাজ ভাড়া করিয়া
ঐ জাহাজের অর্দ্ধেক গজদন্তে পূর্ণ করিয়া আমাকে দিলেন
এতদ্ভিন্ন পাথেয় ও তদ্দেশের বহুমূল্য বহু আশ্চর্য্য২ বস্তু
দিলেন। ঐ সকল দ্রব্য প্রাপ্তে আমি তাঁহাকে সহস্র২ প্র-
ণাম করিলাম, তৎপরে বিদায় হইয়া অর্ণবযানারোহণে বো-
গদাদে যাত্রা করিলাম, পথিমধ্যে অনেক ক্লেশ হইয়াছিল কিন্তু
অবশেষে বোগদাদ নগরে পৌঁছিলে সকল ক্লেশ দূর হইল।

দেশে আগমন মাত্রে রাজ সন্নিধানে গিয়া ভূপতিকে তাবৎ বৃত্তান্ত কহিলাম ভূপতি কহিলেন যে সিন্ধাবাদ তোমার প্রত্যাগমনের বিলম্ব দেখিয়া নিতান্ত উদ্বিগ্ন হইয়াছিলাম, যাহা হউক পরমেশ্বর তোমাকে চিরজিবী করুন পরে তাঁহার নিকটে হস্তী মারণের অদ্ভুত বিবরণ কহাতে তিনি অতিশয় চমৎকৃত হইলেন এবং আমি আর যেই বিবরণ কহিয়াছিলাম তাহা আশ্চর্য্য বোধ করিয়া লেখক দ্বারা স্বর্ণাক্ষরে লেখাইয়া পুস্তকালয়ে রাখিলেন। পরে আমি রাজ সন্নিধানে সম্মান প্রাপ্ত হইয়া হৃষ্ট চিত্তে স্বভবনে আসিয়া আমাত্য কুটুম্ব ও পরিবারগণ লইয়া পরমানন্দে কাল ক্ষেপণ করিতেছি।

সিন্ধবাদ সপ্তম অর্থাৎ শেষ ভ্রমণের কথা সমাপন করিয়া হিন্দবাদকে কহিলেন বন্ধো আমি যে রূপ ক্লেশ পাইয়াছি এবং যেমনং সঙ্কটে পড়িয়াছিলাম অন্য কাহার এমত শুনিয়াছ অতএব একপ ক্লেশে ধনোপার্জ্জন করিয়া বৃদ্ধকালে স্বচ্ছন্দে থাকি ইহা কি অপরামর্শ। এই কথা বলাতে হিন্দবাদ সিন্ধবাদের হস্ত চুম্বন করিয়া কহিল যে আপনি অনেক ক্লেশ পাইয়াছেন তাহার সন্দেহ কি, আমার দুঃখ তত্তুল্য কোন রূপেই হইতে পারে না আমি ক্ষণকাল যে ক্লেশ পাই লভ্য চিন্তায় তাহার সান্ত্বনা হয়, আপনি অনেক ক্লেশে ধনোপার্জ্জন করিয়াছেন এবং সৎকর্ম্মে ব্যয় করিতেছেন, অতএব আপনি দীর্ঘায়ু হইয়া সুখে কাল যাপন করুন। এই কথা শুনিয়া সিন্ধবাদ তাহাকে আর একশত স্বর্ণ মুদ্রা দিলেন, আর বলিলেন অদ্যাবধি তুমি আমার বন্ধু শ্রেণীতে গণনীয় হইলা। অতএব স্বীয় ব্যবসা পরিত্যাগ করিয়া তুমি প্রত্যহ এখানে আসিয়া আমার সঙ্গে আহারাদি করিও।